চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 28 June 2019 ■ আগরতলা, ২৮ জুন, ২০১৯ ইং ■ ১২ আষাঢ় ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

নিশ্চিন্তের প্রতীক
Sister
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

স্ত্রী হত্যার দায়ে স্বামীর যাবজ্জীবন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। স্ত্রী হত্যার দায়ে স্বামীকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের সাজা দিল আদালত। সাথে আর্থিক জরিমানাও করা হয়েছে।

উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের পূর্ব হুরুয়ায় ২০১৭ সালে স্বামী পরিতোষ নাথ গলা টিপে খুন করেন স্ত্রী পূর্ণিমা নাথকে। ওই হত্যাকান্ডের ঘটনায় উত্তর ত্রিপুরা জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক গৌতম সরকার খুনের মামলায় অভিযুক্ত পরিতোষ নাথকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের সাজা দেন। সাথে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

এ-বিষয়ে উত্তর ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, ২০১৭ সালের জানুয়ারী মাসে ধর্মনগর থানাধীন হুরুয়ায় পূর্ণিমা নাথ ও পরিতোষ নাথের সামাজিক রীতি মেনে বিয়ে হয়। কিন্তু, এক মাস পর থেকেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝামেলা শুরু হয়। তিনি বলেন, পণের জন্য স্ত্রী পূর্ণিমাকে তাঁর স্বামী অত্যাচার করতেন। অভিযোগে জানা গিয়েছে, স্ত্রীকে তাঁর বাপের বাড়ি থেকে এক লক্ষ টাকা এনে দিতে বলেছিলেন পরিতোষ নাথ। কিন্তু পূর্ণিমার বাবা রোহিনী নাথ ২০ হাজার দিতে পেরেছিলেন। তাতে, স্ত্রীর উপর অত্যাচার আরো বাড়িয়ে দেন পরিতোষ নাথ।

ভানুপদ চক্রবর্তী বলেন, ২০১৭ সালের ২৮ জুলাই ভোর রাত ৪টা নাগাদ স্ত্রীকে গলা টিপে খুন করেন পরিতোষ নাথ। ওই ঘটনায় মৃতার বাপের বাড়ির অভিযোগ পুলিশ মৃতার স্বামীকে গ্রেপ্তার করেন। তিনি বলেন, ওই মামলার তদন্তভার দেওয়া হয়েছিল সহকারী পুলিশ সুপার পারমিতা পান্ডেকে। তিনি তদন্তক্রমে আদালতে ভারতীয় দন্ডবিধি ৩০২/৩০৪(বি) / ৪৯৮(এ) ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পঞ্চায়েত নির্বাচনেও জোটের পথে না গিয়ে

এবারও বিজেপির সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই জারি রাখবে আইপিএফটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। রাজ্যে ক্ষমতাসীন বিজেপি ও আইপিএফটি জোট লোকসভা নির্বাচনের মতো পঞ্চায়েত নির্বাচনেও বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই করতে চলেছে। বিজেপি আজ ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে। শরিক দল আইপিএফটি সভাপতি এন সি দেববর্মা জানিয়েছেন, গ্রাম পঞ্চায়েত সব আসনে তাঁর দল প্রার্থী দেবে। পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের নির্বাচনে আইপিএফটি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় থাকছে না। এই ঘোষণা কার্য্যত ক্ষমতাসীন দুই দলের কাছে সমঝোতা ও ঐক্যের প্রশ্নটি নতুন করে সামনে আসতে শুরু করেছে।

আজ ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে জোট বেঁধে লড়াই হওয়ার প্রশ্নে অস্পষ্টতা জিইয়ে রেখেছে বিজেপি। তবে, আবারও এককভাবেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে প্রস্তুতি নিয়েছে বিজেপি, তা দলের নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান তথা শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথের কথায় অনেকটাই স্পষ্ট হয়েছে। এদিন তিনি বলেন, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে আইপিএফটি-র সাথে আলোচনা চলছে। ধারণা করা হচ্ছে, তাঁরা নির্বাচনে বিজেপি-কে সহায়তা করবে। কারণ, ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে সমগ্র আসনেই বিজেপির প্রার্থী তালিকা প্রায় চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। তবুও তাঁরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে সে-ক্ষেত্রে আইপিএফটি-র সাথে আবারও বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই হবে, দাবি করেন রতন লাল নাথ।

এ-বিষয়ে আইপিএফটি সভাপতি তথা রাজস্ব মন্ত্রী এন সি দেববর্মা

বলেন, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে শুধু গ্রাম পঞ্চায়েতের সমগ্র আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে দল। পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদে কোন আসনেই প্রার্থী দেওয়া হবে না। তবে, বিজেপি ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই চাইলে আইপিএফটি'র কোন আপত্তি নেই, বলেন তিনি। তাঁর কথায়, লোকসভা নির্বাচনেও বিজেপির সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই হয়েছে। দুই শরিক দল এককভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। শুধু তাই নয়, ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের উপ-নির্বাচনেও দুই শরিক দল বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই করেছে। তাতে, জোটে কোন প্রভাব পড়বে না বলে দাবি করেন এন সি দেববর্মা।

অবশ্য, আইপিএফটি সভাপতির সাথে দলের সহ সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্যে ফারাক রয়েছে। কারণ, আইপিএফটি সহ সাধারণ সম্পাদক মঙ্গল দেববর্মার কথায়, গ্রাম পঞ্চায়েতের যে সকল আসনে দলের সমর্থক বেশি সেখানেই প্রার্থী দেওয়া হবে। তিনি দাবি করেন, কোন কোন আসনে প্রার্থী দেওয়া হবে তা স্থির করা হয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করা হবে।

ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে জোটবদ্ধতা নতুন নয়। কিন্তু, ক্ষমতাসীন জোট শরিকরা একে অপরের বিরুদ্ধে প্রার্থী দেওয়ার ঘটনা বিরল নজীর বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির বিরুদ্ধে বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই করতে গিয়ে আইপিএফটির আসল শক্তি কতটা তা সামনে এসেছে। ফলে, ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে আইপিএফটির শক্তি আবারও পরীক্ষিত হবে। অবশ্য, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে থাকার সিদ্ধান্ত আইপিএফটির সম্মানরক্ষা করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

পৃথক যান দুর্ঘটনায় নিহত এক, আহত দশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া/চড়িলাম/আগরতলা/বিলোনীয়া, ২৭ জুন।। রাজ্যে যান দুর্ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। প্রায় প্রতিদিন রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় যান দুর্ঘটনায় কেউ না কেউ প্রাণ হারাচ্ছেন। তেলিয়ামুড়া থানার অধীন বাইশঘড়িয়ায় এক বাইসাইকেল আরোহী প্রাণ হারিয়েছেন একটি গাড়ির ধাক্কায়। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার বিকালে। ঘটনাস্থলেই ওই বাইসাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

এদিকে, বিশালগড় থানার অধীন বিএসএফ ক্যাম্পের দুই নম্বর গেইট এলাকায় একটি বাস ও অটোর মধ্যে সংঘর্ষ হয়। তাতে অটোর যাত্রী প্রদীপ বাহাদুর রাই নামে একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ। টিআর-০৭-১২৪৮ নম্বরের একটি বাস ও টিআর-০১-বি-৪০৪১ নম্বরের অটোর মধ্যে সংঘর্ষ হয়। পুলিশ আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। দুর্ঘটনার একটি মামলা নিয়েছে পুলিশ।

অন্যদিকে, যাত্রীবাহী অটো দুর্ঘটনায় গুরুতর ভাবে আহত হল ৭ জন। আহতদের মধ্যে একজণ স্কুল পড়ুয়া ছাত্র। ঘটনা কল্যাণপুর খোয়াই সড়কের দ্বারিকাপুর বুলেট ক্লাব সংলগ্ন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ট্রেনের নীচে ঝাপ দিয়ে আত্মঘাতী কনস্টেবল

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৭ জুন।। রেল লাইনে আত্মঘাতী হল এক পুলিশ কনস্টেবল। নিহতের নাম রামকৃষ্ণ গোস্বামী। ঘটনাটি ঘটেছে বিশ্রামগঞ্জের রামদাস পাড়া এলাকায়। বুধবার সকালে উদয়পুর থেকে আগরতলাগামী ট্রেনের নীচে তিনি ঝাপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। জানা গিয়েছে, নিহত ব্যক্তি পুলিশ কনস্টেবল। বয়স আনুমানিক পঞ্চাশ। তিনি সিপাহীজলা জেলা ডিএআর পুলিশ কর্মী। ট্রেনের নীচে ঝাপ দিয়ে আত্মহত্যার খবর ছড়িয়ে পড়তেই প্রচুর সংখ্যায় লোক সেখানে পৌঁছেন। খবর দেওয়া হয় বিশ্রামগঞ্জ থানায়। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়।

চুড়াইবাড়িতে বিস্তর নেশা সামগ্রী উদ্ধার, গ্রেপ্তার চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। ত্রিপুরার সীমান্তবর্তী অসমের করিমগঞ্জ জেলার বাজারিছড়া থানাধীন চোরাইবাড়ি ওয়াচ পোস্টের পুলিশ অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করেছে প্রায় তিন লক্ষাধিক টাকা মূল্যের বিপুল পরিমাণের নিষিদ্ধ কফ সিরাপ এসক্যাফ। এর সঙ্গে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে, সে নাইট সুপারের চালক।

জানা গেছে, গতকাল বুধবার সন্ধে থেকে নেশাদ্রব্য উদ্ধার করতে অসম-ত্রিপুরা সীমান্তবর্তী চোরাইবাড়িতে ৮ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে সাদা পোশাকে ওত পেঁতে দলবল নিয়ে বসেছিলেন পুলিশ ওয়াচপোস্টের ইনচার্জ মিণ্টু শীল। গোটা রাত কাটানোর পর তাঁরা সাফল্য পান আজ বৃহস্পতিবার কাকভোরে। গুয়াহাটি থেকে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলার চন্দ্রপুরে আইএসবিটিগামী এএস ০১ এসি ৯৯০৯ নম্বরের শেরাওয়ালি নৈশ বাসের গতি রোধ করে পুলিশের দল। পুলিশ অফিসার মিণ্টু শীলের নেতৃত্বে তল্লাশি চালিয়ে নাইট সুপারের ভিতরে বিভিন্ন গোপন স্থান এবং ডিকি থেকে মোট ছয়টি প্যাকেট উদ্ধার করা হয়। প্যাকেটগুলো খোলেপ সেগুলোর ভিতর থেকে উদ্ধার হয় ১,৬০০ শিশি এসকেফ ব্র্যান্ডের নেশার কফ সিরাপ। সঙ্গে সঙ্গে আটক করা হয় আগরতলার বাসিন্দা জনৈক টিপু আইচের ছেলে বছর ৪২-এর বাসের চালক অমিনাক্ষ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিলোনিয়া-সাব্রুম ও লামডিং-হোজাই লাইনে সুরক্ষা পর্যবেক্ষণ ১ ও ২ জুলাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। পূর্বোত্তরে রেল সম্প্রসারণে আরও এক ধাপ এগিয়েছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। অসমের লামডিং-হোজাই এবং ত্রিপুরার বিলোনিয়া-সাব্রুম রেললাইনে সুরক্ষা পর্যবেক্ষণের দিন চূড়ান্ত হয়েছে। সূত্রের খবর, আগামী ১ জুলাই ত্রিপুরার বিলোনায়া-সাব্রুম লাইনে এবং ২ জুলাই লামডিং-হোজাই লাইনে সুরক্ষা পর্যবেক্ষণ করবেন রেলওয়ে নিরাপত্তা কমিশনার আরকে শর্মা।

এ-বিষয়ে রেলওয়ে নিরাপত্তা কমিশনার এক চিঠিতে সংশ্লিষ্ট রেলওয়ে আধিকারিকদের সবরকম প্রস্তুতি নিয়ে থাকতে বলা হয়েছে। তাছাড়া, ওই সুরক্ষা পর্যবেক্ষণে নির্ধারিত অন্য আধিকারিকদেরও উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে চিঠিতে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরা তথা ভারতের সর্বশেষ প্রান্ত সাব্রুমে রেললাইন সংস্থাপনের নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে, ট্রেনের পরীক্ষামূলক যাতায়াতও শুরু হয়েছে। গত কয়েকদিনে পাথর বোঝাই ট্রেন ওই লাইনে চালানো হয়েছে। তাছাড়া, আজ প্রায় ৯০ কিমি গতিতে ওই লাইনে পরীক্ষামূলক ট্রেন চালিয়ে দেখেছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আধিকারিকরা।

কারণ, রেলওয়ে নিরাপত্তা কমিশনারের নির্দেশ অনুযায়ী রেল লাইনের সমস্ত কাজ সমাপ্ত হতে হবে। তাছাড়া, ওই লাইনগুলি ট্রেন যাতায়াতের উপযোগী কিনা তা সুনিশ্চিত করার পরই নিরাপত্তা কমিশনার পর্যবেক্ষণে আসবেন, এ-কথা জানিয়েছেন জনৈক রেলওয়ে আধিকারিক। তাঁর কথায়, নিয়ম অনুযায়ী রেল লাইনে ট্রেন নিরাপদভাবে যাতায়াতের উপযোগী হলে তবেই নিরাপত্তা কমিশনার পর্যবেক্ষণে আসেন। তিনিই সমস্ত যাচাই করবেন। এর পর কোনও ত্রুটি পাওয়া না গেলে তিনি যাত্রী ট্রেন চলাচলের সবুজ সংকেত দেবেন।

সূত্রের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সালেমায় রাস্তার পাশে উদ্ধার সদ্যোজাত শিশুকন্যা, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। সদ্যোজাত এক শিশুকন্যাকে উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ধলাই জেলার সালেমা থানার অন্তর্গত আভাঙ্গা এলাকায়। বৃহস্পতিবার সকালের ঘটনা।

জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকালে জেলার সালেমা থানার আভাঙ্গা এলাকায় রাস্তার পাশে একটি শিশুর কান্না শুনতে পান পথচারীরা। তাঁরা কান্নার উৎসস্থলের দিকে এগিয়ে যান। এগিয়ে গিয়ে তাঁদের চোখ ছানাবড়া। দেখেন একটি ছেঁড়া শাড়ি দিয়ে মোড়া সদ্যোজাত এক শিশুকন্যা হাত-পা পেঁচানো অবস্থায় গলা ফাঁটিয়ে কান্না করছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা শিশুটিকে সেখান থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতাল থেকে খবর দেওয়া হয় পুলিশে।

পুলিশ এসে আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে কন্যাশিশুটিকে স্থানীয় হাসপাতাল থেকে নিয়ে যান ধলাই জেলা হাসপাতালে। বর্তমানে শিশুটির চিকিৎসা ও পরিচর্যা চলছে বলে জানা গেছে। জানা গেছে তার শারীরিক অবস্থা ভালোই। এদিকে, সালেমা থানার পুলিশ ঘটনা সম্পর্কে স্পষ্ট কোনও তথ্য দিতে পারেনি। কে বা কারা সদ্যোজাত এই শিশুকন্যাকে রাস্তার ধারে ফেলে গেছে তা জানতে তদন্ত করতে হবে, জানিয়েছেন সালেমা থানার পুলিশ কর্তৃপক্ষ।

রাজ্যে বিমান পরিষেবায় নিয়ে সংসদে সরব প্রতিমা ভৌমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। রাজ্যের বিমান পরিষেবার উন্নয়নে সংসদে সরব হলেন রাজ্যের সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। বৃহস্পতিবার লোকসভায় শূন্যকালে বিষয়টি উত্থাপন করে তিনি বিমান পরিষেবায় প্রতিবন্ধকতা দূর করার দাবি জানিয়েছেন।

সংসদে তিনি বলেন, শীঘ্রই ত্রিপুরায় বিমান পরিষেবা বৃদ্ধি খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে। কারণ, ত্রিপুরার জনসাধারণকে নানা প্রয়োজনে বহিঃরাজ্যে যেতে হচ্ছে। তাতে, যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছে তার নিরসন বিশেষ প্রয়োজন বলে তিনি দাবি করেন। লোকসভায় দাঁড়িয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেগার মজুরী বেড়ে হল ১৯২ টাকা, শ্রমদিবস সৃষ্টিতেও সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। এমজিএন রেগার দৈনিক মজুরি থেকে বৃদ্ধি করে ১৭৭ টাকা থেকে ১৯২ টাকা করা হয়েছে। ১ এপ্রিল থেকে এই মজুরী বৃদ্ধি কার্যকরী হয়েছে। শ্রম দিবস সৃষ্টিতেও বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছে বলে পঞ্চায়েত দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। সূত্র মোতাবেক আরও জানা গিয়েছে, ২০১৭-১৮ অর্থ বৎসরের তুলনায় ২০১৯-২০ অর্থ বৎসরে ২৭ জুন পর্যন্ত ১৯৬.৮৪ শতাংশ শ্রম দিবস বৃদ্ধি পেয়েছে।

জানা গেছে ২০১৭-১৮ অর্থ বৎসরে যেখানে রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে রেগার মোট ২৮.৪৬ লক্ষ শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছিল সেখানে রাজ্যে নতুন বিজেপি আইপিএফটি সরকার গঠিত হওয়ার পর ২০১৮-১৯ অর্থ বৎসরে বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৪.৬৭ লক্ষ হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বৎসরের প্রথম চার মাসে মোট ৫৬.০২ লক্ষ শ্রম দিবসের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। চলতি অর্থ বৎসরে সরকার মোট তিন কোটিরও বেশি শ্রম দিবসের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে।

শ্রম দিবস বৃদ্ধিতে ঊনকোটি জেলা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। এই জেলায় শ্রমদিবস বৃদ্ধির হার ২০১৭-১৮ অর্থ বৎসরের তুলনায় ২০৮৯.৪৭ শতাংশ। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ২০১৭-২৮ অর্থ বৎসরে এই জেলায় মাত্র ১৯ হাজার শ্রম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পঞ্চায়েত ভোট ঃ অধিকাংশ আসনে প্রার্থী ঘোষণা বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনী লড়াইয়ে এক কদম এগিয়ে গেল শাসক দল বিজেপি। শরিক দল আইপিএফটি-র সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই হতে পারে ইঙ্গিত দিয়ে আজ অধিকাংশ আসনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে গেরুয়া শিবির। বাকি আসনগুলিতেও ২-৩ দিনের মধ্যে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করবে বলে জানিয়েছেন প্রদেশ বিজেপি নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান তথা শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তাঁর দাবি, সমাজের সকল অংশের মানুষের সমন্বয়ে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বিজেপি। তাই, প্রার্থী তালিকায়ও এর প্রতিফলন দেখা যাবে।

আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে রতনলাল নাথ বলেন, গ্রাম পঞ্চায়েতে ৬,১১১টি, পঞ্চায়েত সমিতির ৪৯১টি এবং জেলা পরিষদের ১১৬টি আসনে অধিকাংশ প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত হয়েছে। তাঁর কথায়, আজ দুপুরে প্রার্থী তালিকায় ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি সভাপতি সিলমোহর দিয়েছেন।

তিনি বলেন, গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬,১১১টি আসনে ৩,৪০১টি, পঞ্চায়েত সমিতির ৪১৯টি আসনে ৮৯টি এবং জেলা পরিষদের ১১৬টি আসনের ৩০টি আসনে প্রার্থী তালিকা আজ ঘোষণা করা হচ্ছে। তাঁর দাবি, এবারের নির্বাচনে সবচেয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মায়ের বকুনীতে অভিমানে ফাঁসিতে আত্মঘাতী কিশোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। পড়াশুনা নিয়ে মায়ের বকুনী মেনে নিতে না পেরে অপমানে, অভিমানে আত্মহত্যার পথ বেছে নিল ১২ বছর বয়সী এক বালক। ঘটনাটি ঘটেছে গ্রান্ধীগ্রাম সংলগ্ন একটি চা বাগানে। চা বাগান শ্রমিক মা-বাবা পুত্রকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তোলার স্বপ্ন দেখছিলেন। কিন্তু বিধির লিখনে তা যেন সহ্য হলো না। গত রাতে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে বালকটি। তাকে উদ্ধার করে প্রথমে গান্ধীগ্রাম হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে জিবিতে স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা করা যায়নি। তার মৃত্যুতে গোটা এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। শোকাহত মা-বাবা ছেলেকে হারিয়ে বুক চাপড়ে কাঁদছেন।

বাজেটে রাজ্য সরকারের প্রতি অসহযোগিতার প্রমাণ দিয়েছে পুর নিগম ঃ রতন লাল নাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। পুর নিগম ২০১৯-২০ অর্থ বর্ষের বাজেট পেশ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। কারণ, শুধু ভারত গোটা বিশ্বেই বাজেটে নিম্নমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়না। কিন্তু, পুর নিগম সেই পথেই হেঁটেছে। বৃহস্পতিবার এই ভাবেই পুর নিগমের বাজেটকে সমালোচনায় বিঁধেছেন বিজেপি কোর কমিটির সদস্য তথা শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। তাঁর দাবি, বর্তমান রাজ্য সরকারের সাথে অসহযোগিতার প্রমাণ দিয়েছে পুর নিগম। কারণ, জনমনে বর্তমান রাজ্য সরকারের প্রতি ক্ষোভ জন্মানোর জন্যই বাজেট হ্রাস করেছে পুর নিগম।

তিনি বলেন, বামফ্রন্ট সরকারের তুলনায় বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার করের অংশ হিসেবে পুর নিগমকে অধীক অর্থ বরাদ্দ করেছে। এক তথ্য তুলে ধরে তিনি বলেন, ২০১৫-১৬ অর্থ বর্ষে ৩১.৮১ কোটি, ২০১৬-১৭ অর্থ বর্ষে ৩৩.৫৭ কোটি এবং ২০১৭-১৮ অর্থ বর্ষে ৩২.৬৮ কোটি করের অংশ হিসেবে পেয়েছে পুর নিগম। অথচ রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর ২০১৮-১৯ অর্থ বর্ষে করের অংশ হিসেবে পুর নিগমকে ৩৫.১১ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। ফলে, সহজেই অনুমেয় বাম জমানার তুলনায় বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার পুরবাসীদের জন্য অধীক চিন্তায় মগ্ন। তাই, বিগত বছর গুলির তুলনায় করের অংশ হিসেবে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে।

এদিন তিনি বলেন, রাজ্য সরকার বাজেট থেকে ২০১৯-২০ অর্থ বর্ষে ১৪২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে পুর নিগমকে। তবুও তারা মাত্র ২০৮ কোটি টাকার বাজেট পেশ করেছে। অথচ, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১১৬ কোটি ৪৩ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা পুর নিগমের জন্য বাজেটে বরাদ্দ করা হলেও তারা ২১৮ কোটি টাকার বাজেট পেশ করেছিল।

রতন লাল নাথের দাবি, পুরবাসীর বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকারের প্রতি অসন্তোষ তৈরি হোক চাইছে পুর নিগমের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা। উন্নয়ন কাজ ব্যহত হোক তাই বাজেট বরাদ্দে নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা গেছে। তিনি বলেন, পুর নিগমের বাজেটে স্পষ্ট বাম জমানায় যেখানে মাথাপিছু ৬৭৯২ টাকা বরাদ্দ হতো, এখন তা কমে দাঁড়িয়েছে ৩৯২৪ টাকা। রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে পুর নিগমের সদস্যদের এই আচরণ শোভনীয় নয় বলে কড়া ভাষায় সমালোচনা করেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৫ ◘ সংখ্যা ২৫৫ ◘ ২৮ জুন ২০১৯ ইং ◘ ১২ আষাঢ় ◘ শুক্রবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

স্বপ্নের উড়াল পুল

রাজধানী শহর আগরতলার সৌন্দর্য্যায়নে নতুন সরকারকে যথেষ্ট তৎপর হইতে দেখা যাইতেছে। বিশেষ করিয়া এই শহরকে স্মার্ট করিতে উদ্যোগ শুরু হইয়াছে। কিন্তু, প্রশ্ন উঠিতেছে শহরের নির্মিত উড়াল পুলের কি হইবে? যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই উড়াল পুল চালু করা উচিত। যদি নির্মাণের ক্ষেত্রে বড় ধরনের ত্রুটি ধরা পড়ে তাহা হইলে তাহা কি ভাবে সারানো যায় সেই বিষয়ে সরকারকে অগ্রণী হইতে হইবে। উড়াল পুল চালু হইলে শহর দক্ষিণের এবং বটতলা ও সংশ্লিষ্ট এলাকা যানজট হইতে অনেকখানি মুক্ত হইতে পারে। উড়াল পুলে সত্যিই কতখানি কারিগড়ি ত্রুটি রহিয়াছে, বা ঝুঁকি কতখানি এ বিষয়ে দক্ষ ইঞ্জিনীয়ারদের দ্বারা পরীক্ষা নীরিক্ষা করিতে হইবে। উড়াল পুল বামফ্রন্ট আমলে গড়িয়া উঠিয়াছে। এজন্য ওই এলাকার জনসাধারণ ও যাত্রীরা, যানবাহন চালকরা অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়াছেন। এত দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়া আগরতলার স্বপ্নের উড়াল পুল বাস্তবের মাটি পাইবে না? এই উড়াল পুল নিয়া নানা মুণির নানা মত চাল আছে। বেশ কিছুদিন উড়াল পুলের ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়া পুলিশে মামলা পর্য্যন্ত হইয়াছিল। সেই মামলা কোন্ পর্য্যায়ে আছে তাহা এখনও ধোঁয়াশার মধ্যেই রহিয়াছে যাইতেছে। অন্যদিকে এমন অভিযোগও আছে বাম আমলে বখরার ফলে কাজে হয়তো গাফিলতির সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। আবার কোনও কোনও সূত্র জানাইতেছে যে, উড়াল পুল নির্মাণকারী সংস্থার পাওনা আছে বিরাট অংকের টাকা। সেই টাকা শোধ না করায় পুল রাজ্য সরকারের হাতে তুলিয়া দিতেছে না। স্বপ্নের উড়াল পুল রাজধানীবাসীকে গোলক ধাঁধার মধ্যেই যেন ঠেলিয়া দিতেছে। এই অবস্থার অবসানের লক্ষ্যে রাজ্য সরকারকে দ্রুত উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

আসলে উড়ালপুল নির্মান সম্পন্ন হইবার পর অনেক দিন অতিবাহিত হইয়াছে। এইভাবে তো অনন্তকাল চলিতে পারে না। জনগণের টাকায় নির্মিত এই পুল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জনগণের কাজে লাগানোই বড় কথা। বাম আমলে এই উড়াল পুল তৈরী হইয়াছে। টাকা পয়সা দেনা পাওনা যাই হউক তাহা নতুন সরকারকেই দেখিতে হইবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই উড়াল পুল চালু করার মধ্য দিয়া রাজ্যবাসীর স্বপ্ন পূরণে নিশ্চয় নতুন সরকার কাল বিলম্ব করিবে না। কিন্তু, জন নিরাপত্তাকে সবচাইতে বেশী গুরুত্ব দিতে হইবে। উড়াল পুল চালু করার ক্ষেত্রে সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে কাটাইয়া উঠা দরকার। শুধু আগরতলাবাসী নহে। ত্রিপুরাবাসীর কাছেও ইহা গর্বের। রাজন্য আমলে গড়িয়া উঠা শহরের মুকুটে তো ইহা নতুন পালক। রাজ্যের মানুষের এই অনুভূতিকে নিশ্চয় খাটো করিয়া দেখিবার সুযোগ নাই। এই শহরের ইতিহাস, ঐতিহ্য, তাহার সংস্কৃতি সভ্যতার গর্ব তো আমরা করিতেই পারি। রাজন্য আমলের স্মৃতি তো আমাদের প্রেণার স্থল। কারণ এই শহরে বা রাজ্যে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, বিজ্ঞানী আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু। ত্রিপুরার রাজন্য আমলের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত নাটক কাহিনী বাংলা সাহিত্যে বিশেষ স্থান নিয়াছে। বিশ্বকবির ছোঁয়ায় ত্রিপুরাকে জানিয়াছে সারা ভারতবাসী। বিশ্বে তাহার সুভাসও ছড়াইয়াছে। নানা ঘটনায় ত্রিপুরা দেশের নজর কাড়িয়াছে। দীর্ঘ বাম শাসনের অবসান ঘটাইয়া 'রাম রাজত্ব' প্রতিষ্ঠার ইতিহাস তো নজর কাড়া ঘটনাই।

এই ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় উড়াল পুল হা করিয়া দাঁড়াইয়াই থাকিবে। তাহার উদ্বোধন হইবে না? এই জিজ্ঞাসা তো থাকিবেই। সাধারণ মানুষ চলমান স্রোতের মতো দেখিতে চায়। উড়াল পুল জনগণের জন্য উৎসর্গ না করা পর্য্যন্ত স্বস্তি থাকিতে পারে না। এক্ষেত্রে স্বার্থবাজ, সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক হইবে না। একথা ঠিক বিভিন্ন বেড়াজালে অনেক জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট কর্মযজ্ঞ থমকাইয়া থাকে। একশ্রেণীর সুবিধাভোগীরা সংকীর্ণ ব্যক্তি স্বার্থে, নিজেদের লাভালাভকে মুখ্য ধরিয়া জনস্বার্থকে জলাঞ্জলী দিতে চায়। তাহারা দেশের ও জনগণের শত্রু হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার কথা। যেকোনও প্রতিবন্ধকতাকে দূরে সরাইয়া, জন নিরাপত্তার প্রশ্নকে গুরুত্ব দিয়া আগরতলার উড়াল পুল চালু করা উচিত। এক্ষেত্রে কালবিলম্ব জনমনে নতুন করিয়া হতাশার জন্ম নিবে। নতুন সরকার উড়াল পুল চালু করিয়া ত্রিপুরার মুকুটে নতুন পালক সংযোজন করিতে পারিলে এক উজ্বল ইতিহাসের অধ্যায় যাত্রা শুরু করিবে।

দুর্গাপুরে আক্রান্ত তৃণমূল কাউন্সিলার, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ বিজেপির

দুর্গাপুর, ২৭ জুন(হি.স.): ফের দুর্গাপুরে আক্রান্ত তৃণমূল কাউন্সিলার। ঘটনাকে ঘিরে আবারও রাজনৈতিক চাপানউতোর। ঘটনায় হামলার অভিযোগ বিজেপির দিকে। পাল্টা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের তত্ত্ব বিজেপির। ঘটনায় কাউন্সিলারের পাশাপাশি হামলাকারীও পাল্টা মারে আহত। বুধবার রাত্রে ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুর গ্যামন ব্রীজ এলাকায়।

জানা গেছে, আক্রান্ত সুভাষ মজুমদার দুর্গাপুর ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার। বুধবার রাতে কালি মিশ্র নামে এক যুবক ধারালো ক্ষুর দিয়ে হামলা করে বলে অভিযোগ। বরাত জোরে প্রাণে বাঁচলেও কাউন্সিলারের হাতে আঘাত লাগে। আহত সুভাষ মজুমদার জানান, অন্যান্য দিনের মতো বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছিলাম। ওই সময় স্কুটিতে করে কালি মিশ্র আচমকায় ক্ষুর নিয়ে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাকে আটকাতে গিয়ে ক্ষুরের আঘাতে আঙুল কেটে যায়।' কাউন্সিলারকে বাঁচাতে গিয়ে ক্ষুরের আঘাতে আরও একজন হাল্কা আহত হন। ঘটনার পর হামলাকারীকে ধরে গণধোলাই দেয় উপস্থিত জনতা। রক্তাক্ত অবস্থায় তাদের দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কাউন্সিলার ও তার সহকর্মীকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়।

প্রশ্ন আচমকা কেন হামলা কাউন্সিলারের ওপর? জানা গেছে, অভিযুক্ত কালি মিশ্র একসময় তৃণমূল করত। এই প্রসঙ্গে কালি মিশ্রর দাবি, কাউন্সিলারের কাছে আমি টাকা পাই। অতীতে আমার ওপর বহুবার হামলা করেছে। মারধর করে বাড়ি ছাড়া করেছিল। প্রায়দিনই রাস্তা আটকে মারধর করত। এদিনও অমানবিক মারধর করে। গাড়ি, মোবাইল কেড়ে নেয়। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূল কাউন্সিলার সুভাষ মজুমদারের অভিযোগ, 'কালি মিশ্র আগে তৃণমূল কর্মী থাকলেও কিছুদিন আগে বিজেপিতে যোগ দিয়েছে। ঘটনায় বিজেপির মদত রয়েছে।'

এদিকে ঘটনায় বিজেপির পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি লক্ষন ঘড়ুই জানান, কালি মিশ্র বিজেপি কর্মী নয়। ঘটনায় বিজেপির কোনরকম হাত নেই। সম্পূর্ণ তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। তার সঙ্গে আরও রহস্য লুকিয়ে রয়েছে। যদিও পুলিশের ওপর আস্থা নেই। তবুও পুলিশ সঠিক তদন্ত করলে আরও রহস্য উঠে আসবে। অন্যদিকে পুলিশ জানিয়েছে, গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

তিউনিশে দুটি আত্মঘাতী বিস্ফোরণ, জখম পাঁচ

তিউনিশ, ২৭ জুন (হি.স.) : একই সময়ে দুটি আত্মঘাতী বিস্ফোরণ তিউনিশিয়ার রাজধানী তিউনিশে। বৃহস্পতিবার সকাল ১০.৪৫ নাগাদ বিস্ফোরণ দুটি হয়।প্রথম বিস্ফোরণ হয় ফরাসি দূতাবাসের সামনে। এই ঘটনায় আহত বহু। এদের মধ্যে একাধিকের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। দ্বিতীয় বিস্ফোরণ হয়েছে দেশের সন্ত্রাসবাদী দমন শাখার অফিসের সামনে। রাজধানীর চার্লস দে গলি রাস্তায় ফরাসি দূতাবাসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এক পুলিশের গাড়িকে লক্ষ্য করে হামলা হয়। হামলায় পুলিশকর্মীদের পাশাপাশি সাধারণ নাগরিকও আহত হয়েছেন। সরকারি মতে, দু''জন পুলিশকর্মী ও তিন জন নাগরিক আহত হয়েছেন। যদিও বেসরকারি মতে, সংখ্যা আরও বেশি। গোটা রাজধানীতেই নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এখনও কোনও জঙ্গি সংগঠন বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করেনি।

সাংস্কৃতিক দূষণ, ধর্ষণের সংক্রমণ ও উত্তরণ

রঞ্জিত বিশ্বাস

আজকের ব্রেকিং নিউজ—ভারত পুরোপুরিভাবেই মরে গিয়েছে ও তার প্রভাব পড়তে চলেছে সারা বিশ্বে। আঁতকে উঠবেন না। কারণ হয়তো কোন একদিন একটি বিশেষ তারিখে, বিশেষ সময়ে এমনই শিহরণ জাগা খবর বিবিসি নিউজ চ্যানেল প্রকাশ করবে। সুধীসজ্জন পাঠকবৃন্দরা হয়তো ভাবছেন কি উল্টাপাল্টা বলছি। না, না উল্টো পুরাণ নয় আজ খাঁটি পুরাণই আপনাদের উদ্দেশ্যে পাঠ করে জানাবো। বর্তমান ভারতের সমাজের বিষাক্ত হাওয়া শরীরের চর্ম ভেগ করে হৃদয়কে পুঁড়ে দিচ্ছে তাই এই জ্বলন্ত পরিস্থিতিতে স্বামী বিবেকানন্দর এক ভবিষ্যৎ বাণী আমাকে গভীর চিন্তায় ফেলে দিয়েছ। "ভারত কি মরে যাবে? তাহলে জগৎ থেকে সমস্ত আধ্যাত্মিকতা দূর হয়ে যাবে; সমস্ত নৈতিক মূল্যবোধ বিলুপ্ত হবে.......। তার জায়গায় দেবদেবী রূপে রাজত্ব চালাবে কাম এবং বিলাসিতা। সে-পূজার পুরোহিত হবে অর্থ;প্রতারণা পাশবিক বল এবং প্রতিযোগিতা হবে পূজাপদ্ধতি;আর মানবাত্ম হবে সেই পূজার বলি।" স্বামীজীর এই জ্বালাময়ী বাণীটির পরিপেক্ষিতে কি আমি উপরোক্ত কথাগুলো বলতে পারি না? আর যদি বলা হয় পারি না, তাহলে বলতে হয়—আজ যদি সত্যিকার অর্থেই ভারত মরার পথযাত্রী না হতো তাহলে কেন আজ কাম ও বিলাসিতার মাত্রাতিরিক্ত রাজত্ব এখানে? কেন আমরা আজ অর্থেরই পূজারি সর্বস্ব জীব হয়ে আছি? এখানে কেন প্রতিনিয়ত মানবাত্মা পদদলিত হচ্ছে? আজ কেন নৈতিকতাই বিনষ্ট এই ভারত ভূমিতে? অর্থাৎ আজ কেন বিকৃত সমাজ ব্যবস্থায় আমরা বিক্রিত? সুতরাং এর মারাত্মক ফল এটা নয় যে ভারত একেবারে খতম হতে চলছে? যার মূলে এক মরণ ভাইরাস আজ ভারতের আকাশ বাতাসকে বিষিয়ে দিচ্ছে। যার পরিচিত নাম 'ধর্ষণ'। আর এই ধর্ষণ সংক্রান্ত ঘটনার যেগুলো আমরা দর্শন করতে পারিনা, যেগুলো মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়াও পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয় না অর্থাৎ যেগুলো পর্দার আড়ালে শেষ হয়ে যায় সেগুলো কথা না বললেও প্রকাশ্যে আসা যে ঘটনাগুলো দুনিয়াকে নাড়িয়ে দেবার মত, হৃদয় কেঁদে ওঠার মতো বহু আলোচিত হয় তেমনি এক ঘটনা ২০১২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর দিল্লির সাহসিনী ছাত্রী দামিনীর ধর্ষণ ও হত্যার পর্ব থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কালেও যেভাবে দ্রুত গতিতে ধর্ষণ সংক্রান্ত ঘটনা দিনকে দিন বেড়েই চলছে সেগুলো নিয়ে দেশের প্রথম সারির বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে আইনজীবী, সমাজবিদ ও নেতা-মন্ত্রীরা যেভাবে বিচার বিশ্লেষণ করছেন তার ঠেলায় আমার মত এটা সাধারণ নাগরিকও বোবা হয়ে থাকতে পারছে না। তাই এই সম্পর্কিত আমার বিস্তারিত কথার মধ্য থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা আমার কলম তুলে ধরছে। বলছি, সেই ২০১২ সালের নর পশুদের দ্বারা ধর্ষিত ছাত্রী দামিনীর দীর্ঘ ১৩ দিনের মধ্যে মৃত্যু কোলে ঢলে পড়া নিয়ে সুচিন্তিত বিচারশীল মানুষেরা মুখে একটাই স্পষ্ট কথা ভেসে এসেছিল যে এই কালো ও ভয়ানক দিনের জন্য আসলে দায়ীকে বা কারা ও তার উৎসস্থলটাই বা কী? যে প্রশ্ন আজ আরো বড় আকার ধারণ করেছে। দেশের তাবড় তাবড় ব্যক্তিবর্গরা এই নিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিচার বিশ্লেষণ করেছেন বা করছেন তাই আমার কথায় প্রথম বাণ মারছি---এই যে সংস্কৃতি ও সভ্যতার তাহাই কিন্তু সভ্য মনুষ্যজাতি রক্ষাকবচ। আর তাই কোনো রাষ্ট্র বা দেশ যদি তার সমাজনীতি ও রাজনীতিতে এগিয়েও যায় কিন্তু যদি তার সাংস্কৃতিক মেরুদণ্ড ভেঙে যায় তাহলে সেখানকার সবকিছু অশ্ব ডিম্ব প্রসব করতে বাধ্য। এটা খুবই সহজসিদ্ধ ব্যাপার যে, সাংস্কৃতিক বা নান্দনিক বিষয়গুলো প্রত্যেক মানুষের মনকে যেভাবে স্পর্শ ও জড়িত করতে পারে তা আর অন্য কিছু করতে ততটা সক্ষম নয়। কিন্তু চিন্তার অতীত যে, আজ এই নান্দনিকতাতেই পশুবৃত্তির রগরগে দৃশ্য, অসংস্কৃতির প্রচার-প্রসার ও খুল্লামখুল্লা অশ্লীল চিত্র প্রদর্শনকে সংস্কৃতির নাম করে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মনে রাখা দরকার—"একটি খারাপ চলচ্চিত্র সমাজে একটি হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের চেয়েও বেশি ক্ষতি করতে পারে।"---নোবেলজয়ী ফরাসি সাহিত্যিক আদ্রে মালরোর এই উক্তিটি বাস্তব সম্মত একশো শতাংশ বিশুদ্ধ। প্রসঙ্গত, এও মনে করিয়ে দেওয়া উচিত যে, এই যে মানুষের মন তার গতি কিন্তু অধোমুখী। অর্থাৎ এর নীচের দিকে গতি যত দ্রুত উপরের দিকেকিন্তু ততটা নয়। আর এই স্বাভাবিক মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপারটা জেনেও কল্যাণসুন্দরম্ চিন্তাকে ও প্রতিবাদের ভাষাকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে ও বিপথগামী করতে চলছে চলচ্চিত্র বা সংস্কৃতিরনামে সুড়সুড়িমূলক পশুবৃত্তির যৌন ক্ষুধাকে বাড়িয়ে দেবারমতো সর্বত্র দৃশ্য দূষণ। আর এসব ধ্বংসাত্মক কাজটা সাম্রাজ্যবাদের দালাল, মানবতার শত্রু এক বিশেষে গোষ্ঠী করে চলছে যা অস্বীকার করার মতো কোনো পথ নেই। এবার আসা যাক, যারা ধর্ষণের সংক্রামণ থেকে বাঁচার উপায় হিসেবে শুধুমাত্র ধর্ষকের কঠোরতম শাস্তি বিশেষ করে মৃত্যুদণ্ডকে সমাধান মনে করেন। তাদেরকে মনে করিয়ে দেওয়া উচিত যে, শুধুমাত্রা ধর্ষককে কেন প্রতিদিন যেখানে থেকে ধর্ষক তৈরী হচ্ছে ও যে যে কারণে হচ্ছে সেগুলোকে অর্থাৎ এমন বিষাক্ত সমাজব্যবস্থাকে কেমন শাস্তি দেবে? অর্থাৎ, "ধরুন না ফিল্মি গানে আইটেম সঙ-এর কথা। যে দেশ দিল্লির দামিনীর ঘটনা নিয়ে আন্দোলনে ফেটে ফড়ছে, দোষীর মৃত্যুদণ্ডের জন্য সালিশি করছে। যে দেশ বাড়ির সবার সঙ্গে বসে টেলিভিশনের পর্দায় আইটেম গার্লের নাচ দেখছে। সেখানে কোনও প্রতিবাদ নেই কিন্তু। আসলে গোড়াকেই নির্মূল করার প্রয়োজন আছে বৈকি। যে মেয়েটি গানে নিজেকে 'তন্দুরি চিকেন' বলে চিহ্নিত করে,তাকে বলতে হবে, নিজেকে সুলভ কমোডিটি না করে দিয়ে, সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচার কথা। সুড়সুড়ি দেওয়া কুরুচিকর কথা ও অঙ্গভঙ্গি সহ নাচ সংস্কৃতি থেকে বাদ দিলে বিনোদনের খুব ঘাটতি পড়ে কি? স্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব বিকাশের সুযোগ করে দেওয়া উচিত নয় কি?"---এইরকম নানা বিষয় নিয়ে বহু বছর আগে 'পরমা' নামে কলিকতা থেকে প্রকাশিত একটি ম্যাগাজিন যে বিশ্লষণ করেছিল তাহাই সর্ব প্রকারের সামাজিক রোগের অন্যতম উৎত্তিস্থল। আমরা সবাই জানি যে, দিল্লির দামিনীর ঘটনায় শেষমেশ সরকার কমিশন গঠন করেছিল এবং ধর্ষকের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত বলবৎ করা হয়েছিল। যার কারণ দেশের প্রায় অংশের জনগণ ধর্ষকের মৃত্যুদণ্ডকেই এখন ধর্ষণ নির্মূলের একমাত্র উপায় দাবি করছে। কিন্তু, " আমরা ধর্ষকের মৃত্যুদণ্ড দাবি করি কিন্তু সেই পরিচালক, প্রযোজক গীতিকারদের কি শাস্তি হবে যারা 'ম্যায় তন্দুরি মুর্গ হুঁ ইয়ার—এরমতো গান ব্যবহার করেন? যাঁরা এসব গান তৈরি করেন, গান তালে তালে নাচেন তাঁদের কী শাস্তি?"---অধ্যাপক, লেখক কুনাল বসুর উক্ত স্পষ্ট বাক্যগুলো সমাজের আইনপ্রণেতো, বুদ্ধিজীবী ও সরকারের বিবেককে নাড়া দেবে তো? বলা বাহুল্য, যারা ধর্ষকের মৃত্যুগণ্ডকেই ধর্ষণের মূল প্রতিকার হিসেবে দাবি করনে ও দেশ গরম করে তুলেন তাদের উদ্দেশ্যে একটা তথ্য, দিচ্ছি, 'ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো'-এর পরিসংখ্যান বলছে, ২০১২ সালের নির্ভয়া কাণ্ডের জেরে ধর্ষণ আইড় কঠোরতর ও অংসখ্য ফস্টট্রাক আদালত চালুর পাঁচ বছর (২০১২-২০১৬) পরেও ধর্ষণ সংক্রান্ত ঘটনা ৬০শতাংশ বেড়েছে। অর্থাৎ ধর্ষণ নিয়ে আইন কঠোরতর হয়ে ওঠোর পরেও এই সংক্রান্ত ঘটনা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া শিশু অধিকার সংক্রান্ত বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'ক্রাই এর রিপোর্ট বলছে, যৌন অপরাধ সংক্রান্ত অপরাধ নাবালকদের বিরুদ্ধে গত ১০ বছরে ৫০০ শতাংশ বেড়েছে। মোদ্দা কথা, এই পরিসংখ্যানে এটাই প্রমাণিত হয় যে, শুধুমাত্র ধর্ষকের কঠোরতম শাস্তি বিশেষ করে মৃত্যুদণ্ডই 'ধর্ষণ' নামক মারাত্মক ভাইরাসকে সমাজের শরীর থেকে শেষ করতে পারে না। কারণ হিসাবে একটা হাস্যকর দৃশ্য আপনাদের কাছে প্রকাশ করি, দিল্লির দামিনীর ঘটনা ও ধর্ষণ সংক্রান্ত ঘটনা নিয়ে প্রায়শই দেখতে পাই যে, ধর্ষণেণ বিরুদ্ধে প্রতিবাদে তারাই মুখর হয় যারা নাকি চলচ্চিত্র নারীকে একটা বাজারের মাল মানে 'হটমাল' হিসাবে দেখাতে কখনো প্রযোজকের, কখনো গায়ক-গায়িকা এবং কখনো অভিনেতা -অভিনেত্রীর ভূমিকা নিয়ে ব্যবসা করতে সদা ব্যস্ত থাকেন। এ যেন 'ভুতের মুখে রাম নাম'শুনার মতো। তাছাড়া এই নিয়ে অনেক ন্যাকামো, মেকি নামবতার ঘটনা ও নাটক বহু রয়েছে। সেদিকে না গিয়ে এবারে আসা যাক সমাধানের পথে। হ্যাঁ, "জড়ভরত প্রশাসনের সংশোধন, আইনের সংশোধন ও তার সঠিক প্রয়োগ---এসব তো করতেই হবে। কিন্তু এগুলো তো গৌণ ব্যাপারে পরে। অর্থাৎ, আপনার রোগ হলেই না আপনি হাসপাতাল যাবেন কিংবা ওষুধ খাবেন। তার আগে বা পরে তো নিশ্চয়ই নয়। 'অপরাধ ঘটবে তারপর শাস্তিদেব—এই ব্যবস্থা সমাজের উন্নতি আনতে পারবে না। বরং এমন ব্যবস্থা হওয়া উচিত যাতে কেউ অপরাধপ্রবণ না হয়"।---মনোবিদ রত্নাবলী রায় এই প্রস্তাবটি নিশ্চিয়ই তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্ব দিয়ে দেখার মতো নয় কি? তবে সবেচেয়ে কাজের কথা হলো---এই যে অপরাধমুক্ত সমাজব্যবস্থা গঠন সেটা কীভাবে সম্ভব? কারণ, আজকের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা প্রতি মুহূর্তে মানুষকে ভোগ আর ভোগ শেখাচ্ছে ও যৌন সুখকে স্বর্গ-সুখ বলে প্রচার করছে তা আবার কীভাবে মানু,কে 'যোগ' শেখাবে? এই যেন আকাশ কুসুম পরিকল্পনা ও অরণ্যে রোদন করার মতো অবস্থা। পাশাপাশি এটাও জোর গলায় বলা বাহুল্য, অর্থনৈতিক বৈষম্য বা অর্থনীতির অসমবন্টন নীতিও এইরকম ভয়ঙ্কর সামাজিক ব্যাধির জন্য কোন অংশ কম দায়ী নয়। অর্থাৎ, দেশের মানুষ যদি সত্যিকার অর্থে এইসব সামাজিক ব্যাধির নিরাময় চায় তাহলে প্রথমত 'ভদ্রবেশে আমার পশু বৃত্তির লালসা চলে, আবার দরদী সেজেছি বেশ এটাও যেন লোকে বলে! এইরকম ভণ্ডামি ত্যাগ করতে পারলেই সমাধানের পথে এগোনো যাবে। দ্বিতীয়তঃ সমস্যার সৃ্টি করো আর সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা করো। অর্থাৎ, একদিকে গুটকা বেচো আবার অন্যদিক ক্যান্সার হাসপাতাল খোল! এই যে পুঁজিবাদী ব্যবসায়িক মানসিতার গোষ্ঠী, দল ও সরকার আচে তাদের সমূলে উৎপাটিত করে এক নোতুন মানুষের সমাজ গঠন করতে এগিয়ে আসতে হবেই। আর তাই নোংরা রাজনীতির ইন্দ্রজাল ভেঙে পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে শুরু করে অঙ্গভঙ্গি, ভাব বিনিময়, বিনোদন ইত্যাদির ক্ষেত্রে যেখানে শালীনতা, রুচিবোধ অবসাদ বিহীন মনস্তত্ত্ব ও কল্যাণসুন্দরমের প্রকাশ ঘটবে এমন মানুষের সমাজ আমাদের গঠন করতেই হবে। যার জন্য অতি আবশ্যক সর্বানুস্যূত, পূর্ণাঙ্গ ও অভ্রান্ত এক দর্শনের। কারণে মনে রাখা দরকার যে,দশ-বিশ জন গুণ্ডা বদমাইশ সমাজের যে ক্ষতি করে তার চেয়ে বহুগুণ বেশি ক্ষতি করে একটা ভ্রান্ত দর্শন। "—(ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ)। অর্থাৎ , সার কথা হলো—"কোন ঘরে যদি বহু শতাব্দীর অন্ধকার থাকে এবং যদি আমরা সেই ঘরে গিয়ে ক্রামাগত চিৎকার করে বলতে থাকি, 'উঃ কি অন্ধকার! কি অন্ধকার তবে কি অন্ধকার দূর হয়ে যাবে? আলো নিয়ে এসো, অন্ধকার চিরকালের জন্য চলে যাবে"।— (স্বামী বিবেকানন্দ)।

লিভ টুগেদার ও আজকের যুবক যুবতীরা

সুছন্দা রায়

'The effect of this (English) eduaction on the hivdoos is prodigious' মেকলে তাঁর বাবাকে ইংলান্ডে চিঠি লিখে এমনটাই জানিয়েছিলেন, খ্রীস্ট ধর্ম প্রচারের মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তবে শুরুটা হয়তো ইংরেজি শিক্ষার প্রসার দিয়ে হলেও বিদেশি সংস্কৃতিকেও আমরা ভারতীয়রা ধীর গতিতে আত্মস্থ করেছি---ধুতি-পাঞ্জাবী ছেড়ে স্যুট বুট, জিন্স-টপ, স্কার্টে নিজেদের সাজিয়েছি। মাতৃভাষা নয়, কথোবকথনের মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি ভাষাকে ঠোঁটস্থ করেছি। সন-তারিখ সঠিক করে বলা না গেলেও আমরা ভারতীয়রা অজান্তে কিন্তু সযত্নে বিদেশের মুক্ত সামাজিক সংস্কৃতিকে নিজেদের মধ্যে লালনপালন করেছি, যার স্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ বর্তমান ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় দেখা দেলেও সমাজের চোখ রাঙানির ভয়ে এখনও খানিক রাখ-ঢাক রয়েছে বৈকি।

দু'জন প্রাপ্ত বয়স্কের মধ্যে ভালোবাশার সম্পর্ক যতটা সাবলীন ও গতিময় হওয়ার কথা, যে কোনও কারণে তা আজ বিভীষিকাময়। সম্পর্কের দারয়বদ্ধতার নাগপাশ ও আইনি জটিলতার থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে ভালোবাসার সম্পর্কের অংশ হিসেবে নতুন প্রজন্ম লিভ-ইন'কে বেছে নিয়েছে। বিদেশের মুক্ত সংস্কৃতির দ্বারস্থ ভারতীয় যুবক যুবতীরা সমাজের চোখ রাঙানিকে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে না, দেশের সবকটি বড় শহরে ছেলে-মেয়েরা খোলাখুলি মেলামেশার পাশাপাশি লিভ-ইন করছেন। সমাজের চোখ রাঙানি থাকলেও ভারতবর্ষে দু'জন প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে লিক্ষ-ইন করার মধ্যে কোনও আইনি নিষেধাজ্ঞা না থাকায় লিভ-ইন রিলেশনশিপের ব্যাপ্তি ঘটেছে। দু'জন প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক কতটা গভীর, লিভ-ইন রিলেশনশিপ তা নির্ধারকের গুরু দায়িত্ব পালন করছে।

সম্পর্কের বিষোদাগারের উদাহরণ লাখ লাখ থাকলেও ব্যতিক্রমও ঘটে—শাস্ত্রীয় সঙ্গীত চতুর্থ বর্ষের গণ্ডি পেরিয়ে আর এগোনো হয়নি, কিন্তু গান ভালবাসি। প্রবীণ সাংবাদিক মৃণাল দা'র স্ত্রী (হারমোনিয়ামের প্রতিটি রিবেরসুর যাঁর গলায় বসানো) সঙ্গে নিউজ এডিটের সূত্রে আলাপ ও গান শুরুর ইচ্ছা প্রকাশ করা —গান শিখতে সল্টলেকে ওদের ফ্ল্যাটে যাতায়াতের সূত্রে নিউজ এডিটের বাড়িতে দু'একদিন সন্ধ্যেবেলা বৌদির সঙ্গে চায়ের আড্ডায় কথা প্রসঙ্গে জানতে পারি ছেলের নাম 'সম্পক' ---অবাক হয়েছিলাম, এমন নাম শোনা যায় না। সীমালঙ্ঘনের দায়ভার থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে নামকরণের কারণ নিয়ে কোনওদিন জিজ্ঞাসা করিনি---তবে এটা নিশ্চিত যে দু'জন মানুষের ভালবাসা ও সম্পর্কের বন্ধনের গভীরতা যে কতটা সেটা নিজেদের সন্তানেরনাম 'সম্পর্ক' রেখে তাঁরা একান্ত ব্যক্তিগত সম্পর্ককে উচ্চস্থানে বসিয়েছেন।

কবি নজরুল বলেছেন, 'কামনা আর প্রেম দুটি হচ্ছে সম্পূর্ণ আলাদা।কামনা একটা প্রবল সাময়িক উত্তেজনা মাত্র, আর প্রেম হচ্ছে ঘর প্রশান্ত ও চিরন্তন'—

কিন্তু হালফিলের সমাজব্যবস্থায় দু'জন প্রাপ্ত বয়স্ক নরনারীর 'সম্পর্কের সংজ্ঞা ' পাল্টিয়েছে। ভালাবাসাও তাঁর চেনা পরিচিতি গণ্ডির সংজ্ঞা হারিয়েছে। অনেকাংশে ভালোবাসা এখন শুধু স্বার্থসর্বস্ব, শরীর কেন্দ্রিক, গভীরতা কম। ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর ভালাবাসা সম্পর্কে বিয়ে নামক পবিত্র বন্ধনের দ্বরাই স্বীকৃতি দিয়ে এসেছে। ভারতীয় সাংস্কৃতিতে বিয়েই 'সম্পর্কের' স্বীকৃতি—এতদিন হয়ে এসেছে, হবেও। কিন্তু তার ফলাফলও আমরা দেখছি, ফ্যামিলি কোর্টে ডিভোর্সের ফাইলের ভিড়। বিয়ে নামক পবিত্র সামাজিক বন্ধনের শুরুতেও আইন, শেষেও আইন। বিয়ে, সামাজিক বন্ধন নয়, আইন বন্ধন। সমাজের চোখ রাঙানিকে তোয়াক্কা না করে ব্যাপক মাত্রায় লিভ-ইনের শিকড়ে বাঁধা

পড়ছে হালফিলের যুবক যুবতীরা। ইংরেজ শাসন দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছিল, তা কোনওক্ষেত্রে শোষণের চেহারা নিয়েছে, আবার কোনও ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিধি এঁকে দিয়েছিল, যার সুফল ও কুফল দুইই বর্তমান সমাজে চোখে পড়ছে। রবীন্দ্র নাথ 'সভ্যতার সঙ্কটে' লিখেছেন, 'বহৎ মানব বিশ্বের সঙ্গ আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় আরম্ভ হয়েছে, সেদিনকার ইংরেজ জাতির ইতিহাস'— ভুল নয়, ইংরেজের পদধূলি সাদামাটা ভারতীয়দের জীবনে আধুনিকতার হালকা ছোঁয়া দেয়—তা শিক্ষা ক্ষেত্রে হোক বা সমাজ -সংস্কৃতিতে।

লিক্ষ-ইন রিলেশনশিপের মতো বিতর্কিত একটি ইস্যু নিয়ে তৈরি ইংরেজি ছবি ভিভির য়ুন্তোসে দেখা গেছে, লখনউ শহরে দু'জন ভারতীয় যুবক -যুবতী ভিকি ও সোনালির কর্মসূত্রে একই চাদের তলায় থেকে লিভ-ইন রিলেশনশিপের পরিণতি। সিনেমার গল্পে নয়, বাস্তব ক্ষেত্রেও লিভ-ইন রিলেশনশিপের পরিণতি হামেশাই এমনটা হয়ে থাকে। মাদ্রিদের প্রযোজনা সংস্থা লা পেলিকুলা মোশন পিকচার্স সম্পর্ক সম্পর্কের টানাপোড়েন, প্রেম, ভালোবাসার নিয়ে ধন্দে থাকা প্রজন্মের ধ্যানধারাণার পরিণতি কি তা নিয়ে ভিভির য়ুন্তোস তৈরি করেছে। হিন্দি ছবি দায়রাতেও নতুন প্রজন্ম লিভ-ইন রিলেশনশিপ নিয়ে কি চিন্তাভাবনা করে তা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। লিভ-ইন রিলেশনশিপ নিয়ে ভিভির য়ুন্তোসের পরিচালকের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করতে পারাটা সোনায় সোহাগা রণদীপ জানাল, 'বর্তমান সমাজে চারপাশে প্রেম ভালোবাসার নামে প্রহসন চলছে, বৈবাহিক দায়বদ্ধতার হাত থেকে মুক্তি পেতে দেদার লিভ-ইন করছে নতুন প্রজন্ম—সমাজের এই দিকগুলোকে নিয়ে চিন্তাভাবনা করা ও চ্যালেঞ্জ নেওয়ায় অমি বিশ্বাসী। মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার হয়তো মন থেকে লিভ টু গেদারকে মেনে নিতে পারে না, কিন্তু লিভ টু দেগার কোনও অস্পৃশ্য ধারণা নয়। আগেও ছিল, এখন তা প্রয়োজনের তাগিদে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি বলেন, ভালোবাসার তাগিদেই যে সমবসময় লিভ টু গেদার করা হয় তা নয়, প্রয়োজনের তাগিদেও যুবক যুবতীরা লিভ টু গেদার করছেন। দিল্লি, মুম্বাই বেঙ্গলুরুরমতো দেশের বড়শহরে যুবক যুবতীরা একটা ফ্ল্যাটে ভাড়া শেয়ার করে থাকছেন, সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে লিভ -ইন করছেন। ভারতে আইনগত দিত থকে লিভটুগেদার কোনও বাধা নেই। লিভ টুগেদার বিদেশি সংস্কৃতি, ভারতীয় সমাজ লিভ টুগেদারকে মেনে নিতে চায় না, ট্যাঁরা চোখে দেখে তবে এটাও ঠিক এখন অনেকেই তা মেনে নিচ্ছেন। আর যাইহোক, লিভ-ইন সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার পর গ্লানি নিয়ে একজন আরেকজনকে বলবে না 'প্লিজ, নিজে বাঁচো, আমাকে বাঁচতে দাও। বড় শহরগুলোতে লিভ-ইন-রিলেশনশিপ কনসেপ্টটা ভীষণভাবে প্রসার পাচ্ছে,সমাজ যুগোপযোগী বাবধারাকে গ্রহণ করতে শিখছে, চিন্তাধারা বদলাচ্ছে। তবে নেতিবাচক দিকটাও প্রকট, ভালবাসার মধ্যে ভাললাগা কমছে, তার বদলে মুখোশের আড়ালে আর্থিক প্রয়োজনে, একাকিত্ব কাটানোর প্রয়োজন, শারীরিক চাহিদার মেটানোর জন্য ভালোবাসার নামে প্রহসন করা হচ্ছে বিদেশি।

(সৌজন্যে দৈঃ স্টেটসম্যান)

এক নজরে বাংলাদেশ

ভারতের সঙ্গে নৌ যোগাযোগ বাড়াতে কাজ করছে সরকার : নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা,জুন ২৭।।ভারতকে পরীক্ষিত বন্ধু উল্লেখ করে নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, বর্তমান সরকার ভারতের সঙ্গে নৌ যোগাযোগ বাড়ানোর জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ভারতও বাংলাদেশের নৌ পথ উন্নয়নে সহায়তা করছে। একই সঙ্গে দেশে নৌ পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নেও বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এজন্য সামরিক শাসকদের জারি করা নৌ পরিবহন সংক্রান্ত অধ্যাদেশগুলো বিলুপ্ত করে আধুনিক নৌ পরিবহন আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বৃপস্পতিবার দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে 'ইমক্যাব ডায়ালগ' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। বাংলাদেশে কর্মরত ভারতের বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিকদের সংগঠন ইন্ডিয়ান মিডিয়া করেসপন্ডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ (ইমক্যাব) 'বাংলাদেশ-ভারত নৌ যোগাযোগ: সম্ভাবনা ও করণীয়' শীর্ষক এই ডায়ালগের আয়োজন করে।

সংগঠনের সভাপতি বাসুদেব ধরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথির বক্তৃতা করেন, প্রধানমন্ত্রীর সাবেক তথ্য উপদেষ্টা ও ডেইলি অবজারভার সম্পাদক ইকবাল সোবহান চৌধুরী, জাতীয় প্রেসক্লাবের সিনিয়র সহ-সভাপতি ওমর ফারুক ও সাধারণ সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন, ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স-এর উপদেষ্টা নকিব আহমেদ ও পরিচালক ইশান্তর শুভপন্ডিত। ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন ইমক্যাব সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম সবুজ। ইমক্যাব যুগ্ম সম্পাদক শাহিদুল হাসান খোকনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন, ইমক্যাব সহ-সভাপতি কুদ্দুস আফ্রাদ ও সাংগঠনিক সম্পাদক মীর আফরোজ জামান, শিপিং এন্ড কমিউনিকেশনস রিপোর্টার্স ফোরামের (এসসিআরএফ) সভাপতি আশীষ কুমার দে, ভারতের এলএনটি কনস্ট্রাকশনের ব্যবস্থাপক প্রবীর কুমার গাঙ্গুলী। বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক স্বপন কুমার সাহা, ইমক্যাব উপদেষ্টা আতাউর রহমান, বাসস এর সাবেক ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মনোজ কান্তি রায়, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি ইলিয়াস হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক কবির আহমেদ খান, ডেইলি এশিয়ান এজ এর নির্বাহী সম্পাদক শিহাবুর রহমান শিহাব, ত্রিপুরার আগরতলা থেকে প্রকাশিত জাতীয় দৈনিক জাগরন পত্রিকার বাংলাদেশ প্রতিনিধি মনির হোসেন প্রমুখ।

নৌ পরিবহন প্রতি মন্ত্রী বলেন, ভারতের সঙ্গে আমাদের কোন সমস্যা নেই। ১৯৭৫ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর যারা ক্ষমতায় এসেছে তারাই সমস্যা তৈরি করে দু'দেশের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটিয়েছিল। কিন্তু এখন দু'দেশের মৈত্রী নতুন উচ্চতায়। তিনি বলেন, মুজিব-ইন্দিরা চুক্তির আলোকে যদি আমরা পথ চলতাম তাহলে কোন সমস্যাই হত না। কিন্তু যারা চুক্তির বিরোধীতা করেছে তারা ক্ষমতায় থাকতে চুক্তি বাতিল করেনি বরং ভারতের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করেছে। সুচনায় উপস্থাপিত ধারণাপত্রে বলা হয়, বাংলাদেশ ও ভারত- বন্ধুপ্রতিম প্রতিবেশী দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণসহ বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে ভারতের সঙ্গে এ ভূখ-ের নৌ যোগাযোগের কোনো বিকল্প নেই।

৫৪টি অভিন্ন নদী রয়েছে, যেগুলো বাংলাদেশ ও ভারতের ওপর দিয়ে প্রবাহিত; যা নৌপথে সরাসরি যোগাযোগের জন্য বড় সহায়ক। তাই আমরা যদি দু'দেশের মধ্যে উন্নত নৌ যোগাযোগ স্থাপন ও সম্প্রসারণ করতে পারি তাহলে পণ্য পরিবহন ব্যয় অন্তত ৬০ শতাংশ কমে আসবে। এতে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্প্রসারিত হবে এবং ভারতের সঙ্গে বিদ্যমান বাণিজ্য ঘাটতিও ধীরে ধীরে কমে আসবে। এছাড়া নৌ যোগাযোগ বৃদ্ধি পেলে আমাদের স্থলবন্দরগুলো ও সড়কের ওপর চাপ অনেক কম পড়বে। তাছাড়া নৌপরিবহন ব্যবস্থা অনেক বেশি পরিবেশবান্ধব। দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য বাড়াতে ও স্থলবন্দরগুলোর ওপর চাপ কমাতে নৌপথের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে উভয় দেশের নৌবাণিজ্য বাড়াতে হবে। তবে এক্ষেত্রে অভিন্ন নদীগুলোর পানি বণ্টন ইস্যুর সমাধান হওয়া জরুরি। এর মাধ্যমে উভয় পক্ষই লাভবান হতে পারে। দু'দেশের নৌ-যোগাযোগ বাড়লে নৌ-যানবাহনের পরিমাণ বাড়বে। এগুলো তৈরির সুযোগটি বাংলাদেশ নিতে পারবে। নৌপরিবহন বাড়লে ''অফসিজনে'' নৌযানগুলোকে যাত্রী তথা পর্যটক পরিবহনের কাজে লাগানো যেতে পারে।

মনির হোসেন

ক্যাম্প থেকে রোহিঙ্গা পালানো ঠেকাতে বেড়া নির্মাণ হবে ঃ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা,জুন ২৭।। রোহিঙ্গাদের নিয়ে চ্যালেঞ্জের মুখে আছেন জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের চেষ্টা করছি, যাতে তারা ক্যাম্প থেকে বের হতে না পারে। ক্যাম্পের ভেতর যেন অরাজক পরিস্থিতি তৈরি করতে না পারে সেই ব্যবস্থাও নিচ্ছি।

বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন অ্যাওয়ার্ড ২০১৯ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ কথা বলেন।বৃহস্পতিবার দুপুরে চট্টগ্রাম নগরের একটি কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ওই অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেন, নাফ নদীর তীরে লাখ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আসার অপেক্ষায় ছিল, সেই দৃশ্যটি নিশ্চয়ই মনে আছে। এখন আমরা এই রোহিঙ্গা নিয়ে চ্যালেঞ্জের মুখে আছি। তারা যেকোনো জায়গায় চলে যাচ্ছে। তবে তারা চলে গেলেও নিরাপত্তা বাহিনী আবার তাদের ক্যাম্পে নিয়ে আসছে।

অল্প সময়ের মধ্যে লাখ লাখ রোহিঙ্গা চলে এসেছে উল্লেখ করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, এটি তাঁদের ধারণার বাইরে ছিল। ধারণা থাকলে আগে থেকে একটা ব্যবস্থা নিতে পারতেন। এখনো তাঁরা সেরকম কোনো ব্যবস্থা করতে পারেননি। তাদের (রোহিঙ্গা) জন্য একটা কাঁটাতারের বেড়া করার কথা ছিল, সেটির কাজও সম্পন্ন করতে পারেননি।

বরগুনায় দিনের বেলায় স্ত্রীর সামনে স্বামীকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনাকে দুঃখজনক মন্তব্য করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, কেন ঘটেছে তদন্ত করে জানা যাবে। পুলিশ বসে নেই। দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। বাকি যারা জড়িত সবাইকে গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনা হবে। পুলিশের দক্ষতা আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। এই পুলিশকে যদি ১০ বছর আগের পুলিশ মনে করে কেউ, তাহলে ভুল করবে। আমাদের পুলিশ অনেক সক্ষম ও অনেক দক্ষ।

চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশ কমিশনার মাহাবুবর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন, শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, সাংসদ ওয়াসিকা আয়শা খান, পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী, বাংলাদেশ উইমেন পুলিশ সভাপতি আমেনা বেগম প্রমুখ।

রিফাত হত্যার আসামীরা যাতে দেশত্যাগ করতে না পারে : বাংলাদেশের হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা,জুন ২৭।। বরগুনায় স্ত্রীর সামনে স্বামী রিফাতকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনাটিকে খুবই দুঃখজনক উল্লেখ করে আসামীরা যেন দেশত্যাগ করতে না পারে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বলেছে হাইকোর্ট।

এ বিষয়ে পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন আদালতের নজরে আনার পর এ আদেশ দেয় বিচারপতি এফআরএম নাজমুল আহাসান ও বিচারপতি কে এম কামরুল কাদের সমন্বয়ে গঠিত একটি হাইকোর্ট বেঞ্চ। বিষয়টি নিয়ে কী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা জানাতে ডেপুটি এটর্নি জেনারেলকে বলেন আদালত। আদালতের নির্দেশে বরগুনার ঘটনায় প্রশাসনের নেয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ হাইকোর্টকে জানিয়েছেন রাষ্ট্রপক্ষ। পরে আদালত আসামিরা যেন দেশত্যাগ না করতে পারে সে বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলেন।

ডেপুটি এটর্নি জেনারেল আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ বাশার আদালতে বলেন, ইতোমধ্যে মামলার পর একজন আসামি গ্রেফতার হয়েছেন। বাকিদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে। যত দ্রুত সম্ভব প্রত্যেক আসামিকে গ্রেফতার করে বিচারের আওতায় আনা হবে। জেলার ডিসি-এসপি ও সংশ্লিষ্ট থানার ওসির সঙ্গে কথা বলে এ তথ্য দেন ডেপুটি এটর্নি জেনারেল।

আদালত রাষ্ট্রপক্ষের উদ্দেশে বলেন, আইজি সাহেবকে বলেন আসামিরা যেন দেশত্যাগ করতে না পারে, বর্ডার ক্রস করতে না পারে। এজন্য সীমান্তে অ্যালার্ট জারি করতে বলবেন। আদালত বলেছেন, প্রকাশ্য রাস্তায় মানুষটাকে মারলো। একজন ছাড়া কেউ এগিয়ে আসলো না। ভিডিও করলো, কিন্তু কেউ এগিয়ে আসলো না। এটি জনগণের ব্যর্থতা! এই সামাজিক সচেতনতা তৈরি করবে কে ? দাঁড়িয়ে দেখেছে, কেউ প্রতিবাদ করলো না। পাঁচজন মানুষ অন্তত এগিয়ে আসলে হয়তো তারা সাহস পেত না। বর্বরোচিত নির্মম এ ঘটনায় প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলো আদালতের নজরে এনে আইনজীবী ব্যারিষ্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল বলেন, এমন অপরাধের ঘটনার বিচার যদি কোনো কারণে বিলম্ব হয় ও বিচারহীন হয়, তাহলে আরও এমন ঘটনা ঘটার আশঙ্কা থাকে। তবে বিচার হবে আশা করছি। গত বুধবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বরগুনা সরকারি কলেজের সামনে প্রকাশ্যে স্ত্রীর সামনে রিফাত শরীফ (২২) নামে এক যুবককে কুপিয়ে জখম করে সাবেক স্বামী নয়ন ও তার সহযোগীরা। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় প্রথমে বরগুনা সদর হাসপাতাল ও পরে বরিশাল শেরে-ই বাংলা মেডিকেল (শেবাচিম) কলেজ হাসপাতালে নেয়া হলে সেখানে বিকেল ৪টার দিকে চিকিৎসাধীন রিফাতের মৃত্যু হয়। রিফাত বরগুনা সদর উপজেলার ৬ নম্বর বুড়িরচর ইউনিয়নের মাইঠা লবনগোলা এলাকার দুলাল শরীফের ছেলে। এদিকে ঘটনাটির ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে।রাতে রিফাতের বাবা ১২ জনের নাম উল্লেখ করে ও অজ্ঞাত পাঁচ থেকে ছয়জনকে আসামি করে বরগুনা সদর থানায় হত্যা মামলা করেন। এ ঘটনায় আজ সকাল ৯ টার দিকে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার করা ব্যক্তির নাম চন্দন। তিনি এ মামলার এজাহারভুক্ত আসামি। অন্যদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

সকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন বরিশাল বিভাগের পুলিশের উপ মহাপরিদর্শক (ডিআইজি) শফিকুল ইসলাম। এ সময় তিনি বরগুনা কলেজের অধ্যক্ষর সঙ্গে কথা বলেন। তিনি বলেন, হামলার সঙ্গে জড়িত সবাইকে আইনের আওতায় আনা হবে। এ ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্যদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। এ সময় বরগুনা জেলা পুলিশ সুপার মারুফ হোসেনসহ পুলিশের উর্ধতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

খালেদার মুক্তিতে নতুন মঞ্চ, জামায়াতকে দেশপ্রেমী শক্তি বললেন অলি আহমদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা,জুন ২৭।। বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তি ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে 'জাতীয় মুক্তি মঞ্চ' নামে এক মঞ্চের ঘোষণা দেয় এলডিপি।১৯৭১ সালের জামায়াত আর ২০১৯ সালের জামায়াত এক নয় দাবি করে লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) সভাপতি অলি আহমদ বলেছেন, জামায়াতে ইসলামি দেশপ্রেমী শক্তি।

বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে মধ্যবর্তী নির্বাচন ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে এক সংবাদ সম্মেলনে অলি আহমদ এসব কথা বলেন।

নাজুক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং খালেদা জিয়ার মুক্তি ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে এলডিপি 'জাতীয় মুক্তি মঞ্চ' নামে এক মঞ্চের ঘোষণা দেয়। সেখানে জামায়াত থাকবে কি না সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে অলি আহমদ বলেন,১৯৭১ সালের জামায়াত আর ২০১৯ সালের জামায়াত এক না। তাদের মধ্যে অনেক সংশোধনী এসেছে এবং তারা নিজেদের মধ্যেও বসে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। তারা দেশপ্রেমী শক্তি। তারা দেশকে ভালোবাসে, খালেদা জিয়াকে মুক্ত করতে চায়। এ ছাড়া তিনি জানান, দেশপ্রেমী ও বাংলাদেশের স্বাধীনতায় যারা বিশ্বাসী, তাদের সবাইকে নতুন মঞ্চে নেবেন। তবে দালালদের এই মঞ্চে রাখবেন না। অলি আহমদ বলেন, অন্যের কাঁধের ওপর বন্দুক রেখে চালানো ঠিক না। সব সময় অন্যকে দোষ দিয়েও এগোনো ঠিক না।

'জাতীয় মুক্তি মঞ্চ' আলাদা জোট কি না প্রশ্নের জবাবে এলডিপি সভাপতি বলেন, এটা জোট কেন হবে? আমরা তো ২০ দলীয় জোটে আছি এবং থাকব। ২০ দলে বিএনপি মূল দল। তারা ২০ দলে থেকেই কামাল হোসেনের সঙ্গে জোট গড়েছে। ২০-দলের বৈঠকে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম বলেছেন খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য যার যার জায়গা থেকে কর্মসূচি করতে।এলডিপির মঞ্চে আর কে কে থাকবেন জানতে চাইলে অলি আহমদ বলেন, যথাসময়ে সে তালিকা প্রকাশ করবেন।

সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে অলি আহমদ লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। সেখানে তিনি বলেন, বিএনপি অনেক বড় ইস্যু পেয়েও ছয়ের পাতায়

বঙ্গবন্ধুর খুনি নূর চৌধুরীকে ফেরত পাঠাবে না কানাডা দেশটির হাইকমিশনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা,জুন ২৭।। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মস্বীকৃত খুনি নূর চৌধুরীকে কানাডার আইন অনুযায়ী বাংলাদেশে ফেরত পাঠাবে না বলে জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত দেশটির হাইকমিশনার বেনোয়ে প্রিফন্টেইন। বৃহস্পতিবার (২৭ জুন) রাজধানীর বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিস (বিস) মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি একথা বলেন।

কূটনৈতিক সাংবাদিকদের সংগঠন ডিপ্লোম্যাটিক করেসপন্ডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ (ডিক্যাব) আয়োজিত 'ডিক্যাব টক' এ প্রধান অতিথি ছিলেন কানাডার হাইকমিশনার বেনোয়ে প্রিফন্টেইন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মস্বীকৃত খুনি নূর চৌধুরীকে কানাডা সরকার ফেরত দেবে কিনা- এমন প্রশ্নের উত্তরে কানাডার হাইকমিশনার বেনোয়ে প্রিফন্টেইন বলেন, বাংলাদেশ সরকার তাকে ফেরত আনার জন্য চেষ্টা করছে। তবে আমি বলতে পারি, কোনো মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিকে কানাডা ফেরত পাঠায় না। ঐতিহাসিকভাবেই কানাডার আইন অনুযায়ী এমন আসামি ফেরত পাঠানো হয় না।

কানাডার হাইকমিশনার বলেন, রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে বাংলাদেশের পাশে আছে কানাডা। এছাড়া ক্যাম্পে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের জন্য কানাডা সহায়তা দিয়ে আসছে। ২০১৭ সালে এই সংকটের শুরু থেকেই কানাডা সরকার ৮৬ দশমিক ৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক সহায়তা দিয়েছে। ছয়ের পাতায়

খালেদার মুক্তি-গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা একসূত্রে গাঁথা ঃ নজরুল ইসলাম খান

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা,জুন ২৭।।বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেছেন, খালেদা জিয়ার মুক্তি ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াই একসঙ্গে গেঁথে আছে। তাই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যই তার মুক্তি প্রয়োজন। সেজন্যই সরকার তাকে মুক্তি দিতে দেরি করছে। কারণ সরকার জানে, তার এ অপশাসন ও অগণতান্ত্রিক আচরণে প্রতিবাদ করার মূল ভিত্তি দেশনেত্রী খালেদা জিয়া। বৃহস্পতিবার (২৭ জুন) দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বাংলাদেশ লেবার পার্টি আয়োজিত সংহতি সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন। বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তি ও নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচনের দাবিতে এ সংহতি সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

নজরুল ইসলাম বলেন, আজ আমরা দাবি করবো, দেশনেত্রীকে মুক্তি দেওয়া হোক। জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জনগণের কাছে জবাদিহিতা করবে এমন সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য নির্বাচন দেওয়া হোক। বাজেটের নামে সাধারণ মানুষকে করের বোঝায় আটকে ফেলার চক্রান্ত বন্ধ করা হোক। সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাজেটের এমন সব প্রস্তাব প্রত্যাহার করা হোক। আমরা চাই, এদেশের কৃষক, শ্রমিক, সাধারণ মানুষ যেন সুখে-শান্তিতে জীবন ধারণ করতে পারে। তিনি বলেন, এ সরকার যানজট নিরসনের ব্যাপারে কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি। দিনে দুপুরে মানুষ হত্যা হয়, তার কোনো ব্যবস্থা নিতে পারে না। মানুষ গড়ার কারিগর শিক্ষকদের রাস্তায় বসে থেকে দাবি আদায় করতে হয়। সাংবাদিকদের হত্যার বিচার হয় না। সাগর-রুনি হত্যার পরে বলা হয়েছিলো ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আসামিদের গ্রেফতার করা হবে। কিন্তু ৪৮ বছরেও গ্রেফতার হবে কি-না তার হিসাব করতে হয়। এ ধরনের সরকার জনগণের মাথায় সিন্দাবাদের ভূতের মতো চেপে থাকবে আর জনগণ তা ঝেড়ে ফেলবে না এটা হবে না। নিশ্চয়ই জনগণ এর বিরুদ্ধে লড়াই করবে এবং বিজয়ী হবে।

লেবার পার্টির চেয়ারম্যান ডা. মোস্তাফিজুর রহমান ইরানের সভাপতিত্বে সংহতি সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন- বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু, বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হাবিবুর রহমান হাবিব, ন্যাপ ভাসানীর সভাপতি অ্যাডভোকেট আজহারুল ইসলাম, লেবার পার্টির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব ফারুক রহমান, শ্রমিক দলের সভাপতি আনোয়ার হোসেইন, শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটের মহাসচিব জাকির হোসেন, মহানগর বিএনপি নেতা ফরিদ উদ্দিন, আক্তারুজ্জামান বাচ্চু, মাওলানা রফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

সভাপতির বক্তব্যে লেবার পার্টির চেয়ারম্যান ডা. ইরান অভিযোগ করেন, আমাদের পূর্বঘোষিত কর্মসূচি ছিলো খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে প্রতীকী অনশন। কিন্তু পুলিশের অনুমতি না পাওয়ায় তা বাতিল করতে হয়েছে। এ কারণে আমরা সংহতি সমাবেশের মাধ্যমে এ অনুষ্ঠান শেষ করলাম।

সভ্যতার মূল্যবোধের প্রতি দায়বদ্ধতা দেখিয়েছে জাপান নরেন্দ্র মোদী

ওসাকা (জাপান), ২৭ জুন (হি.স.) : সভ্যতার মূল্যবোধের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং মানব প্রতিভা ও প্রযুক্তি সর্বোচ্চ পর্যায় ব্যবহারের জন্য জাপানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ প্রধানমন্ত্রী। বর্তমানে জি-২০ বৈঠকে যোগ দিতে জাপানে গিয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওসাকায় প্রবাসী ভারতীয়দের সভায় নরেন্দ্র মোদী বলেন, এটি আমার চতুর্থ জাপান সফর। এখানকার জীবনযাত্রা থেকে মনে হয়েছে সভ্যতার মূল্যবোধের প্রতি দায়বদ্ধ জাপান। পাশাপাশি প্রতিভা এবং প্রযুক্তির সর্বোচ্চ পর্যায় কি ভাবে ব্যবহার করতে হয়, তা শিখিয়েছে জাপান। প্রতিটি জপান সফর উপভোগ করেছেন বলে জানিয়ে নরেন্দ্র মোদী বলেন, দুই দেশের জনগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ উপলব্ধি করেছি।

দুই দেশের সম্পর্কের ঐতিহ্য তুলে ধরে নরেন্দ্র মোদী বলেন, একটা সময় যখন গাড়ি তৈরি করার জন্য জাপান আমাদের (ভারত) সহায়তা করতে, আর এখন ভারতে বুলেট ট্রেন বানানোর জন্য সহায়তা করছে জাপান। ভারতের প্রায় সর্বত্র জাপানি প্রকল্প এবং বিনিয়োগে কাজ চলছে। ফলে ভারতের মানবশক্তি এবং প্রতিভা জাপানের প্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য অবদান রেখে চলেছে। ছয়ের পাতায়

মহিলাদের জন্য মেট্রো পরিষেবা বিনামূল্যে, দিল্লি সরকারের প্রস্তাব খারিজ কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন (হি.স.) : বৃহস্পতিবার দিল্লি সরকারের প্রস্তাব খারিজ করল কেন্দ্র। দিল্লির মেট্রো পরিষেবা বিনামূল্যে মহিলাদের জন্য খুলে দেওয়ার প্রস্তাব রেখেছিল দিল্লির অরবিন্দ কেজরিওয়াল সরকার। কিন্তু সেই প্রস্তাবে সায় নেই কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের। আম আদমি পার্টি সরকারকে কেন্দ্র জানিয়ে দিয়েছে মহিলাদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য বিকল্প পথ ভাবুক তারা। মেট্রোর ভাড়া না নিয়ে সেই সুরক্ষা নিশ্চিত করা যাবে না বলেই মত কেন্দ্র সরকারের। মহিলাদের জন্য যাতায়াত ব্যবস্থা আরও নিরাপদ করতে দিল্লি সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে। এজন্য বিকল্প কোনও ব্যবস্থা, যেমন আরও বেশি বাস ও অন্যান্য যান বাহনের ব্যবস্থা করার মত পথ ভাবা দরকার বলে জানিয়েছে কেন্দ্র।

চলতি মাসের শুরুতেই দিল্লির কেজরিওয়াল সরকার জানিয়েছিল, মহিলাদের যাতায়াতের কথা মাথায় রেখে দিল্লির বাস ও মেট্রোতে বিনামূল্যে পরিষেবা দেওয়া হবে। এমনিতেই মেট্রোর ভাড়া দিল্লিতে বেশ চড়া। সেই সূত্র ধরেই কেজরিওয়াল জানিয়ে ছিলেন, নিরাপদ দিল্লি গড়ে তোলার জন্য এই পদক্ষেপ জরুরি। তাই ডিটিসির বাস ও মেট্রোতে কোনও মহিলাকে ভাড়া দিতে হবে না। এক সাংবাদিক বৈঠকে কেজরিওয়াল বলেন মেট্রো বা বাসে নিরাপদ মহিলারা। ফলে এই সুবিধা তাঁদের দেওয়া উচিত। মহিলাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যকই মেট্রোর ভাড়া দিয়ে যাতায়াত করতে পারেন। বেশিরভাগই তা পারেন না। তাই সরকারের পক্ষ থেকে ভর্তুকি দেওয়া হবে। যারা টিকিট কিনতে পারবেন, তাঁরা কিনবেন। যারা পারবেন না, তাদের পাশে সরকার রয়েছে।

উল্লেখ্য দিল্লিতে মহিলা যাত্রীর সংখ্যা বেশ কয়েক লক্ষ। তাঁদের বেশিরভাগই যাতায়াত করেন মেট্রোতে। এঁদের প্রত্যেকের ভাড়া মকুব করে দিলে, কতটা ক্ষতি হবে সরকারি রাজস্বের, তা সহজেই অনুমেয়। হিসেব বলছে প্রায় ৭০০ কোটির ধাক্কা সামলাতে হতে পারে কেজরিওয়াল সরকারকে। তাই এই ইস্যুতে প্রথম থেকেই মত দেয়নি কেন্দ্র। সংঘাত শুরু হয়েছিল। কারণ দিল্লি মেট্রো কেন্দ্র রাজ্য যৌথ উদ্যোগের ফসল। তবে ভর্তুকির পরিমাণ আধাআধি হওয়া বাঞ্ছনীয়, কিন্তু এই প্রস্তাবেও কেন্দ্র সাড়া দেয়নি বলে অভিযোগ করেছিলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সবদিক বিবেচনা করেই দিল্লি সরকারের এই প্রস্তাব নাকচ করেছে কেন্দ্র। জানিয়ে দিয়েছে এই ধরণের সুবিধা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে দিল্লি সরকারের বিরোধীদের দাবি ছিল মহিলাদের সুবিধা নয়, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে নিজের দলের ভোট টানতেই ভোটার মন জয় করার কাজ শুরু করতে চেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ ।ছবি- নিজস্ব।

প্রয়াত গান্ধীবাদী কর্মী পদ্মশ্রী ঝর্ণাধারা চৌধুরী

ঢাকা, ২৭ জুন (হি.স.) : একুশে পদকপ্রাপ্ত গান্ধীবাদী কর্মী ও নোয়াখালি জয়াগের গান্ধী আশ্রমের সচিব ঝর্ণাধারা চৌধুরী আর নেই। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

সেবামূলক এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক রাহা নব কুমার জানান, ঝর্ণাধারা চৌধুরী বেশ কিছু দিন উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিসসহ বার্ধক্যজনিত নানা সমস্যায় ভুগছিলেন। পরে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হলে তাকে রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়। আজ ভোরে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। ঝর্ণাধারা ১৯৩৮ সালের ১৫ অক্টোবর লক্ষীপুরের রামগঞ্জ উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। মানবসেবায় নিয়োজিত এই নারী সংসার জীবনে যাননি। গান্ধী আশ্রমের সমাজকর্মী হিসেবে ছুটে গেছেন গ্রাম থেকে গ্রামে।

কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ঝর্ণা ধারা চৌধুরী ২০১৩ সালে ভারতের রাষ্ট্রীয় বেসামরিক সম্মান 'পদ্মশ্রী' খেতাবে ভূষিত হন। একই বছর তিনি বাংলাদেশে বেগম রোকেয়া পদক পান। একুশে পদক পান ২০১৫ সালে। এছাড়া সমাজসেবক হিসেবে তিনি আন্তর্জাতিক বাজাজ পুরস্কার ১৯৯৮, শান্তি পুরস্কার ২০০০, ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

রোবটিক্স প্রোগ্রাম

তথঢ় প্রযুক্তিতে সারা বিশ্বে নারী পুরুষের বৈষম্য কমিয়ে টেকসই লক্ষ্য মাত্রা বাস্তবায়নের জন্য দেশে ১০ থেকে ২৫ বছরের মেয়েদের নিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী একটি টেক লিডারশীপ প্রোগ্রামের আয়োজন করেছে বাংলাদেশ অ্যাডভান্স রবোটিক্স এবং ভিশন ২০২০ সাউথ এশিয়ান প্রকল্প। আগামী ১২ মে রাজধানী ঢাকার ধানমণ্ডি ২৭ নম্বর রোডের ইএমকে সেন্টার এবং ই এমকে মেকারল্যাবের সহযোগিতায় তারা এই অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বল শুরু করতে যাচ্ছে। প্রথমদিকে একটি রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া চালু করেন কর্তৃপক্ষ। প্রাথমিকভাবেইমাত্র কয়েক দিনে রেজিস্ট্রেশন করে ১৮০ জন তরুণী।

সেখানে দেশের বিভিন্ন সরকারী স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পাশাপাশি নামকরা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে মেধাবী ছাত্রীরাও নিবন্ধন করেছে অংশগ্রহণ করার জন্য।

কিন্তু সীমিত আসনের কারণেই বাছাই পর্বের মাধ্যমে ৭০ জনকে নির্বাচন করা হবে।

এই অংশগ্রহণকারী তরুণীদের নিয়ে সংগঠন দুইটি ফিমেল রোবটেক লিডারশীপ নামক একটি বিশেষ সেমিনার আয়োজন করতে যাচ্ছে।

এই সেমিনারের পরে কিছু নির্বাচিত সদস্যকে বিনামূল্যে বাংলাদেশের অ্যাডভান্স রোবোটিক্সের দক্ষ গবেষক, প্রশিক্ষক এবং মেন্টর দ্বারা রোবটিক্স এবং অ্যাডভান্স প্রযুক্তি বিষয়ক কোর্স করার সুযোগ করে দেবেন।

এছাড়া ভিশন ২০২০ সাউথ এশিয়ান প্রকল্পের উদ্যোগে রোবোটিক্স এবং তথ্য প্রযুক্তির নানান খাতে উদ্যোক্তা হওয়ার উপযুক্ত সুযোগ পাবেন এবং সদস্যরা বিনামূল্যে ক্যাম্পাস টেক অ্যাম্বাসেডর হওয়ার সুযোগ পাবেন। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান ড. শফিকুল ইসলাম এবং প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন বাংলাদেশের সংসদের ডেপুটি স্পিকার ফজলে রাব্বী মিয়া।

এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সংসদ সদস্য হোসনে আরা বাবলী, ইউএসএআইডি কৃষি সম্প্রসারণ কার্যকলাপ প্রকল্পের পার্টি প্রধান বিদ্যুৎ মহলদার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোবটিক্স অ্যান্ড মেকাট্রনিকস বিভাগের চেয়ারম্যান ড. লাফিফা জামালসহ সরকারি এবসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তারা। সেমিনারে প্রধান বক্তা হিসেবে থাকবেন তরুণ প্রযুক্তিবিদ ভিশন ২০২০ সাউথ এশিয়ান প্রকল্পের প্রধান নিবাহী কর্মকর্তা ও বাংলাদেশের অ্যাডভান্স রোবটিক্সের প্রতিষ্ঠাতা জিমি মজুমদার এবন ন্যানো স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারীবাংলাদেশী প্রথম তরুণ আবদুল্লাহ হিল কাফি, অ্যাডভান্স রোবোটিক্সের মহাকাশ ও রোবটিক্স বিষয়ক উপদেষ্টা এবং প্রথম তরুণী রায়হানা শামস ইসলাম অন্তরা, ফিমেল টেক লিডার বিষয়ক উপদেষ্টা।

এছাড়া আরো বক্তব্য রাখবেন অ্যাডভান্স রোবটিক্সে সিকিউরিটি সিস্টেম বিষয়ক উপদেষ্টা রাশেদ মজুমদার এবং আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে লাইভে যুক্ত হবেন অথবা বার্তা দিবেন প্রধান উপদেষ্টা ফারহান ফেরদৌস (জাপান), তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা টমাস রায় (জাপান) এবং দক্ষিণ কোরিয়া এবং টেলিকমিউনিকেশন এবং ফিমেল টেক লিডার বিষয়ক উপদেষ্টা তাহসিন সামিরা দেলোয়াড়সহ বিভিন্ন সেক্টরে স্বনামধন্য গবেষক, প্রযুক্তিবিদ এবং উদ্যোগতারা। এই উদ্যোগের ব্যাপারে জিমি মজুমদার বলেন, আগামীদিনের পৃথিবী রোবটিকস এবং কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর।

তাই নারী পুরুষ সমানভাবে অংশগ্রহণ না করলে কোন দেশ এই গ্লোবাল চ্যালেঞ্জে নিজের অস্তিত্ব সমানভাবে রক্ষা করতে পারবে না।

সলমান নয়, ক্যাটরিনার প্রকৃত গডফাদার অক্ষয় কুমার: কামাল খান

মহানগর ওয়েবডেস্ক: জানা, অজানা বলিউডের অনেক তথ্যই ফাঁস করে থাকেন কামাল আর খান। নিজেকে এক নম্বর ফিল্ম ক্রিটিক্স বলে পরিচয়ও দেন তিনি। শাহরুখ থেকে শুরু করে সলমান এবং আমির সকল খানের ছবির রিভিউ করে থাকেন কামাল। তবে তাঁর রিভিউয়ে ছবির বিষয় নিয়ে কম, বরং তারকাদের বেশি আক্রমণ করেন তিনি। কোনও ছবিই নম্বর ওয়ান ক্রিটিক্সের পছন্দ হয়না। প্রত্যেক ছবিতেই তিনি পরিচালক এবং ছবির কলাকুশলীদের ভুল ধরে থাকেন। তবে এবার এমন মন্তব্য করলেন তিনি যা শুনে গোটা বলিউডই নড়েচড়ে বসবে। কামাল বলেন, ক্যাটরিনার "গডফাদার" সলমান নয়! প্রকৃত অর্থে যিনি ক্যাটরিনাকে সিনেমায় সুযোগ করে দিয়েছেন তিনি হলেন বলি পাড়ার "খিলাড়ি" অক্ষয় কুমার। আজ ক্যাটরিনা যেই জায়গায় পৌঁছেছে তা সবই অক্ষয় কুমারের জন্যে।অক্ষয় ক্যাটরিনাকে তাঁর অনেক ছবিতে কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। অক্ষয়ের পাশাপাশি তিনি অভিনেতার স্ত্রী টুইঙ্কেল খান্না, সলমান খানকেও আক্রমণ করতে ছাড়েননি। কামাল আর খান টুইট করে বলেন, ক্যাটরিনার সঙ্গে অক্ষয়ের কাজ করা মোটেই পছন্দ করেন না টুইঙ্কেল। তাই তিনি ক্যাটরিনার সঙ্গে অক্ষয়ের কাজে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। তবে শুধু ক্যাটিরিনাই নয়, টুইঙ্কেলের অপছন্দের তালিকায় ছিল প্রিয়াঙ্কা চোপড়াও। তিনি বলেন, টুইঙ্কেলের পছন্দ ছিল না প্রিয়াঙ্কাকেও। তিনি অক্ষয়ের সঙ্গেও তাঁর কাজে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন।তবে ক্যাটরিনার "গডফাদার" অক্ষয়কে নিয়ে কামাল জানান, অক্ষয়ের প্রায় প্রত্যেকটা ছবির নায়িকা ছিল ক্যাটরিনা। যতক্ষণ না টুইঙ্কেল তাঁদের কাজে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল, ততদিন অবধি অক্ষয়ের নায়িকা ছিলেন তিনি। অক্ষয় এবং পরিচালক রাজ কুনওয়ার ক্যাটরিনাকে সুযোগ করে দিয়েছিলেন "হামকো দিওয়ানা কার গায়ে" ছবির মাধ্যমেই। এই ছবি দিয়েই দ্বিতীয়বার বলিউডে ডেবিউ করেছিলেন অভিনেত্রী। তাহলে কীভাবে সলমান ক্যাটরিনার "গডফাদার" হলেন? সলমান স্নেহা উলাল, সোনাক্ষী সিনহা, ডেসি শাহ, প্রনূতন বহেলকে বলিউডে সুযোগ করে দিয়েছেন ক্যাটরিনাকে নয়।

স্মার্টফোন বেশি গরম হয়ে গেলে কি করবেন

ফোনে কথা বলতে বলতে হঠাৎই কানের কাছে অনুভব হয় গরম। প্রায় ছ্যাঁকা লাগার মতো। এই সমস্যা কিমি, বেশি প্রায় সব স্মার্টফোন ব্যবহারকারীদেরই হয়। নানা লোকের এই ফোন গরম হয়েযাওয়ার নানা রকম ব্যাখ্যা আছে। কেউ বলেন একটানা বেশিক্ষণ ফন ভ্যভার করার জন্য, কেউ বলেন বেশিক্ষণ চার্জ দেওয়ার জন্য। কিন্তু ঠিক কী কারণে গরম হয় স্মার্টফোন?

১. প্রসেসর: প্রসেসর হল ফোনের 'হার্ট'। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যেমন সবসময় হৃৎপিণ্ড সচল থাকা দরকার ঠিক তেমনি স্মার্টফোন চালু রাখতে সবসময় চলতে থাকে প্রসেসর। প্রসেসর চলাকালীন তাঁর ভেতরের ইলেক্টনগুলোয় তাপ উৎপন্ন হয়। ফোন ব্যবহার না করলে সেই তাপ কম হয়। কিন্ত ফোন ব্যবহার করলে সেই তাপ বেশি উৎপন্ন হয় আর তখন গরম ফোন বাড়িতে অনুভূত হয়। আর তাপ বেশি তৈরি হয় একাটানা ডাউনলোড করলে।

২. খারাপ নেটওয়ার্ক: স্মার্টফোন মানেই প্রচুর পরিমাণে ইন্টারনেটের ব্যবহার। কিন্তু এই ইন্টারনেট ব্যবহারের সময় সব জায়গায় সমান সিগন্যাল পাওয়া না। যেখানে সিগন্যাল দুর্বল হয় সেখানে ফোনকেনেটওয়ার্ক পেতে বেশি কসরত করতে হয়। ফলে সহজেই ফোন গরম হয়ে যায়।

৩. ব্যাটারি: যত দিন যাচ্ছে সিম দেওয়ার সময় বা একটানা ব্যবহার হলে বেশি গরম হয়ে যাচ্ছে ব্যাটারি। সেই উষ্ণতা অনুভূত হচ্ছে ফোন বাড়িতেও। কখন বুঝবেন ফোন বেশি গরম হচ্ছে: কম বেশি সবস্মার্টফোনই গরম হয়। আর গরম হওয়ামানেই বিপদ নয়। স্বাভাবিকভাবে স বফোনই কাজ করার সময় ৩৫-৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস গরম হয়। কিন্তু যদি স্ট্যান্ড বাই মুক্তির উপায়: ফোন গরম হচ্ছে মানেই ফোনআর ব্যবহার করা যাবে না এমনটা মোটেই নয়। ফোন যাবে গরম না হয় সেই উপায়টা খুঁজতে হবে। প্রথমত নিয়মিত আপডেট করতে হবে অ্যাপস। বেশি পুরনো ভার্সন ব্যবহার করলে তা ফোনে উত্তাপ বাড়ায়। দ্বিতীয়ত, বেশির ভাগ সময়ই আমরা খেয়াল করি না ব্যাগগ্রাউন্ডে কোনও হবে। তৃতীয়ত, খেয়াল রাখতে হবে ডাউনলোডের সময় যেন ফোনে পর্যাপ্ত চার্জ থাকে। কম চার্জে ডাউনলোড করলে ব্যাটারির ওপর চাপ পড়ে এবং ফোন গরম হয়ে যায়। র‍্যাম ও ক্যাশে পরিষ্কার রাখতে হবে। এছাড়াও গরম শষে নিতে পারে এমন কভার লাগালে অনেকটা এইসমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। প্রয়োজন ছাড়া ওয়াইফাই ব্যবহার না করা।

আদিত্যর মানহানি মামলার সমন পৌঁছাল রানাওয়াত সিস্টারের বাড়িতে!

মহানগর ওয়েবডেস্ক: বলিউডে সব তারকাদের প্রায় একহাত নিয়েছেন রানাওয়াত সিস্টার। করণ থেকে শুরু করে আলিয়া, রণবীর, হৃত্বিক, দীপিকা সকলের সঙ্গেই আদায় কাঁচকলায় সম্পর্ক বলিউডের কুইনের। তবে এবার কুইন এবং তাঁর বোনকে সমন পাঠাল মুম্বই আদালত। কঙ্গনা এবং রঙ্গোলী অভিনেতা আদিত্য পাঞ্চালীর বিরুদ্ধে একের পর এক বিস্ফোরক মন্তব্য করে গেছেন। অভিনেতাকে মিথ্যাবাদী, প্রতারক এবং ধর্ষক বলতেও ছাড়েননি দুই বোন। যার ফলে বলিউডে থাকাটা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল আদিত্যর কাছে। তবে অভিনেতাও কম যাননি, সোজা মানহানির মামলা ঠুকে দিলেন কঙ্গনা এবং রঙ্গোলীর বিরুদ্ধে। সেই প্রেক্ষিতেই মঙ্গলবার অভিনেত্রী এবং রঙ্গোলীকে সমন পাঠিয়েছে আদালত। তবে দুই বোনের অভিযোগে নড়ে গিয়েছিল বলিউড।সোশ্যাল মিডিয়ায় এবং পাবলিক প্ল্যাটফর্মে আদিত্য পাঞ্চালীর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করেছেন দুজনেই। কঙ্গনা জানান, আদিত্য তাঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করত এবং তাঁকে মারধরও করা হত। এমনকি অভিনেত্রীকে ঘরে বন্ধ করে রাখার অভিযোগ উঠেছে অভিনেতার বিরুদ্ধে। অন্যদিকে, সোশ্যাল মিডিয়ায় রঙ্গোলী বলেন, যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন কঙ্গনা। তাঁর সঙ্গে খারাপ আচরণ করা হয়েছে। এমনকি ধর্ষণের মতো গুরুতর অভিযোগ তোলেন দুই বোন। কঙ্গনা এবং রঙ্গোলীর অভিযোগের ভিত্তিতেই আদিত্য এবং তাঁর স্ত্রী জারিনা ওয়াহাব মানহানির মামলা করেন। আদিত্যর অভিযোগ, বেশ কয়েকবার কঙ্গনা মিথ্যে অভিযোগ করেছেন। তিনি মিথ্যে বলছেন।এদিকে অভিনেতার আইনজীবী শ্রেয়া শ্রীবাস্তব বলেন, কঙ্গনা টেলিভিশনে এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় আদিত্য পাঞ্চালীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছেন তাতে কোনও সত্যতা নেই। তিনি বলেছেন, আদিত্য তাঁকে গৃহবন্দি করে রেখেছিলেন এবং তিনি মামলাও দায়ের করেছিলেন। কিন্তু কোথায় এফআইআর? এরপরেই দিদির সাহায্যে এগিয়ে আসেন রঙ্গোলী। তিনি বলেন, ২০০৫-২০০৬ সালে আদিত্যর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

ভেঙে গেল দিশা-টাইগারের সম্পর্ক?

ভেঙে গেল টাইগার শ্রফ ও দিশা পটানির সম্পর্ক। বলিউডে এমনটাই শোনা যাচ্ছে। দুই তারকার ঘনিষ্ঠ মহল থেকেই এই খবর পাওয়া গিয়েছে। সম্পর্ক ভাঙার কারণ সঠিক ভাবে জানা যায়নি। দুজনে সম্পর্ক ভাঙার সিদ্ধান্ত নিলেও বন্ধু থাকবেন বলে জানিয়েছেন।টাইগার ও দিশার সম্পর্ক বেশ কিছু দিন ধরেই খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। কী কারণে তাঁদের মধ্যে মতান্তর হচ্ছিল তা স্পষ্ট নয়। কেউ কেউ বলছেন, শিবসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরের ছেলে আদিত্য ও দিশার বন্ধুত্বই টাইগারের সঙ্গে সম্পর্ক ভাঙার অন্যতম কারণ। একাধিক বার আধিত্য ও দিশাকে একসঙ্গে দেখা গিয়েছে। তবে দিশা ও টাইগার দুজনের ঘনিষ্ঠ মহলই জানিয়ে এটি সঠিক কারণ নয়।কয়েক সপ্তাহ আগেই বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেন টাইগার ও দিশা। তার পরেওতাঁদের একাধিকবার একসঙ্গে দেখা গিয়েছে। ফলে ভবিষ্যতে তাঁরা যে বন্ধু থাকতেই চান সেটাই স্পষ্ট।শুরু থেকে কখনওই নিজেদের সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করেননি দিশা বা টাইগার। একাধিক অনুষ্ঠানে, রেস্তরাঁয় প্রায়ই তাঁদের একসঙ্গে দেখা যেত। কিন্তু যখনই সম্পর্ক নিয়ে কিছু প্রশ্ন করা হত দুজনেই তা এড়িয়ে যেতেন। কিন্তু এ বার তাঁদের পাকাপাকি বিচ্ছেদের খবর প্রকাশ্যে এল।

অবাদি পশুর থাইলেরিয়াসিস রোগ ও প্রতিকার

থাইলেরিয়াসিস গবাদিপশুর রক্তবাহিত এক প্রকার প্রোটোজোয়াজনিত রোগ। এই জীবাণু গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়াকে আক্রান্ত করে।

সাধারণত গ্রীস্মকালে থাইলেরিয়াসিস রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যায়। থাইলেরিয়ার জীবাণু আক্রান্ত গরু থেকে সুস্থ গরুতে আঠালির মাধ্যমে এ রোগ সংক্রামিত হয়ে থাকে।

গ্রীস্মকালে আঠালির প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত সময়। এ কারণে গ্রীষ্মকাল আঠালি-র প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত সময়। এ কারণে গ্রীস্মকালে গরু আঠালি দ্বারা বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে এবং দ্রুত রোগ ছড়াতে সাহায্য করে। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে থাইলেরিয়াসিস দেখা যায়। গণভুক্ত বিভিন্ন প্রজাতির প্রোটোজোয়া দ্বারা এ রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ রোগের ক্লিনিক্যাল লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার পর পশুর রক্তের হিমোগ্লোবিনের মাত্রা খুব নিচে নেমে যায়। ফলে রোগটি নির্ণিত হওয়ার পর চিকিৎসা হলেও গরুকে সুস্থ করে তোলা প্রায়ই সম্ভব হয় না। তাছাড়া মাঠপর্যায়ে গরুর রক্ত পরিবহণ বাস্তবে সম্ভব হয়ে উঠে না। এ রোগের চিকিৎসার জন্য উন্নতমানের ওষুধের দাম খুব বেশি এবং তা সর্বত্র সহজে সব সময় পাওয়া যায় না। এ কারণে থাইলেরিয়াসিস অর্থনৈতিক ভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ রোগ সংকর ভারতের গরুতে বেশিদেখা যায়। সংকর জাতের একটি গাভীর দাম ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা। গবাদি পশুর খামারের ক্ষতিকর রোগগুলির মধ্যে থাইলেরিয়াসি একটি অন্যতম রোগ। আমাদের দেশের প্রায় প্রতিটি জেলাতেই এ রোগ দেখা যায়। বিভিন্ন কারণে থাইলেরিয়া রোগ নির্ণয় করতে অনেক সময় লেগে যায়। খামারীদের কাছাকাছি এলাকায়প্রায়শ রোগ নির্ণয় কেন্দ্র থাকে না। থাইলেরিয়া রোগে প্রতিবছর কোটি কোটি টাকা মুল্যের গো সম্পদ নষ্ট হয়ে থাকে।

রোগের জীবনচক্র ঃ থাইলেরিয়া রোগের মাধ্যমিক পোষক হিসাবে কাজ করে প্রায় ছয় প্রজাতির আঠালি। থাইলেরিয়া আক্রান্ত আঠালির লালা গ্রন্থির মধ্যে অবস্থিত রক্ত শোষণকালে সুস্থ গরুর দেহে প্রবেশ করে। পরে লসিকা গ্রন্থি ও প্লীহার লসিকা কোষকে আক্রান্ত করে ম্যাক্রোসাইজোন্ট বা ককস ব্রু বডি সৃষ্টি করে যা মাইক্রোসাইজোন্ট এ পরিণত হয়। এই মাইক্রোসাইজোন্ট লোহিত কণিকাকে আক্রান্ত করে পাইরোপ্লাজম সৃষ্টি করে। রক্ত শোষণের সময় এই পাইরোপ্লাজম আঠালিরদেহে প্রবেশ করে। আঠালিরদেহের মধ্যে বিভিন্ন পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হয়ে আঠালির লালা গ্রন্থিতে অবস্থান নেয় যা পর গবাদিপশুর রক্ত শোষণকালে প্রাণীর দেহেপ্রবেশ করে। আক্রান্ত আঠালি সুস্থ গরুকে কামড়ানোর ৭-১০ দিন পর পশুর দেহে তাপ দেখা দেয়। রোগ লক্ষণ ঃ গরুর প্রবল জ্বর (১০৪-১০৭০ ফা), ক্ষুধামান্দ্য, রক্তশূন্যতা, চোখ দিয়ে জল ঝরা, রুমেনের গতি হ্রাস, লসিকা গ্রন্থি ফুলে যাওয়া, রক্ত ও আম মিশ্রিত ডায়ারিয়া ও নাসিকা থেকে শ্লেষ্মা নির্গত হয়। এ সময় গরু শুকিয়ে যায় এবং কোনো এন্টিবায়োটিক দ্বারা চিকিৎসায় ফল পাওয়া যায় না। দুধ উৎপাদন একদম কমে যায়, গরু শুকিয়েযায়এবং কোনো এন্টিবায়োটিক দ্বারা চিকিৎসায় ফল পাওয়া যায় না। দুধ উৎপাদন একদম কমে যায়, গরু শুয়ে থাকতে বেশি পছন্দ করে, হাঁপায় এবং ধীরে ধীরে গরুর মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর পূর্বে হঠাৎ করে গরুর শরীরের তাপমাত্রা হ্রাস পায়। সাধারণত আক্রান্ত হবার ১৮-২৪ দিন পর প্রাণী মারা যায়। থাইলেরিয়ায় আক্রান্ত প্রাণী চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠলে কিছুটা প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে তবে প্রাণীটি এ রোগের বাহকহিসেবে কাজ করে।

রোগ নির্ণয় ঃ রোগের লক্ষণ, ইতিহাস এবং চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা দিয়ে প্রাথমিকভাবে এই রোগ নির্ণয় করা যায়। ল্যাবরেটরিতে আক্রান্ত প্রাণীর রক্ত জেনন্স স্টেইন করে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পাইরোপ্লাজম দেখে সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করা যায়।

চিকিৎসা ঃ রোগ নির্ণয়ে বেশি দেরি হলে চিকিৎসায় তেমন উপকার হয় না। দ্রুত রোগ নির্ণয় করে মাত্রামত ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে। সহায়ক চিকিৎসা হিসাবে ভিটামিন ই১২ ইনজেকশন ইত্যাদি প্রয়োগ করতে হবে। সম্ভব হলে রক্ত সংযোজন করতে হবে যা দুরূহ ব্যাপার। আক্রান্ত প্রাণীর শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ খাওয়াতে হবে। পশুকে ছায়াযুক্ত আরামদায়ক পরিবেশে রাখতে হবে। প্রচুর ঠান্ডা জলপান করতে দিতে হবে।

প্রতিরোধ ঃ ডেইরী খামারীদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে থাইলেরিয়া রোগ সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে। যে কোন মূল্যে পশুর খামারকে উকুন, আঠালি ইত্যাদি থেকে মুক্ত রাখতে হবে। গোয়াল ঘর ও এর চতুর্দিক পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। প্রতি ৪ মাস অন্তর গাভীকে আঠালিপ্রতিরোধক ইনজেকশন প্রয়োগ করে আঠালিমুক্ত রাখতে হবে। গ্রীষ্মকালে সপ্তাহে দুই বার গোয়াল ঘরে আঠালিনাশক ওষুধ মাত্রামত স্প্রে করলে গোয়াল ঘর আঠালি মুক্ত থাকে। আক্রান্ত এলাকার সন্দেহজনক সকল গবাদিপশুকে ইত্যাদি প্রতিশেধক হিসাবে মাত্রামত প্রয়োগ করা উচিত।

হৃতিকরা "তন্দ্রাচ্ছন্ন" করে রাখছেন সুনয়নাকে, কঙ্গনা শিবিরের বিস্ফোরক টুইট

বলিউড এই মুহূর্তে রীতিমতো তোলপড়া হৃতিক ও রাকেশ রোশনের পরিবারের আন্তর্দ্বন্দ্ব নিয়ে। রোশন পরিবারের মেয়ে তথা হৃতিকের বোন সুনয়না রোশনের সঙ্গে সাংবাদিক রুহিল আমিনের প্রেম পর্ব নিয়ে কার্যত ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে। সুনয়না এক সাম্প্রতিক সাক্ষাতকারে জানান, তাঁরও রুহিলের সম্পর্ককে মেনে নিতে পারেনি পরিবার। আর রুহিলকে " জঙ্গি "তকমা দিতেও ছাড়েননি রাকেশ রোশন, এমনই দাবি ছিল সুনয়নার। এরপর উঠে আসছে আরও বিস্ফোরক তথ।কঙ্গনা শিবিরের দাবিকঙ্গনার বোন রঙ্গোলি চান্ডেল বেশ কয়েকদিন ধরেই সুনয়নার পরিস্থিতি নিয়ে একের পর এক টুইট করেন। এরপর সাম্প্রতিক টুইটে রঙ্গোলি দাবি করছেন, সুনয়নাকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে রাখা হচ্ছে। স্পষ্ট ইঙ্গিতে তিনি দাবি করছেন, বাইরের কারোর সঙ্গে যাতে সুনয়না যোগ না রাখতে পারেন, তার জন্য ফোন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সুনয়নার।কাঁদছেন সুনয়না!কান্নাকাটি করছেন সুনয়না এমনই দাবি কঙ্গনার বোন রঙ্গোলি চান্ডেলের। কঙ্গনার বোন রঙ্গোলি চান্ডেলের দাবি, সুনয়না রোশন নিজে জানিয়েছেন যে তাঁকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে রাখা হচ্ছে। কঙ্গনাকে বহুবার ফোন করেছেন বলে জানিয়েছেন কঙ্গনার বোন রঙ্গোলি চান্ডেল।সুনয়নার বয়ফ্রেন্ড রুহিলের দাবি!রুহিল এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাতকারে জানিয়েছেন, "গোটা ঘটনা আরও একবার স্পষ্ট করে দিল বর্তমান লিবারাল সমাজে পরিচিতি ঘিরে রাজনীতিকে। যা একদমই মেনে নেওয়া যায় না। " পাশাপাশি রুহিলের দাবি, কেউ কোনওএকটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষ হলেই তাঁকে তকমা দিয়ে দিতে হবে উগ্রপন্থার সেটাও ঠিক নয়।

মিতিন মাসি"-র লুকে প্রস্তুত কোয়েল

"মিতিন মাসি" আসছে বড়পর্দায় আর এই আইকনিক চরিত্রে দেখা যাবে কোয়েল মল্লিককে। খবরটা চাউর হওয়া মাত্র অনেকের মনে যে প্রশ্ন দানা বেঁধেছিল তা হল মিতিন মাসির লুকে কোয়েলকে কেমন দেখাবে? এই চর্চার অবসান বোধহয় হতে চলেছে। সামনে এসেছে কোয়েলের লুক টেস্টের ছবি।অরিন্দম শীল ক্যামেলিয়ার প্রযোজনায় আনছেন "মিতিন মাসি"। সেই ছবিতেই প্রজ্ঞাপারমিতা মুখোপাধ্যায় হল কোয়েল মল্লিক। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের "হাতে মাত্র তিন দিন" গল্প নির্ভর সেলুলয়েডে প্রথম "মিতিন মাসি"। ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে ছবির ফার্স লুক। আর গোয়েন্দা ছবিতে অরিন্দমের হাতযশ সর্বজনবিদিত।সোশাল মিডিয়ায় মিতিন মাসির লুক নিয়ে পরামর্শ চেয়েছিলেন টিম। সেই মতোই সাজানো হয়েছে কোয়েলকে। ছবিতে মিতিন মাসির স্বামীর ভূমিকায় দেখা যাবে শুভ্রজিত দত্তকে। এদিন তারও লুক সেটের ছবি প্রকাশ্যে এসেছে। এই ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন পদ্মনাভ দাশগুপ্ত ও সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব রয়েছে বিক্রম ঘোষের উপর।"মিতিন মাসি"র পরিচালনায় অরিন্দম শীল।তবে বাংলার মিস. মার্পেলকে নিয়ে টানাটানি শুরু হয়েছে বেশ কিছুদিন আগেই। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের দশটি গল্পের সত্ত্ব কিনেছেন হিমাংশু ধানুকা আর ক্যামেলিয়া প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে অরিন্দম শীল তৈরি করছেন এই ছবি।

শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারীকরণ নিয়ে বৃহস্পতিবার রাজধানীতে আন্দোলনমুখী এসএফআই। ছবি- নিজস্ব।

দিল্লির অসম হাউসে তরুণ গগৈকে সাংবাদিক সম্মেলনে বাধা, সর্বা-সরকারের নিন্দা কংগ্রেসের

গুয়াহাটি, ২৭ জুন (হি.স.) : দিল্লির অসম হাউসে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈকে সাংবাদিক সম্মেলন করতে দেওয়া হয়নি। অসমের সর্বানন্দ সনোয়াল সরকার তাঁকে ভয় করে। হাতেগোনা কয়েকটি বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে তিনি কথা বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে অনুমতি দেয়নি অসমের স্বৈরাচারী সরকার'। তাই বাধ্য হয়ে অসম ভবনের বাইরে পদপথে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ। এক প্রেস বিবৃতিতে অসম সরকারের এ-ধরনের 'গর্হিত কাজের প্রতিবাদ ও নিন্দা' জানিয়েছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র ঋতুপর্ণ কেঁওর। বিবৃতিতে প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র লিখেছেন, গত তিনদিন ধরে দিল্লির অসম হাউসে অবস্থান করছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা দলের প্রবীণ নেতা তরুণ গগৈ। আজ (বৃহস্পতিবার) বেলা ২.৩০টায় অসম হাউসে তাঁর কোঠায় অসম ভিত্তিক কয়েকটি বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যমের সাংবাদিকদের সম্বোধন করতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু রাজ্য সরকারের নির্দেশে অসম হাউস কর্তৃপক্ষ সাংবাদিক সম্মেলন করার অনুমতি দেননি। তাই বাধ্য হয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে অসম হাউস-এর সামনে পদপথে সংবাদ মাধ্যমকে সম্বোধন করতে হয়েছে।

এ ঘটনা পরিপ্রেক্ষিতে সর্বানন্দ সনোয়াল নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারকে স্বৈরাচারী ও হঠকারী আখ্যা দিয়েছেন কংগ্রেস মুখপাত্র ঋতুপর্ণ কেঁওর। তিনি বলেন, আমরা অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি সনোয়াল নেতৃত্বাধীন স্বৈরাচারী ও হঠকারী সরকারের এ ধরনের আচরণকে ধিক্কার ও নিন্দা জানাচ্ছি। বিবৃতিতে তিনি বলেন, তরুণ গগৈকে সনোয়াল সরকারের এত ভয় কীসের? জনসাধারণের আশা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থতা এবং ফাঁকির ওপর ভিত্তি করে যে সরকার চলছে তার স্বরূপ খোলসা হয়ে যাওয়ার ভয়েই এমন অগণতান্ত্রিক কার্যের আশ্রয় নিয়েছে বিজেপি সরকার।

ঋতুপর্ণ বলেন, বিজেপি দল এবং সরকার যদি এ ধরনের স্বৈরাচারী এবং হঠকারী কার্যের দ্বারা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ ও কংগ্রেসের মুখ বন্ধ করতে পারবে বলে ভেবে থাকে তা-হলে তা তাদের ভুল ধারণা। বিজেপি সরকারের ব্যর্থতার বিরুদ্ধে কংগ্রেস সর্বদা মুখরিত হবেই।

জয় শ্রী রাম বলায় বিজেপি-তৃণমুল সংঘর্ষ, উত্তপ্ত হুগলির গুড়াপ

হুগলি, ২৭ জুন (হি.স.): বুধবার বিকেল ৪ টে নাগাদ মিছিল করে ধনেখালির গুড়াপ থানার অন্তর্গত বাথানগুড়িয়া এলাকার বিজেপি কর্মীরা জয় শ্রী রাম ধ্বনি দিয়ে মিছিল করে। অভিযোগ সেই মিছিল শেষ হতেই সাধন বাউল দাস নামে এক বিজেপি কর্মীর উপর আচমকা হামলা চালায় তৃণমূলে কর্মীরা। এই হামলার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার পথ অবরোধ করে বিজেপি কর্মীরা। অবরোধ হটাতে এলে বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ বাঁধে। এলাকায় উত্তেজনা। পুলিশের এমন আচরণের কঠোর নিন্দা করেন বিজেপি নেতা রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি বুধবার রাতে জয় শ্রী রাম জয়ধ্বনি দেওয়ার জন্য সাধন বাউল দাসকে টাঙ্গি দিয়ে কোপাতে শুরু করে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিরা। সাধন বাউল দাস অচৈতন্য হয়ে পড়লে দুষ্কৃতিরা এলাকা ছেড়ে চলে যায় তৃণমুল দুষ্কৃতিরা। এরপরই তাকে বিজেপি কর্মীরা চুঁচুড়া সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। রাতেই ঘটনাস্থলে গুরাপ থানার পুলিশ এলে তাদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে বিজেপি নেতা কর্মীরা, সেই বিক্ষোভ এমন আকার ধারণ করে যে পুলিশকর্মী অশোক হালদার নিজের বন্দুক দিয়ে গুলি চালিয়ে দেয়। সেই গুলি লাগে বিজেপির আরেক কর্মী জয় চাঁদ মালিকের বুকের বাঁ দিকে। তাকেও চুঁচুড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় রাত ১১.৩০ নাগাদ। অভিযুক্ত ওই পুলিশকর্মীকে গ্রামবাসীরা ধরে তার বন্দুক কেড়ে তাকে একটি ঘরে বন্ধ করে আটকে রাখে এবং পরে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

ঘটনার খবর পেয়ে বিজেপির ওবিসি মোর্চার জেলার সাধারণ সম্পাদক সুরেশ সাউয়ের নেতৃত্বে হাসপাতালে পৌছায় বিজেপি নেতা কর্মীরা। বৃহস্পতিবার সকালে গুড়াপের ২৩ নম্বর রোড অবরোধ করে রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখায়। প্রায় ঘন্টা খানেক এই ভাবে অবরোধ চলার পর, পুলিশ এসে অবরোধ তুলতে যায়।এরপরই রণক্ষেত্রর আকার নেয় এলাকায়। পুলিশকে লক্ষ্য করে শুরু হয় ইঁট বৃষ্টি। বিক্ষোভ সামাল দিতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে। এদিকে ইঁটের আঘাতে জখম হয় এক পুলিশ কর্মী। তাকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।

তবে এই মুহুর্তে বিক্ষোভ দমানো গেলেও এলাকা থমথমে রয়েছে। ঘটনাস্থল ও পুরো এলাকা পুলিশি টহলদারী চলছে।রাফ নামানো হয়েছে।সব এলাকার দোকানপাট কারখানা বন্ধ করে দেয় বিজেপি নেতা কর্মীরা।

পুলিশি জুলুমের প্রতিবাদে হুগলির চুঁচুড়ায় রাস্তায় বসে পথ অবরোধ করেন রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন এই ঘটনার সাথে যুক্ত তৃণমূলের দুস্কৃতি ও যে পুলিশ গুলি চালিয়েছে তাকে গ্রেফতার করতে হবে। প্রায় এক ঘন্টা পথ অবরোধ করার পর তিনি চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে আহত বিজেপি কর্মীদের দেখতে যান। এদিকে তৃণমূলের তরফ থেকে পাল্টা অভিযোগ করে তৃণমূল নেত্রী অসীমা পাত্র বলেন, গতকাল বিজেপির বিজয় মিছিল বের করেছিল সেখানেই বেছে বেছে তৃণমুল কর্মী দের ঘর ভাঙচুর করা হয়। তৃণমূল কর্মীদের বেছে বেছে মারছে ওরা। জোর করে ক্ষমতায় আসার জন্য বিজেপি দিনের পর দিন চারিদিকে হিংসা করে তৃণমূলের নাম বলছে। এই ঘটনা কথা আমাদের নেত্রীর কাছে বলবো। এ দিকে গুলি চালানের বিষয়টি মেনে নিয়ে হুগলি জেলা গ্রামীণ পুলিশ সুপার সুখেন্দু হীরা বলেন যে গতকাল রাতে বিজেপির বিক্ষোভ আটকাতে পুলিশ এলাকায় যায়। ওখানে খুব বেশি ঝামেলা হচ্ছিল, পুলিশকে ওরা মারতে আসে। তখন আমাদের এক পুলিশ কর্মী তার সার্ভিস রিভালবারটি বের করে, তখন একজন রিভালবারটি পুলিশের হাত থেকে কেড়ে নিতে যায়।সেই সময়ই গুলি চলে যায়।একজনের শরীর ঘেঁষে গুলিটি চলে যায়।রাফ নামানো হয়েছে। সকালের দিকে এলাকার দোকানপাট কল কারখানা বন্ধ থাকলেও বিকেলে খুলতে দেখা যায়। তবে বেশ থমথমে রয়েছে এই এলাকা।

হাসপাতালে বন্দি মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য

বসিরহাট, ২৭ জুন(হি,স): বুধবার রাতে বসিরহাট জেলা হাসপাতালে মৃত্যু হয় বসিরহাট সংশোধনাগারের বন্দী দীনেশ মন্ডল(৩৫) নামে এক যুবকের। বন্দী মৃত্যুকে কেন্দ্র করে পুলিশি অত্যাচারের অভিযোগ তুলেছেন মৃতের স্ত্রী। যদিও পরিবারের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি পুলিশের। বসিরহাট পুরাতন বাজার দাস পাড়ার বাসিন্দা দীনেশ মন্ডল। বুধবার রাতে বসিরহাট জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় দীনেশের। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন দীনেশ এর স্ত্রী মৌসুমী মন্ডল। জানা যায় মদ বিক্রির অভিযোগে দীনেশকে গ্রেফতার করেছিল বসিরহাট থানার পুলিশ। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে দীনেশকে বসিরহাট আদালতে তোলা হলে মঙ্গলবার দীনেশকে জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। জেলবন্দি অবস্থাতেই বুধবার দুপুরের পর অসুস্থ অবস্থায় তাকে ভর্তি করা হয় বসিরহাট জেলা হাসপাতালে। ওই দিন রাতেই মৃত্যু হয় দীনেশের। পুলিশের মারে স্বামীর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে মৃতের স্ত্রী মৌসুমী মন্ডল জানান, ' বসিরহাট শ্মশান ঘাট থেকে রবিবার আমার

জলবায়ু পরিবর্তন রোধে যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার, দাবি জাভরেকরের

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন (হি.স.) : জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় দাঁড়িয়ে এমনই জানালেন কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রী প্রকাশ জাভরেকর।

এদিন রাজ্যসভায় সমাজবাদী পার্টির সাংসদ রেবতী রমণ সিং পরিবেশমন্ত্রী কাছে জানতে চান জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব গোটা দেশজুড়ে পড়েছে। এমন পরিস্থিতিতে প্রশাসন কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর উত্তরে প্রকাশ জাভরেকর বলেন, প্রশাসন একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জলবায়ু রোধে রাষ্ট্রসঙ্ঘের দেখানো পথ ধরেই কাজ করা হয়েছে। এমনকি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মঞ্চেও বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছে ভারত। প্যারিস চুক্তির উপর ভিত্তি করেই যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে কার্বন নিঃসরণ ৩৩ থেকে ৩৫ শতাংশ কমিয়ে আনার লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে। বিদ্যুত উৎপাদনে প্রচলিত (জীবাশ্ম) শক্তির ব্যবহার কমিয়ে দিয়ে অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০ শতাংশ অপ্রচলিত শক্তি ব্যবহার করা হবে। এমনকি বনাঞ্চলের আয়োতম বৃদ্ধির উপরেও বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। ব্লাবের জায়গায় এলইডি ব্যবহার বাড়ানো হয়েছে। ২০২২ সালের মধ্যে যথেচ্ছ প্লাস্টিক ব্যবহারের উপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত করা হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় ভারত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

এদিন সমাজবাদী পার্টির সাংসদ রেবতী রমণ সিং বলেন, কেরল এমন ভয়াবহ বন্যা জীবনে দেখিনি। এমনকি চেন্নাইতেও বন্যা হয়েছিল। এখন খরা চলছে। হিমালয়ে বরফ গলছে। বর্ষা আসার আগেই উত্তর ভারতে বৃষ্টি হচ্ছে।

ব্যাঙ্ক প্রতারণার শিকার অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক কর্মচারি

কলকাতা,২৭ জুন (হি.স): ব্যাঙ্ক প্রতারণার শিকার অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক কর্মচারি। অ্যাকাউন্ট থেকে খোয়া গেল ৮৮ লাখ টাকা। ঘটনার তদন্তে নেমেছে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের জালিয়াতি দমন শাখা। যদিও এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারে নি কলকাতা পুলিশ।

ওই অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক কর্মচারি থাকেন প্রগতি ময়দান থানা এলাকায়। ১৮ থেকে ২৫ জুনের মধ্যে তিনি পরপর মেসেজ পান যে অ্যাকাউন্ট থেকে তুলে নেওয়া হচ্ছে টাকা। সব মিলিয়ে মোট ৮৮ লাখ। তিনি ব্যাপারটা বুঝতে পড়ার পরই যোগাযোগ করেন প্রগতি ময়দান থানায়। সেখান থেকে বৃহস্পতিবার যান লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগে। তদন্তকারীরা প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারেন, কিছুদিন আগে ওই অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক কর্মচারির মোবাইলে একটি ইউপিআই অ্যাপের লিঙ্ক আসে। সেই লিঙ্ক ক্লিক করে অ্যাপটি ডাউনলোড করেন তিনি। তখন একটি মেসেজ আসে। ফোনটি চলে যায় ফ্লাইট মোডে। সেখান থেকে সাধারণ মোডে ফোনটি নিয়ে আসার পরেই একটি ফোন আসে তাঁর কাছে। বলা হয়, যে মেসেজটি গেছে, সেটি একটি নির্দিষ্ট নম্বরে পাঠাতে। নিজে ব্যাঙ্কে দীর্ঘদিন কাজ করার পরও ভুলটা করে ফেলেন। উত্তর দেন সেই মেসেজের।তারপরই তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে তুলে নেওয়া হয় টাকা।

গোয়েন্দাদের ধারণা, ওই মেসেজের উত্তর দিয়েই অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত তথ্য হ্যাকারদের হাতে তুলে দিয়েছেন তিনি। সেই তথ্য পাওয়ার পরেই গায়েব হয়েছে টাকা। গোটা ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগ। যদিও এখনও পর্যন্ত কোথা থেকে এই টাকা গায়েব হয়েছে তা বোঝা যায়নি।

বাসকিউল ব্রিজের সৌজন্যে যানজটে জড়িয়ে কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকা

কলকাতা,২৭ জুন (হি.স.): বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দ্বিতীয় হুগলি সেতু, হেস্টিংস, খিদিরপুর, বেহালা, আলিপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা জড়িয়ে থাকল যান জটে। সৌজন্যে, বাসকিউল ব্রিজ। বাসকিউল ব্রিজ মেরামতির জেরে যানজটের ফাঁসে শহর কলকাতার একাংশ। তারাতলা, বেস ব্রিজ, খিদিরপুর, মেটিয়াব্রুজ, ডায়মন্ডহারবার রোড, হেস্টিংস অঞ্চলে তীব্র যানজট রয়েছে। দ্বিতীয় হুগলি সেতু ও কোনা এক্সপ্রেসওয়েতে যান চলাচলেও ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। দুই জায়গাতেই ধীর গতিতে চলছে গাড়ি।

২৭ জুন মঙ্গলবার রাতে ব্রিজ তুলে নামানোর সময় খিদিরপুরের বাসকিউল ব্রিজে সমস্যা দেখা যায় উ খিদিরপুর ডকে জাহাজ চলাচলের জন্য ব্রিজটি তোলা হয়েছিল উ কিন্তু নামানোর সময় ৪টি বেয়ারিং পয়েন্টের মধ্যে ৩টি সেট হলেও একটিতে ফাঁক থেকে যায়। পরে দেখা যায় সেই বেয়ারিং পয়েন্টটি ভেঙে গেছে। বাসকিউল ব্রিজটিকে আর আগের অবস্থায় ফেরানো যায় নি। ফলে মঙ্গলবার রাত থেকেই খিদিরপুরের গার্ডেনরিচ সার্কুলার রোডে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। আবার মাঝেরহাট ব্রিজ বিপর্যয়ের পর খিদিরপুর চত্বরে গাড়ির চাপ অত্যাধিক বেড়ে গেছে। ফলে, বুধবার সকাল থেকে তীব্র যানজট তৈরি হয় ওই এলাকায়। এরপর বুধবার বিকালে ব্রিজটি খুলে বের করা সম্ভব হয়। তবে বিশেষ প্রযুক্তির ব্যবহারের জন্য, বেয়ারিং তৈরি করে লাগাতে সময় লাগছে। আটচল্লিশ ঘণ্টা পর অবশ্য আংশিক সচল বাসকিউল ব্রিজ। ব্রিজের উপর দিয়ে দু'চাকা ও ছোট গাড়ি চলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে এখনও মেরামতির কাজ শেষ হয়নি। আপাতত বড় গাড়ি সুইং ব্রিজ ও অন্য একটি ব্রিজ দিয়ে চালিয়ে কোনওভাবে যান নিয়ন্ত্রণ করছে পুলিশ। তবে তাতেও নাজেহাল অবস্থা মানুষের।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে যানজট আরও বেড়ে যায় উ এরপর সকাল ৯টা থেকে বাসকিউল সেতু দিয়ে ছোট গাড়ি চলাচল শুরু হয়। তাতে যানজট আংশিক

ছয়ের পাতায়

বৃহস্পতিবার আগরতলা প্রেস ক্লাব আয়োজিত স্মরণ সভায় কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

বাগনান, উলুবেড়িয়াতে মডিউল তৈরির চেষ্টা করছিল ধৃত জেএমবি জঙ্গিরা

কলকাতা, ২৭ জুন (হি.স.) : বাগনান, উলুবেড়িয়াতে বাড়ি ভাড়া করে বিভিন্ন মডিউল তৈরির চেষ্টা করছিল মামুনুর রশিদ ও মহম্মদ শাহিন আলম ওরফে আল আমিন। তাদের জেরা করেই এই তথ্য পেয়েছেন কলকাতা পুলিশের স্পেশাল ট্যাক্স ফোর্সের গোয়েন্দারা। দুজনকেই ইসলামিক স্টেট বা আইএস অনুপ্রাণিত বাংলাদেশের নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন নব্য জেএমবির সদস্য সন্দেহে গ্রেফতার করেছে কলকাতা পুলিশের এসটিএফ বা স্পেশাল ট্যাক্স ফোর্সের গোয়েন্দারা। গোয়েন্দাদের কাছে খবর, হাওড়ায় তারা মডিউল তৈরির চেষ্টা চলছিল। তাদের টার্গেটে ছিল ধুলাগড় এলাকার কয়েকজন যুবক। উলুবেড়িয়ার ৫৮ গেটের কাছে একটি মসজিদেও তাদের নিয়মিত যাতায়াত ছিল।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, গত মঙ্গলবার শিয়ালদা স্টেশনের পার্কিং এরিয়া থেকে মহসিন ও মামুনুরকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এই দু'জনকে জেরা করে পুলিশ আরও দু'জনের খোঁজ পায়। হাওড়া স্টেশন থেকে আল আমিন ও রবিউল ইসলামকে গ্রেফতার করা হয়। মহসিন, মামুনুর ও আল আমিন বাংলাদেশের বাসিন্দা। রবিউল বীরভূমের নয়াগ্রামের বাসিন্দা।

মামুনুর ও আল আমিন বাংলাদেশ থেকে কবে কলকাতায় এসেছিল তার সঠিক তথ্য নেই বলেই জানিয়েছে পুলিশ। তদন্তকারীদের দাবি, বাগনানে বেশ কিছুদিন ভাড়া ছিল এই দু'জন। সেখান থেকে তারা বাড়ি ভাড়া নেয় উলুবেড়িয়ায়। রাজাপুর থানার লায়েকপাড়ায় একটি বাড়িতে শেষ ভাড়া ছিল মামুনুর ও আল আমিন। বাড়ির মালিক সিরাজুল মল্লিক জানিয়েছেন, ২৪০০ টাকায় তিনটে ঘর ভাড়া নিয়েছিল তারা। তাঁর দাবি, 'আধার কার্ড, ভোটার কার্ড দেখিয়েই বাড়ি ভাড়া নেয় দু'জনে। পরে জানতে পারি সেগুলো জাল। আগে যদি জানতে পারতাম ওরা জঙ্গি, তাহলে পুলিশে ধরিয়ে দিতাম'। পুলিশ জানতে পেরেছে, জাল আধার কার্ড দেখিয়েই মোবাইলের সিম তুলেছিল তারা।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, পাড়ায় পাড়ায় বাচ্চাদের খেলনা ফেরি করে বেড়াত মামুনুর ও আলামিন। তাদের হাবভাবে কখনও সন্দেহ হয়নি এলাকাবাসীর। তবে ঘটনা জানাজানি হওয়ার পরে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে।

ধৃতদের কাছ থেকে মোবাইল সহ জিহাদ সংক্রান্ত প্রচুর নথি উদ্ধার হয়েছে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারীরা। মোবাইল ঘেঁটে প্রচুর ছবি ও ভিডিও পাওয়া গেছে বলে খবর। পুলিশের সন্দেহ, ধৃতেরা নব্য জেএমবির সক্রিয় সদস্য। ইসলামিক স্টেটের মতাদর্শে অনুপ্রাণিত। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে নতুন করে ঘাঁটি তৈরি করাই

ছয়ের পাতায়

প্রধানমন্ত্রী ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর অশ্লীল ফটো সামাজিক মাধ্যমে, তেজপুরে গ্রেফতার যুবক

তেজপুর (অসম), ২৭ জুন (হি.স.) : তার হাত থেকে এবার ছাড় পাননি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। সে মানদির আলি। বাড়ি শোণিতপুর জেলার ঢেকিয়াজুলি থানার অন্তর্গত সিরাজুলিতে। বেশ কিছুদিন থেকে মানদির আলি তার নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে নানা ধরনের বিতর্কিত পোস্ট করছিল। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং তৃণমুল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অশ্লীল কুরুচিকর মন্তব্য সংবলিত ছবি পোস্ট করে বসে মানদির। অবশেষে রাজ্য পুলিশের সাইবার ক্রাইমের সহায়তায় বৃহস্পতিবার তাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে তেজপুর সদর থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফটো সম্পাদনা করে অশ্লীলভাবে আপলোড করে তার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে। তাকে ট্র্যাসআউট করে ঢেকিয়াজুলির সিরাজুলি থেকে গারেফতার হয়েছে। সে নাকি হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধেও বিতর্কিত মন্তব্য করেছে তার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে। তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

অধিবেশনে 'অপ্রয়োজনীয়' মন্তব্য করে তিরষ্কৃত বিধায়ক

কলকাতা, ২৭ জুন (হি.স.) : অধিবেশনে 'অপ্রয়োজনীয়' মন্তব্য করে তিরষ্কৃত হলেন ফরওয়ার্ড ব্লক বিধায়ক আলি ইমরান রামজ ওরফে ভিক্টর। বৃহস্পতিবার তাঁকে সতর্ক করে দেন অধিবেশনের অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখরের চার বারের বিধায়ক মহম্মদ রমজান আলি ১৯৯৪-তে খুন হন কলকাতার এমএলএ হোস্টেলে। তাঁর পুত্র ভিক্টর ২০১১ সালে সর্বকনিষ্ঠ বিধায়ক হিসাবে নির্বাচিত হন। রাজ্যের বিরোধী বিধায়কদের মধ্যে অধিবেশনে প্রতিবাদী হিসাবে তাঁর বিশেষ পরিচিতি আছে।

এ দিন অধ্যক্ষের সাময়িক দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন সুকুমার হাঁসদা। অধিবেশন চলাকালীন বক্তা হিসাবে ভিক্টরের নামোল্লেখ করা মাত্র বিমানবাবু এসে অধ্যক্ষের আসনে বসেন।

ছয়ের পাতায়

বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে উমাকান্ত ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের এলামনি কমিটির সদস্যরা। ছবি- নিজস্ব।

'শাসক দল টিফিন, গাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছে': মুকুল

কলকাতা,২৭ জুন (হি.স): 'শাসক দল টিফিন, গাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছে', বলে বৃহস্পতিবার রাজ্যের বুদ্ধিজীবিদের কটাক্ষ করলেন বিজেপি নেতা মুকুল রায়। আজ ভাটপাড়ায় যান বুদ্ধিজীবীরা। তাঁদের ভাটপাড়া যাওয়া নিয়ে মুকুল রায় বলেন , 'আমরাও টিফিন, গাড়ির ব্যবস্থা করে দেব, আপনারা সন্দেশখালিতে যান'।

লোকসভা ভোটের পর থেকে উত্তাল ভাটপাড়া। গত সপ্তাহে গুলিবিদ্ধ হয়ে দুজনের মৃত্যুর পর আবারও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে অর্জুন সিংয়ের গড়। পরিস্থিতি মোকাবিলায় নাজেহাল প্রশাসনও। তবে আপাতত শান্ত ভাটপাড়া। ভাটপাড়ায় ইতিমধ্যেই ঘুরে এসেছে সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়ার নেতৃত্বে বিজেপির একটি প্রতিনিধি দল। ওই দলে আলুওয়ালিয়া ছাড়াও ছিলেন দুই সাংসদ সত্যপাল সিং ও বিডি রাম। সত্যপাল সিং মুম্বইয়ের প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার ও বিডি রাম ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন ডিজি। ভাটপাড়ার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন তাঁরা। পরে রিপোর্ট তুলে দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের হাতে। গত শুক্রবার সংসদে ভাটপাড়ার পরিস্থিতি তুলে ধরেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ। অভিযোগ করেন, ভাটপাড়ায় পরিস্থিতি সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। ক্ষমতা হারানোর পর জমি পুনরুদ্ধারে শাসক দল হিংসায় মদত দিচ্ছে। আগামীকাল শুক্রবার ভাটপাড়ায় যাচ্ছে সাত সদস্যের তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। এর আগে, বৃহস্পতিবার ভাটপাড়ায় যান অপর্ণা সেন, কৌশিক সেন চন্দন সেনরা।

এর পরিপ্রেক্ষিতে মুকুল রায় বলেন, 'শাসক দল টিফিন, গাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছে। ভাটপাড়ায় ওনাদের যাওয়া নিয়ে আমাদের সমস্যা নেই। যেতেই পারেন। তবে একটু সন্দেশখালি গেলেও পারতেন। আমরা না হয়, চেয়েচিন্তে গাড়ি, খাবারের ব্যবস্থা করে দেব। তবে একটা জিনিসই পারব না। শাসক দলের মতো পাইলট কারের ব্যবস্থা করতে পারবে না বিজেপি'''।

ফরিদাবাদে আততায়ীর গুলিতে খুন প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতা, তীব্র নিন্দা রাহুল-অশোকের

ফরিদাবাদে ফরিদাবাদ, ২৬ জুন (হি.স.): প্রকাশ্য দিবালোকে দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য! হরিয়ানার ফরিদাবাদে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীর গুলিতে খুন হলেন 'প্রভাবশালী' কংগ্রেস নেতা বিকাশ চৌধুরীঊ বৃহস্পতিবার গাড়িতে চেপে যাওয়ার সময় কংগ্রেস নেতা বিকাশ চৌধুরীকে লক্ষ্য করে পরপর তিন রাউন্ড গুলি চালায় অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীঊ গাড়ির সামনেই বসেছিলেন বিকাশঊ পরপর তিনটি গুলি গাড়ির কাঁচ ভেদ করে বিকাশের শরীরে বিদ্ধ হয়ঊ রক্তাক্ত ও অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় বিকাশকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিতকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেনঊ

ফরিদাবাদে কংগ্রেস নেতা বিকাশ চৌধুরী খুনের ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীঊ তীব্র নিন্দা জানিয়ে টুইটারে রাহুল লিখেছেন, 'ফরিদাবাদে কংগ্রেস নেতা বিকাশ চৌধুরীকে হত্যা অত্যন্ত নিন্দনীয়, লজ্জাজনক এবং দুঃখজনক ঘটনাঊ বিকাশ চৌধুরীর আত্মার শান্তি কামনা করিঊ' কংগ্রেস নেতা বিকাশ চৌধুরী খুনের প্রেক্ষিতে হরিয়ানার কংগ্রেস সভাপতি অশোক তানওয়ার বলেছেন, 'জঙ্গল রাজ চলছে, আইনের কোনও ভয় নেইঊ বুধবারও একই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল, একজন মহিলা শ্লীলতাহানির প্রতিবাদ করায় তাঁকে কোপানো হয়ঊ সমস্ত ঘটনার তদন্ত হওয়া উচিত

গাঁওপ্রধানের বাড়ি

আটের পাতার পর

চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। প্রতিবেশীদের তৎপরতায় আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়। ফলে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন প্রাক্তন গাঁও প্রধান ও তার পরিবারের লোকজনরা। কে বা কারা অগ্নিসংযোগ করেছে সে সম্পর্কে কিছুই বলতে পারেননি গৃহ কর্তা। তিনি জানান, নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরও বাইক বাহিনী তার বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর চালানোর চেষ্টা করেছিল। পরিবারের লোকজনরা নিরাপত্তা নিয়ে রীতিমতো সংশয়ে পড়েছেন। তেলিমামুড়া থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এলাকায় শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান জানানো হয়েছে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

জয় শ্রী রাম বলায় বিজেপি-তৃণমুল সংঘর্ষ, উত্তপ্ত হুগলির গুড়াপ

হুগলি, ২৭ জুন (হি.স.): বুধবার বিকেল ৪ টে নাগাদ মিছিল করে ধনেখালির গুড়াপ থানার অন্তর্গত বাথানগুড়িয়া এলাকার বিজেপি কর্মীরা জয় শ্রী রাম ধ্বনি দিয়ে মিছিল করে। অভিযোগ সেই মিছিল শেষ হতেই সাধন বাউল দাস নামে এক বিজেপি কর্মীর উপর আচমকা হামলা চালায় তৃণমূলে কর্মীরা। এই হামলার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার পথ অবরোধ করে বিজেপি কর্মীরা। অবরোধ হটাতে এলে বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ বাঁধে। এলাকায় উত্তেজনা।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি বুধবার রাতে জয় শ্রী রাম জয়ধ্বনি দেওয়ার জন্য সাধন বাউল দাসকে টাঙ্গি দিয়ে কোপাতে শুরু করে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিরা। সাধন বাউল দাস অচৈতন্য হয়ে পড়লে দুষ্কৃতিরা এলাকা ছেড়ে চলে যায় তৃণমুল দুষ্কৃতিরা। এরপরই তাকে বিজেপি কর্মীরা চুঁচুড়া সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। রাতেই ঘটনাস্থলে গুরাপ থানার পুলিশ এলে তাদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে বিজেপি নেতা কর্মীরা, সেই বিক্ষোভ এমন আকার ধারণ করে যে পুলিশকর্মী অশোক হালদার নিজের বন্দুক দিয়ে গুলি চালিয়ে দেয়। সেই গুলি লাগে বিজেপির আরেক কর্মী জয় চাঁদ মালিকের বুকের বাঁ দিকে। তাকেও চুঁচুড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় রাত ১১.৩০ নাগাদ। অভিযুক্ত ওই পুলিশকর্মীকে গ্রামবাসীরা ধরে তার বন্দুক কেড়ে তাকে একটি ঘরে বন্ধ করে আটকে রাখে এবং পরে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

ঘটনার খবর পেয়ে বিজেপির ওবিসি মোর্চার জেলার সাধারণ সম্পাদক সুরেশ সাউয়ের নেতৃত্বে হাসপাতালে পৌছায় বিজেপি নেতা কর্মীরা। বৃহস্পতিবার সকালে গুড়াপের ২৩ নম্বর রোড অবরোধ করে রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখায়। প্রায় ঘন্টা খানেক এই ভাবে অবরোধ চলার পর, পুলিশ এসে অবরোধ তুলতে যায়।এরপরই রণক্ষেত্রর আকার নেয় এলাকায়। পুলিশকে লক্ষ্য করে শুরু হয় ইঁট বৃষ্টি। বিক্ষোভ সামাল দিতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে। এদিকে ইঁটের আঘাতে জখম হয় এক পুলিশ কর্মী। তাকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।

তবে এই মুহূর্তে বিক্ষোভ দমানো গেলেও এলাকা থমথমে রয়েছে। ঘটনাস্থল ও পুরো এলাকা পুলিশি টহলদারী চলছে।রাফ নামানো হয়েছে।সব এলাকার দোকানপাট কারখানা বন্ধ করে দেয় বিজেপি নেতা কর্মীরা।

বিস্তীর্ণ এলাকা

পাচের পাতার পর

কমলেও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে নিত্য যাত্রীদের। বাসকিউল ব্রিজ মেরামতের কাজ এখনও চলছে। তারাতলা, বেস ব্রিজ, খিদিরপুর, মেটিয়াব্রুজ, ডায়মন্ডহারবার রোড, হেস্টিংস অঞ্চলে তীব্র যানজট রয়েছে এখনও।

জেএমবি জঙ্গিরা

পাচের পাতার পর

উদ্দেশ্য জেএমবির। এই সংগঠনকে প্রত্যক্ষ ভাবে মদত দিচ্ছে আইএস। ধৃতদের জেরা করে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স জানতে পেরেছে, ধৃতদের মধ্যে মহম্মদ জিয়াউর রহমান ওরফে মহসিন, মামুনুর রশিদ, মহম্মদ শাহিন আলম ওরফে আল আমিন মাঝেমধ্যেই আসত কলকাতায়। তারা হকারের ছদ্মবেশে উলুবেড়িয়া থাকত। কলকাতার নাখোদা মসজিদ চত্বরে ও ক্যানিং স্ট্রিট এলাকায় বেশ কয়েকটি খেলনার দোকান থেকে খেলনা নিয়ে গিয়ে ফেরি করত। অবশ্য জিয়াউর বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে যাতায়াত বেশি করত। তার কাজ ছিল মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূমের যুবকদের 'দাওয়াত' দেওয়া। সেভাবেই রবিউলকে দলে টানতে সক্ষম হয়েছিল সে। পুলিশ জানতে পেরেছে, কয়েকদিন আগেই ওই তিনজন মুর্শিদাবাদ সীমান্ত দিয়ে ভারতে ঢোকে। তারপর কলকাতা হয়ে চলে যায় বাগনান।

তিরস্কৃত বিধায়ক

পাচের পাতার পর

বক্তৃতার শুরুতে ভিক্টর বলেন, আমি বলতে উঠলাম বলে আপনি চলে এলেন?'' সঙ্গে সঙ্গে অধ্যক্ষ তাঁকে বলেন, "লঘু কথা একদম বলবেন না। এটা বিধানসভা, মনে রাখবেন। পাড়ার ক্লাব নয়। তৃণমূলের কিছু বিধায়ক টেবিল চাপড়ে সমর্থন করেন অধ্যক্ষকে। ভিক্টর বলেন, এ রকম মন্তব্য তো অনেকে করেন। অধ্যক্ষ এ বার বলেন, "অপ্রয়োজনীয় কথা বলেন কেন? আপনাকে আজ বলতে দেওয়া হবে না। সোমবার অধিবেশনে বলবেন।" একটু থেমে অধ্যক্ষ বলেন, "আপনি ক্ষমা চান। তাহলে বলার অনুমতি পাবেন। আর আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি।"

এর পর ক্ষমা চেয়ে ভিক্টর বলার অনুমতি পান। তিনি বলেন, আপনাদের (তৃণমূল সরকার) বিরুদ্ধে মুসলমান তোষণের অভিযোগ ওঠে। আমি তো বলব আপনারা মুসলমানদের শোষণ করছেন। রাজ্যের সংখ্যালঘু অর্থ নিগমের কর্তা থাকাকালীন আপনাদের সাংসদ সুলতান আহমেদ নিয়ম করে দেন প্রাথমিক শিক্ষকের সন্তান বিদেশে উচ্চশিক্ষার ঋণ দেওয়া হবে না। এ রকম এক জন শিক্ষক মাসে মাত্র ১৭ হাজার টাকা বেতন পান। তিনি বিদেশে পড়ানোর অত টাকা কোথা পাবেন?

নরেন্দ্র মোদী

তিনের পাতার পর

আন্তর্জাতিক মঞ্চে যখন কোন দেশ ভারতের বন্ধু হিসেবে আলোচনা হয় তখন অবশ্যই জাপানের নাম আসে। পাশাপাশি দুই দেশের সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের কথাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী।

ঝর্ণাধারা চৌধুরী

তিনের পাতার পর

অনন্যা ২০০১, দুর্বার নেটওয়ার্ক পুরস্কার ২০০৩, কীর্তিমতি নারী পুরস্কার ২০১০, সাদা মনের মানুষ পদক ২০০৭ এবং বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিত হন।

দেশটির হাইকমিশনার

তিনের পাতার পর

বেনোয়ে প্রিফন্টেইন বলেন, কানাডায় বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সুযোগ রয়েছে। সেখানে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীও বাড়ছে। ২০১৮ সালে কানাডায় সাড়ে ছয় হাজারেরও বেশি বাংলাদেশি শিক্ষার্থী পড়তে গেছেন। এক প্রশ্নের উত্তরে কানাডার হাইকমিশনার বলেন, বাংলাদেশের সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কানাডার ভালো সম্পর্ক রয়েছে। সেটা সরকার বা বিরোধীদল উভয়েরই। অনুষ্ঠানে ডিক্যাব সভাপতি রাহীদ এজাজ ও সাধারণ সম্পাদক নূরুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন।

অলি আহমদ

তিনের পাতার পর

আন্দোলন করতে পারেনি। তিনি আরও বলেন, কারণ আমাদের মধ্যে অনেকে অবৈধ পন্থায় উপার্জিত টাকা/ধন সম্পদ রক্ষা করার জন্য সরকারের সঙ্গে সমঝোতা করে কাজ করছি।

জাতীয় মুক্তি মঞ্চ থেকে অলি আহমদ সরকারের উদ্দেশ্যে ১৭টি দাবি উপস্থাপন করেন। দাবিগুলো হচ্ছে- জাতীয় সংসদের পুনঃ নির্বাচন, খালেদা জিয়ার মুক্তি, দেশবিরোধী চুক্তি প্রকাশ, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান রক্ষা, জাতীয় বিশেষজ্ঞ কমিশন গঠন, শিক্ষিত যুবকদের নিয়োগে অগ্রাধিকার, গুম ও খুন বন্ধ, মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, হয়রানি বন্ধ, ভেজাল ও নকল ওষুধ বন্ধ, খাদ্যে ভেজালকারীদের মৃত্যুদণ্ড, কৃষকের ন্যায্যমূল্য, অর্থনৈতিক সমতা ও ন্যায়বিচার, জাল ভোট প্রদানকারী ও সাহায্যকারীদের শাস্তি দাবি, ডিজিটাল আইন বাতিল, দুর্নীতি দমন আইনে বৈষম্য দূরীকরণ এবং রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য সংবিধান অনুযায়ী সুযোগ সৃষ্টি।

এ ছাড়া এই দাবির মধ্যেই এলডিপি লিগ্যাল এইড কমিটি গঠনের ঘোষণা দেয়। যেখানে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের মামলা পরিচালনার সব দায়িত্ব তারা নেবে।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন, কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান সৈয়দ মুহাম্মদ ইব্রাহিম, এলডিপির মহাসচিব রেদোয়ান আহমেদ, যুগ্ম মহাসচিব শাহাদাত হোসেন সেলিম, জাগপার তাসমিয়া প্রধান, খেলাফত মজলিসের আহমদ আলি কাসেমী প্রমুখ।

পুলিশের লাঠিচার্জের প্রতিবাদ, শনিবার সারা বাংলা ''প্রতিবাদ দিবস''-এর ডাক সর্বস্বান্তদের

কলকাতা, ২৭ জুন (হি.স.): পুলিশি লাঠিচার্জ ও মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের ব্যবহারের প্রতিবাদে আগামী শনিবার সারা বাংলা 'প্রতিবাদ দিবস'-এর ডাক দিয়েছে ''অল বেঙ্গল চিট ফান্ড সাফারার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন'। বৃহস্পতিবারের সংগঠনের পক্ষ থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে। বুধবার এই সংগঠনের আহবানে কয়েক হাজার সর্বস্বান্ত আমানতকারী মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি দেওয়ার জন্য রানী রাসমণি রোডে সমাবেশ করেন। সংগঠনের দাবি, অন্তত কুড়ি হাজার মানুষ এই সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে বক্তব্য রাখেন সামাজিক ব্যক্তিত্ব মীরাতুন নাহার, মানবাধিকার আন্দোলনের নেতা সুজাত ভদ্র, লিগাল সার্ভিস সেন্টারের সম্পাদক হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী ভবেশ গাঙ্গুলী, অধ্যাপক আন্দোলনের নেতা গৌরাঙ্গ দেবনাথ, সমাজকর্মী মইদুল ইসলাম প্রমুখ।সমাবেশ থেকে সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি যে মা দিতে যান। কিন্তু, মুখ্যমন্ত্রীর দফতর প্রতিনিধিদের কাছ থেকে স্মারকলিপি নেয়নি বলে অভিযোগ। ঘটনার প্রতিবাদে কয়েক হাজার মানুষ বুধবার ধর্মতলায় বিভিন্ন পয়েন্টে অবরোধ করেন। বেশ কিছুক্ষণ অবরোধের পর বিশাল পুলিশবাহিনী আমানতকারীদের ধাক্কা দিয়ে লাঠি চালিয়ে সরিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। এর প্রতিবাদে আগামী ২৯ জুন সংগঠনের তরফে গোটা রাজ্যে প্রতিবাদ দিবস এর ডাক দেওয়া হয়েছে।

বাজেটে

● প্রথম পাতার পর

রতন লাল নাথ।

তাঁর দাবি, বাজেটে সব সময়েই উর্দ্ধমুখী প্রবণতা থাকা উচিত। শুধু ভারতে নয়, গোটা বিশ্বে বাজেটে উর্দ্ধমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু, পুর নিগম ২০১৯-২০ অর্থবর্ষের বাজেট সংকোচিত করেছে। তিনি দৃঢ়তার সাথে জানান, তাদের উদ্দেশ্য কখনওই সফল হবে না।

বিলোনিয়া

● প্রথম পাতার পর

খবর, হোজাই এবং সাব্রুম রেল লাইনের সুরক্ষা পর্যবেক্ষণে নিরাপত্তা কমিশনারের সাথে থাকবেন পূর্বোত্তর সার্কলের সহকারী নিরাপত্তা কমিশনার, দক্ষিণ-পূর্ব সার্কলের ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার সহকারী নিরাপত্তা কমিশনার । এছাড়া, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার একাধিক আধিকারিক সুরক্ষা পর্যবেক্ষণে রেলওয়ে নিরাপত্তা কমিশনারের সঙ্গে থাকবেন ।

প্রসঙ্গত, লামডিং-হোজাই লাইনে রেল পরিষেবা চালু রয়েছে । তবে, ওই লাইনে ডাবল লাইনের কাজ সমাপ্ত হয়েছে । ডাবল লাইনের সুরক্ষা পর্যবেক্ষণ করা হবে আগামী ২ জুলাই । সূত্রের খবর, ১ জুলাই ত্রিপুরার সাব্রুম লাইনে সুরক্ষা পর্যবেক্ষণ সমাপ্ত করে ২ জুলাই হোজাই লাইনের সুরক্ষা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখবেন রেলওয়ে নিরাপত্তা কমিশনার ।

চালক

● প্রথম পাতার পর

আইচকে।

এদিকে এই সফল অভিযানের খবর পেয়ে আজ সকালে চোরাইবাড়ি এসে উপস্থিত হন পাথারকান্দি থানার ওসি সীমান্ত বরা, বাজারিছড়া থানার ওসি বিএন মালসেম থিক এবং এসআই মানবজ্যোতি মালাকার। তাঁরা গোটা ঘটনার বিশ্লেষণ করেন।

ধৃত বাস চালকের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে চোরাইবাড়ি (অসম) ওয়াচপোস্টের ইনচার্জ মিণ্টু শীল জানান, বাসটিতে গুয়াহাটির লখড়া থেকে সামগ্রীগুলো তোলা হয়েছিল। প্রতিটি প্যাকেটগুলির গায়ে এসকে এন্টারপ্রাইজেস নামের কোনও প্রতিষ্ঠানের নাম লেখা ছিল। প্যাকেটগুলোতে পানীয় জলের বোতল রয়েছে বলে পরিবহণ বিভাগের কাগজপত্রও ছিল। পুলিশ অফিসার বলেন, তাঁদের ধারণা, এ-ধরনের নেশাদ্রব্য পাচারে সঙ্গে বাসের চালক আমিনাক্ষ সরাসরি জড়িত। তাই তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আগামীকাল শুক্রবার বাজেয়াপ্তকৃত সামগ্রী-সহ ধৃতকে করিমগঞ্জে সিজেএম আদালতে পেশ করা হবে, জানান চোরাইবাড়ি পুলিশ ওয়াচপোস্টের ইনচার্জ মিণ্টু শীল।

বিজেপির

● প্রথম পাতার পর

বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে মহিলাদের। মোট আসনের ৬০ শতাংশ আসনে মহিলা প্রার্থী বাছাই করা হয়েছে। তাছাড়া, প্রার্থী তালিকায় সার্বিকভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যুব সম্প্রদায়, শিক্ষিত, সমাজকর্মী, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, কৃষক, শ্রমিক, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, আইনজীবীদের। তাঁর দাবি, সমাজের সকল অংশের মানুষের সমন্বয়ে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বিজেপি। তাই, প্রার্থী তালিকায় এর প্রতিফলন লক্ষ্য করা যাবে।

এদিকে, ত্রিপুরায় নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি হয়নি এখনও, বিরোধীদের এই দাবি পত্রপাঠ খারিজ করে দেন রতনলাল নাথ। তিনি কটাক্ষের সুরে বলেন, আইন-শৃঙ্খলার অজুহাত দেখিয়ে বিরোধীরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে যাওয়ার কৌশল নিয়েছে। তাই, কোনও দল প্রার্থী দিতে না পারলে তার দায় বিজেপি নেবে না। তাঁর সাফ কথা, ত্রিপুরার সমগ্র ভোটারদের কাছে আহ্বান জানিয়েছি, নিজ নিজ ভোটাধিকার নির্ভয়ে প্রয়োগ করুন। তবে, বিরোধীদের প্রতি জনগণের আস্থা নেই, তাই আইন-শৃঙ্খলার অজুহাত তুলে ধরে সম্মান রক্ষা করতে চাইছেন বিরোধীরা, তোপ দাগেন রতনলাল নাথ।

সাফল্য

● প্রথম পাতার পর

দিবসের কাজ করা হয়েছিল, সেখানে চলতি অর্থ বৎসরে প্রথম চার মাসে ৩ লক্ষ ৬৭ হাজার শ্রম দিবসের কাজ করা হয়েছে।

ধলাই জেলায় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ২০১৭-১৮ অর্থ বৎসরে এই জেলায় মাত্র ৫ লক্ষ ৪২ হাজার শ্রম দিবসের কাজ করা হয়েছিল, সেখানে চলতি অর্থ বৎসরে প্রথম চার মাসে ১২ লক্ষ ৪ হাজার শ্রম দিবসের কাজ করা হয়েছে। এই জেলায় শ্রমদিবস বৃদ্ধির হার ২০১৭-১৮ অর্থ বৎসরের তুলনায় ২২৮.৭৮ শতাংশ।

গোমতী জেলায় ২০১৭-১৮ অর্থ বৎসরে এই জেলায় মাত্র ৩ লক্ষ ৯৪ হাজার শ্রম দিবসের কাজ করা হয়েছিল, সেখানে চলতি অর্থ বছরে প্রথম চার মাসে ১১ লক্ষ ১৬ হাজার শ্রম দিবসের কাজ করা হয়েছে। এই জেলায় শ্রমদিবস বৃদ্ধির হার ২০১৭-১৮ অর্থ বৎসরের তুলনায় ২৮৩.২৫ শতাংশ।

খোয়াই জেলায় ২০১৭-১৮ অর্থ বৎসরে এই জেলায় মাত্র ১ লক্ষ ৯৩ হাজার শ্রম দিবসের কাজ করা হয়েছিল, সেখানে চলতি অর্থ বৎসরে প্রথম চার মাসে ৬ লক্ষ শ্রম দিবসের কাজ করা হয়েছে। এই জেলায় শ্রমদিবস বৃদ্ধির হার ২০১৭-১৮ অর্থ বৎসরের তুলনায় ৩১০.৮৮ শতাংশ।

উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ২০১৭-১৮ অর্থ বৎসরে এই জেলায় মাত্র ১ লক্ষ ৮২ হাজার শ্রম দিবসের কাজ করা হয়েছে, সেখানে চলতি অর্থ বৎসরে প্রথম চার মাসে ৫ লক্ষ ২৯ হাজার শ্রম দিবসের কাজ করা হয়েছে। এই জেলায় শ্রমদিবস বৃদ্ধির হার ২০১৭-১৮ অর্থ বৎসরের তুলনায় ২৯০.৬৬ শতাংশ।

সিপাহীজলা জেলায় ২০১৭-১৮ অর্থ বৎসরের এ জেলায় মাত্র ২ লক্ষ ৬০ হাজার শ্রম দিবসের কাজ করা হয়েছিল, সেখানে চলতি অর্থ বৎসরে প্রথম চার মাসে ৪ লক্ষ ৫৫ হাজার শ্রম দিবসের কাজ করা হয়েছে। এই জেলায় শ্রমদিবস বৃদ্ধির হার ২০১৭-১৮ অর্থ বৎশরের তুলনায় ১৭৫ শতাংশ।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ২০১৭-১৮ অর্থ বৎসরে এই জেলায় মাত্র ৭ লক্ষ ৬২ হাজার শ্রম দিবসের কাজ করা হয়েছিল, সেখানে চলতি অর্থ বৎসরে প্রথম চার মাসে ৮ লক্ষ ৯৮ হাজার শ্রম দিবসের কাজ করা হয়েছে। এই জেলায় শ্রমদিবস বৃদ্ধির হার ২০১৭-১০ অর্থ বৎসরের তুলনায় ১১৯.৪১ শতাংশ।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় অন্যান্য জেলার তুলনায় রেগার কাজ একটু ধীর গতিতে চলছে।

গুয়াহাটি বোমা-কাণ্ড : তদন্তের আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব নিচ্ছে এনআইএ

গুয়াহাটি, ২৭ জুন (হি.স.) : চলতি বছরের ১৫ মে রাতে মহানগরের জু—রোডে 'গুয়াহাটি সেন্ট্রাল' (মল)-এর সামনে সংগঠিত গ্রেনেড বিস্ফোরণ মামলার তদন্ত করবে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগ্যাশন এজেন্সি (নিয়া বা এনআইএ)। ইতিমধ্যে ঘটনা সম্পর্কে দুটি মামলা নথিভুক্ত করলেও শীঘ্রই আনুষ্ঠানিকভাবে তদন্তকার্য শুরু করা হবে, জানিয়েছে বিশেষ এক সূত্র।

প্রসঙ্গত আরজি বরুয়া রোডে চিড়িয়াখানার অদূরে গুয়াহাটি সেন্ট্রাল (মল)-এর সামনে সংগঠিত গ্রেনেড বিস্ফোরণে সেদিন আধাসেনা এসএসবি-র দুই জওয়ান-সহ আহত হয়েছিলেন ১২ জন।

বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে সাতগাঁও থানায় ১৪৭/২০১৯ এবং গীতানগর থানায় ২১০/২০১৯ নম্বরে রুজু দুই মামলার ভিত্তিতে ঘটনার দায়ে ইতিমধ্যে আটজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তারা আলফা নেতা প্রাণময় রাজগুরু, অসমিয়া চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অভিনেত্রী জাহ্নবী শইকিয়া, আলফা ক্যাডার বিজয় অসম, প্রাক্তন আলফা তথা বোমা এক্সপার্ট অমিতবল্লভ গোস্বামী, চিন্ময় লহকর, ইন্দ্রমোহন বরা, ছাত্রনেতা সঞ্জীব তালুকদার এবং ডিব্রুগড়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রকাশ রাজকোঁওর।

তদন্তের ভিত্তিতে পুলিশের বক্তব্য, চলতি বছরের ১৫ মে সংঘটিত বোমা বিস্ফোরণ-কাণ্ডের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে ধৃত চিন্ময় এবং জাহ্নবী বিস্ফোরণের ছক কষেছিল পাঞ্জাবাড়ির ভাড়া বাড়িতে। ছক অনুযায়ী জাহ্নবী তার ভাড়ায় নেওয়া স্কুটি নিয়ে জু-রোডে ঘটনাস্থল থেকে সামান্য দূরে অর্থাৎ জোনালির একটি এসবিআই এটিএম-এর সামনে যায়। সেখানে জাহ্নবীকে স্কুটি থেকে নামিয়ে চিন্ময় স্কুটিতে তুলে নিয়েছিল বিজয় অসমকে। এর পর দুজন গুয়াহাটি সেন্ট্রালের সামনে আসে। গুয়াহাটি সেন্ট্রালের সামনে বিজয় অসমকে নামিয়ে কিছু দূরে স্কুটি নিয়ে ছিল চিন্ময়। গ্রেনেড ছুঁড়ে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে বিজয় অসম পালিয়ে নার্সারিতে গিয়ে পৌঁছে। সেখানে থেকে ফেরার হয়ে যায় সে। পরবর্তীতে ২১ মে উজান অসমের তিনসুকিয়া জেলার ডুমডুমা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল বিজয় অসমকে।

এদিকে বোমা-কাণ্ডের পরের দিনই গুয়াহাটি মহানগর পুলিশ অতি তৎপরতার সঙ্গে পাঞ্জাবাড়িতে তার ভাড়া বাড়ি থেকে গ্রেফতার করেছিল জনপ্রিয় অসমিয়া টেলিভিশন অভিনেত্রী তথা চিকিৎসক-পত্নী শিবসাগরের আমোলাপট্টির বাসিন্দা জাহ্নবী শইকিয়াকে। সেদিনই তার ঘর থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল আলোচনাপন্থী আলফা নেতা প্রাণময় রাজগুরুকে। জাহ্নবীর ভাড়া ঘর থেকে ওইদিন একটি ৯ এমএম পিস্তল, ৩৫ রাউন্ড সক্রিয় গুলি, এক্সপোজার তিন ব্যাগ, ৭০ কিলোগ্রাম গ্রেনেড তৈরির বিস্ফোরক সামগ্রী, পরেশ বরুয়ার আলফা (স্বাধীন)-এর পতাকা, আলফাকে লেখা চিঠি, এএস ০১ বিকিউ ৪৪২০ নম্বরের একটি স্কুটি (ভাড়ায় নেওয়া)-সহ আরও বহু আপত্তিকর নথি-সামগ্রী। ওই স্কুটিই ১৫ রাতে সংগঠিত গ্রেনেড হামলায় ব্যবহার করা হয়েছিল। পুলিশ বলছে, বোমা হামলার মাস্টার মাইন্ড এই জাহ্নবী ও প্রাণময়।

এসএইচও আরশাদ খানের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাত

শ্রীনগর, ২৭ জুন (হি.স.): দু'দিনের সফরে বুধবারই জম্মু ও কাশ্মীরের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী শ্রীনগরে এসেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহঊ দু'দিনের সফরের দ্বিতীয় দিন, বৃহস্পতিবার সকালে জঙ্গি হামলায় নিহত অনন্তনাগ-এর স্টেশন হাউস অফিসার (এসএইচও) আরশাদ খানের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাতকরলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহঊ প্রসঙ্গত, গত ১২ জুন সন্ত্রাসী হামলায় প্রাণ হারিয়েছিলেন এসএইচও আরশাদ খানঊ

শ্রীনগরের করণ নগর এলাকায় অবস্থিত শহিদ এসএইচও আরশাদ খানের বাড়িঊ এদিন সকালে কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে আরশাদ খানের বাড়িতে যান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহঊ আরশাদ খানের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে দুঃখপ্রকাশ করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীঊ বেশ কিছু সময় আরশাদ খানের বাড়িতেও কাটিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীঊ উল্লেখ্য, গত ১২ জুন দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার কে পি রোডে সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে গুরুতর জখম হয়েছিলেন আরশাদ খানঊ পরে দিল্লির এইমস-এ মৃত্যু হয় তাঁরঊ ওই দিনের সন্ত্রাসী হামলায় পাঁচজন সিআরপিএফ জওয়ান প্রাণ হারিয়েছিলেন, এছাড়াও একজন সন্ত্রাসবাদীও খতম হয়েছিলঊ

কাশ্মীর উপত্যকার সাম্প্রতিক পরিস্থিতির নিরিখে অমিত শাহের দু'দিনের এই সফর যথেষ্ট তাতপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহলঊ ইতিমধ্যেই জম্মু ও কাশ্মীরের নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যপাল সত্যপাল মালিকের সঙ্গে বৈঠক করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহঊ সবথেকে তাতপর্যপূর্ণ হল এই যে, বিগত তিন দশকে এই প্রথম ভূস্বর্গের নয়া রূপ দেখল গোটা দেশঊ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসেছেন জম্মু ও কাশ্মীর সফরে, অথচ কোনও বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন বনধ ডাকেনি

রাজ্যে বিমান

● প্রথম পাতার পর

সাংসদ ভৌমিক অধ্যক্ষের মাধ্যমে দেশের অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী হারদীপসিং পুরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, আগরতলা থেকে দিল্লির জন্য এক জোড়া সরাসরি বিমান পরিষেবা দ্রুত শুরু করা হলে ত্রিপুরার মানুষ দারুণভাবে উপকৃত হবেন। একই সাথে আগরতলা ও কলকাতার মধ্যে বিমানেব সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা খুবই প্রয়োজন, মন্ত্রীর কাছে দাবি করেন তিনি।

এদিকে, লোকসভা অধিবেশন শেষে ত্রিপুরার সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী হারদীপসিং পুরীর সাথে দেখা করে পরিষেবা উন্নয়নে লিখিতভাবেও প্রস্তাব দেন। সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ত্রিপুরায় বিমান পরিষেবায় উন্নয়নে দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

যাবজ্জীবন

● প্রথম পাতার পর

ধারায় চার্জশিট জমা দেন। এরপর আদালতে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

ভানুপদ চক্রবর্তীর কথায়, সমস্ত সাক্ষ্যবাক্য গ্রহণ করে এবং প্রমাণের ভিত্তিতে আজ উত্তর ত্রিপুরা জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক গৌতম সরকার স্ত্রী হত্যার দায়ে পরিতোষ নাথকে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা দেন। তিনি ভারতীয় দন্ডবিধি ৪৯৮(এ) ধারায় আসামী পরিতোষ নাথকে ৩ বছরের সশ্রম কারাদন্ড এবং ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। অনাদায়ে ছয় মাসের অতিরিক্ত কারাবাসের সাজা দেন। এছাড়া ভারতীয় দন্ডবিধি ৩০২ ধারায় তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে আদালত। অনাদায়ে অতিরিক্ত ছয় মাসের সাজা দিয়েছেন উত্তর ত্রিপুরা জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক গৌতম সরকার।

আহত দশ

● প্রথম পাতার পর

এলাকায়। এইদিন যাত্রীবাহী অটোটি ৭ জন যাত্রী নিয়ে খোয়াইর উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলো। কিন্তু চালকের অসাবধানতার কারনে অটোটি দ্বারিকাপুর বুলেট ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় নিয়ন্ত্রন হারিয়ে উল্টে যায়। এবং রাস্তার পাশে খাদে গিয়ে পরে। এতে অটোতে থাকা সকল যাত্রী আহত হয়। ঘটনার সাথে সাথে দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে আহতদের উদ্ধার করে কল্যাণপুর হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে কল্যাণপুর হাসপাতালে আহতদের চিকিৎসা চলছে। দুর্ঘটনার পরই দুর্ঘটনাগ্রস্ত যাত্রীবাহী অটোর চালক পালিয়ে যায়।

এদিকে, দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তিরবাজার মহকুমার জোলাইবাড়ীর সাঁচীরাম বাড়ী বাজার সংলগ্ন এলাকায় রাত আনুমানিক নয়টা নাগাদ টিআর-০৮-এ-৮৭৫৩ নম্বরের একটি পালসার বাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জাতীয় সড়কের উপর ছিটকে পড়ে যায়। তাতে বাইকের চালক ও আরোহী দুজন গুরুতর আহত হয়েছে। তারা হল সজল ত্রিপুরা এবং মুকেশ ত্রিপুরা। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সজল ত্রিপুরার অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় তাকে উদয়পুরস্থিত গোমতী জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

জো রুট ভারতকে দিলেন হুমকি সেমিফাইনালে পৌঁছেবে ইংল্যাণ্ড

বিশ্বকাপ ২০১৯ ইংল্যাণ্ড আর ওয়েলসে খেলা হচ্ছে। এই টুর্নামেন্টে এখনো পর্যন্ত অর্ধেকের বেশ ম্যাচ খেলা হয়েছে। ৪৫দিনের এই টুর্নামেন্টের ফাইনাল লর্ডসের মাঠে ১৪ জুলাই খেলা হবে। ঘরের দল ইংল্যান্ডকে এবার খেতাব জয়ের দাবীদার মানা হচ্ছে। কিন্তু তাদের বর্তমান প্রদর্শনের পরে এর উপরও সংশয় প্রকাশ করা হচ্ছে যে তারা সেমিফাইনাল খেলবে কি না। এই কারণে এখন ইংল্যাণ্ডের ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচে জয় হাসিল করা আবশ্যক হয়ে গিয়েছে। ইংল্যান্ডের অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রদর্শন জেসন রয়ের চোট লাগার পর জেমস উইংসকে তার জায়গায় নেওয়া হয়েছে কিন্তু রয়ের ভরপাই সঠিকভাবে হয়নি।জেমস উইংসের কোনো ম্যাচেই দুর্দান্ত প্রদর্শন দেখা যায়নি। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিনি ২ বলে ০ রান করেন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে রুটও ৮ রানের বেশি করতে পারেননি। অধিনায়ক মর্গ্যানও ৪ রান করে ফিরে যান। ইংল্যাণ্ড পুরো দলে সবচেয়ে বেশি ৮৯ রান করতে পারেন বেন স্টোকস। ইংল্যাণ্ডের বোলিংও ওই ম্যাচে বিশেষ ভাল হয়নি। ক্রিস ওকস সবচেয়ে বেশি ২ উইকেট নেন, এছাড়াও জোফ্রা আর্চারসহ অন্য বোলাররা মাত্র একটি করে উইকেট পান। অন্যদিকে ফিঞ্চ সেঞ্চুরি করেন কিন্তু পরের বলেই তিনি আউট হয়ে যান।

জো রুটের ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ জেতার আশা জো রূতের আশা রয়েছে যে রবিবার ভারত আর ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে হতে চলা ম্যাচে ইংল্যান্ডের দল বেশ রান করে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে পৌঁছবে আর নিজেদের ঘরের মাঠে ভারতীয় দলকে হারিয়ে দেবে। মঙ্গলবার অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারার পর ইংল্যাণ্ড এই টুর্নামেন্টে মোট তিনটি ম্যাচ হারল আর সেই সঙ্গে তাদের সেমিফাইনালে খেলার স্বপ্নও ধুলিস্যাত হতে দেখা যাচ্ছে। এই অবস্থায় ইংল্যাণ্ডকে তাদের আগামি দুটি ম্যাচে লাগাতার জয় হাসিল করতে হবে। ইংল্যাণ্ডকে এই দুটি দলের বিরুদ্ধে একই রণনীতির সঙ্গে মাঠে নামতে হবে। ম্যাঞ্চেস্টারের মাঠে ভারতীয় দলের সমর্থকরা ভারি মাত্রায় থাকবেন, এই অবস্থায় ইংল্যাণ্ডের উপর চাপ কম থাকবে। জো রুট বলেছেন যে, 'আমার মনে হয় যে আমাদের এই ব্যাপারে ভীষণই শান্ত থাকতে হবে যে আমরা পরের দুটি ম্যাচে কিভাবে পৌঁছব, আমাদের ধারণা যে আমরা এখনো সেমিফাইনালের জন্য কোয়ালিফাই করতে সক্ষম আর যখন এমনটা হয় তো এটা বাস্তবে গুরুত্ব রাখে না যে আপনি সেখানে কিভাবে পৌঁছলেন'। ভারত আর ইংল্যাণ্ডের ম্যাচ হবে ইন্টারেস্টিং ভারত আর ইংল্যাণ্ডের মধ্যে হতে চলা এই ম্যাচ যথেষ্ট ইন্টারেস্টিং হবে কারণ এই ম্যাচে ভারতীয় দল নিজেদের নতুন জার্সি পরে মাঠে নামবে। অন্যদিকে ভারতীয় ক্রিকেট দল পয়েন্ট তালিকায় এখন তৃতীয় স্থানে রয়েছে আর ইংল্যাণ্ড এই টুর্নামেন্টে ৩টি ম্যাচ হারার পর চতুর্থ স্থানে রয়েছে। বিশ্বকাপে গড়াপেটা, ভারত ছেড়ে দেবে ম্যাচ! চাঞ্চল্যকর অভিযোগ প্রাক্তন পাক ক্রিকেটারের আইসিসি বিশ্বকাপ ২০১৯-এ নাকি ম্যাচ গড়াপেটা হচ্ছে। পাকিস্তানের সেমিফাইনালে ওঠা আটকাতে ভারত নাকি ইচ্ছে করে ছেড়ে দেবে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা - অর্থাত বিশ্বকাপ গ্রুপ পর্বের শেষ দুই ম্যাচ। এক পাক টিভি চ্যানেলে বসে এমনই আজগুবি অভিযোগ করলেন প্রাক্তন পাক ক্রিকেটার বসিত আলি। ভারত-পাক দুই দেশের সম্পর্ক অন্য মাত্রা দেয় এই দুই দেশের মধ্যের ক্রিকেট ম্যাচকে। প্রাক্তন ক্রিকেটার থেকে দুই দেশের রাজনৈতিক নেতা, সাধারণ ক্রিকেট প্রেমী জনতা সবারই নজর থাকে সেই ম্যাচের দিকে। চলতি বিশ্বকাপে সেই ম্যাচ হয়ে গিয়েছে ১০ দিন আগে। কিন্তু তার পরেও ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেটিয় সম্পর্ক কে ঘিরে বাজার গরম করার চেষ্টায় বিরতি নেই।১৯৯৩ থেকে ১৯৯৬ মাত্র ৩ বছর পাকিস্তান জাতীয় দলের হয়ে খেলেছিলেন এই বসিত আলি। জাতীয় দলের জার্সিতে খেলেছেন সাকুল্যে ১৯টি টেস্ট ও ৫০টি একদিনের ম্যাচ। ফলে তাঁকে পাকিস্তানের ক্রিকেট জনতাই কতটা মনে রেখেছে তাই গবেষণার বিষয়। এই অবস্থায় তাঁর এই উদ্ভট অভিযোগ শুধুই সস্তা জনপ্রিয়তা কুড়ানোর চেষ্টা। নিজেকে প্রাসঙ্গিক করে তোলার লক্ষ্যেই এই সব বাজার গরম করা ফাঁকা আওয়াজ দিচ্ছেন তিনি। এর আগে পাকিস্তান ও অন্যান্য দেশের ক্রিকেট সমর্থকদের একাংশ দাবি করেছিলেন ভারত নাকি ইংল্যান্ডে নিজেদের পছন্দের নকশা মতো পিচ বানিয়ে মাচের পর ম্যাচ জিতে চলেছে। সেই দাবি অবশ্য একেবারে নিজের খেলার দিনে যেভাবে প্রতিপক্ষের বেল উড়িয়ে দিতেন, সেইভাবেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন আরেক প্রাক্তন পাক ক্রিকেটার শোয়েব আখতার। তিনি সরাসরি বলেছিলেন এইসব পাগলের প্রলাপ ছাড়া কিছুই না।

শামির ফিটনেসে মুগ্ধ মহারাজ!

ওজন কমিয়ে বল হাতে এখন আগুন ঝরাচ্ছেন তিনি।পাকিস্তান ম্যাচে ভুবনেশ্বর কুমার হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পাওয়ায় বিশ্বকাপে ভারতীয় দলে প্রথম একাদশে সুযোগ পেয়েছিলেন মহম্মদ শামি। আফগানদের বিরুদ্ধে নিজেকে প্রমাণ করে গেলেন তিনি। শেষ ওভারে হ্যাটট্রিক করে শামি দলকে জেতান। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ৯.৫ ওভার বল করে ৪০ রান দিয়ে চার উইকেট নেন মহম্মদ শামি।ফিটনেস মন্ত্রেই নিজেকে বদলে ফেলেছেন মহম্মদ শামি। গত এক বছর বোধহয় জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময় কাটিয়েছেন তারকা পেসার। একদিকে স্ত্রী হাসিন জাহানের বিরুদ্ধে আদালতে টানাপোড়েন। অন্যদিকে ভারতীয় দলে প্রথম একাদশে জায়গা করে নেওয়ার লড়াই। শামি বুঝেছিলেন একদিনের ক্রিকেটে দাপটের সঙ্গে খেলতে হলে ফিটনেসের চূড়ান্ত জায়গায় পৌঁছতে হবে। তাই ছেড়ে দিয়েছিলেন মিষ্টি আর পাউরুটি খাওয়া। পাঁচ-ছয় কিলো ওজন কমিয়ে বল হাতে এখন আগুন ঝরাচ্ছেন তিনি। শামির ফিটনেসে মুগ্ধ স্বয়ং মহারাজও। তিনি বলেন, ' ও এখন আগের চেয়ে অনেক ফিট। মাঠে কীভাবে দৌড়াচ্ছে সেটা দেখলেই বোঝা যায় যে ফিটনেসে কতটা উন্নতি করেছে। বিশ্বকাপের প্রথম ২-৩টে ম্যাচে খেলেনি কারণ ভুবি ভালো পারফরম্যান্স করছিল। কিন্তু সুযোগ পেয়েই দারুন বল করেছে। ও সবসময়ই অন্যদের থেকে আলাদা।'ভুবি চোট পাওয়ায় সুযোগ পেয়েই তা কাজে লাগিয়েছেন শামি। তাই ভুবি ফিট হয়ে গেলে প্রথম একাদশ বাছা কঠিন হয়ে যাবে শাস্ত্রী-কোহলি জুটির কাছে। এপ্রসঙ্গে সৌরভ গাঙ্গুলি বলেন, ' যে পারফর্ম করবে সে দলে থাকবে। সবাই ভালো ফর্মে থাকাটা তো জরুরি। তাই অ্যাডভান্টেজ ভারতেরই। তবে ভুবির হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট। কবে সারবে কেউ জানে না। বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায় না ওই ভাবে।'

শচীন-রাহুলকে পিছনে ফেলে নয়া রেকর্ড কোহলির

লন্ডন: আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দ্রুততম ২০ হাজার রানের মাইলফলক টপকে গেলেন ভারতের অধিয়ানক বিরাট কোহলি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে নয়া রেকর্ড গড়লেন তিনি। এর আগে শচীন তেন্ডুলকর থেকে রাহুল দ্রাবিড় আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২০ হাজার রান করতে পেরেছিলেন। তবে তাঁরা কোহলির থেকে বেশি ম্যাচ খেলে ২০ হাজার রানের মাইল ফলক টপকে যান।নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে ম্যাচ ভেস্তে যাওয়ায় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জ্বলে উঠে লিটিল মাস্টারকে পিছনে ফেলে রেকর্ড গড়েন ভারতীয় অধিনায়ক। ভারত-পাক ম্যাচে একদিনের ক্রিকেটে ১১ হাজার রানের গণ্ডি পার করলেন বিরাট কোহলি।পিছনে ফেল দিলেন সচিকে। এখনও পর্যন্ত বিশ্ব ক্রিকেটে মাত্র ৮ জন ব্যাটসম্যান ১১ হাজার রান করতে পেরেছেন। ৮ জনের তালিকায় এতদিন ছিলেন সচিন তেন্ডুলকার ও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সৌরভের রান ১১৩৬৩। এবার ১১ হাজারের তালিকায় নিজের নাম তুললেন বিরাট।

নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে সেমিফাইনালের পথে একধাপ এগিয়ে গেল পাকিস্তান

বার্মিংহ্যাম, ৩ জুন (হি.স.) : বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে সেমিফাইনালের পথে বড়সড় লাফ দিল পাকিস্তান। এজবাস্টনে কিউয়িদের ৬ উইকেটে পরাজিত করল পাক বাহিনী। ইংল্যান্ডকে হারানোর পর ভারতের কাছে পরাজয় যদি সরফরাজদের আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরিয়ে থাকে, তবে পরে দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে নিজেদের শেষ চারের দাবি জোরালো করে তুলল পাকিস্তান।

এজবাস্টনে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করে নিউজিল্যান্ড নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ২৩৭ রান তোলে। কলিন ডি গ্র্যান্ডহোমকে সঙ্গে নিয়ে কিউয়িদের লড়াইয়ের রদস এনে দেন জিমি নিশাম। টিনএজার শাহীন শাহ আফ্রিদি একার হাতে কিউয়ি ব্যাটিং লাইনআপে ধস নামান। পালটা ব্যাট করতে নেমে ৪৯.১ ওভারে ৪ উইকেটের বিনিময়ে ২৪১ রান তুলে ম্যাচ জিতে যায় পাকিস্তান। দুরন্ত শতরান করেন বাবর আজম। তাঁকে যোগ্য সঙ্গত করেন গত ম্যাচের নায়ক হ্যারিস সোহেল। বিশ্বকাপে নিজের প্রথম তথা একদিনের কেরিয়ারের ১০ নম্বর সেঞ্চুরি করে অপরাজিত থাকেন বাবর। ১২৭ বলে অপরাজিত ১০১ রানের ম্যাচ জেতানো ইনিংসের সুবাদে ম্যাচের সেরা হন বাবর। এই জয়ের ফলে ৭ ম্যাচে পাকিস্তানের পয়েন্ট দাঁড়ায় ৭। শেষ দু'টি ম্যাচে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানকে হারাতে পারলে ১১ পয়েন্ট নিয়ে সেমিফাইনালের টিকিট পকেটে পুরতে পারে তারা। তবে সেক্ষেত্রে ইংল্যান্ডকে হারতে হবে বাকি দু'টি ম্যাচের যে কোনও একটিতে। অথবা নিউজিল্যান্ড ও ভারতকে তাদের বাকি সব ক'টি ম্যাচেই পরাজিত হতে হবে।

পাকিস্তানের জয় নিয়ে টুইট! ফের কটাক্ষের শিকার সানিয়া

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের পর যেচে টুইট করেননি। তবু নেটদুনিয়ায় রসিকতার শিকার হয়েছিলেন সানিয়া মির্জা। আর এবার নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের জয় নিয়ে প্রশংসা টুইট করেও "ট্রোলড" হলেন। বুধবার এজবাস্টনে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দারুণ জয়ে আবার বিশ্বকাপ জয়ের সরণিতে ফেরে পাকিস্তান। সেই নিয়ে সানিয়া টুইট করে লিখলেন, "কী অসাধারণ উচ্চতায় একটা খেলা পৌঁছে যেতে পারে।"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পাল্টা টুইট হজম করতে হল, "ম্যাম, শোয়েব মালিককে ধন্যবাদ দিন, না খেলার জন্য।" বুধবারের ম্যাচে শোয়েব খেলেননি। তাঁর জায়গায় খেলে হ্যারিস সোহেল ৭৬ বলে ৬৮ রানের সুন্দর ইনিংস খেলেন। এই নিয়েই পরপর টুইট হজম করতে হল সানিয়াকে। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের আগে পাকিস্তান তারকাদের নিয়ে ডিনারে গিয়েছিলেনসানিয়া। সেই নিয়েও প্রচুর সমালোচনা হজম করতে হয়েছিল। যার প্রতিবাদ করেছিলেন শোয়েব আখতারের মতো তারকা। হ্যারিস সোহেল এবং বাবর আজমের (অপরাজিত ১০১) ব্যাটিং দেখে আবার পাকিস্তান সমর্থকদের মনে আশার সঞ্চার হয়েছে। ১৯৯২ বিশ্বকাপে যেভাবে তারা প্রথম দিকে হেরে পরের সবক"টা ম্যাচ জিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল, এবারও যেন হুবহু তারই ফটোকপি। সেই নিয়ে বহু চর্চাও হচ্ছে। পাকিস্তান অধিনায়ক সরফরাজের মাথাতেও হয়তো তেমনই চিন্তা। যে কারণে, বুধবার রাতে সাংবাদিক সম্মেলনে উচ্ছ্বাস গোপন রাখতে পারেননি। বলেই ফেলেছেন, "আজ পর্যন্ত আমাদের ফিল্ডিং ভাল হচ্ছিল না। কিন্তু, এই ম্যাচে ভাল হতেই খেলা ঘুরে গেল।" সরফরাজদের পারফর্ম্যান্সে সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন সানিয়াও। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে শিকার হতে হল কটাক্ষের।

আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন পাক কোচ!

বিশ্বকাপের মঞ্চে ভারতের বিরুদ্ধে জয় অধরাই থেকে গেছে পাকিস্তানের। ২০১৯ বিশ্বকাপে ম্যাঞ্চেস্টারে পাকিস্তানকে ডাক ওয়ার্থ লুইস নিয়মে ৮৯ রানে হারিয়ে বিশ্বকাপে ৭-০ করেছে টিম ইন্ডিয়া। ম্যাঞ্চেস্টারে বিরাট কোহলিদের কাছে হারের হতাশায় আত্মহত্যা করার কথা ভেবেছিলেন পাকিস্তান কোচ মিকি আর্থার।ভারতের কাছে হারের পর পাকদলকে নিয়ে সমালোচনার ঝড় বয়ে গিয়েছে। ভারতের কাছে হারের পর পাক অধিনায়ক সরফরাজ আহমেদকেই কাঠগড়ায় তোলেন পাকিস্তানের প্রাক্তনীরা। একটা সময় তো দেশে ফেরা নিয়েই পাকিস্তান দলের ক্রিকেটাররা উদ্বেগ প্রকাশ করতে শুরু করেন। সেই সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রোল তো ছিলই। মাঠ ও মাঠের বাইরে চাপের মুখেই আত্মহত্যার কথাই ভেবেছিলেন কোচ মিকি আর্থার। তিনি বলেন, 'পাক সংবাদমাধ্যম ও দেশের ক্রিকেটপ্রেমী মানুষেরা যে ভাবে ক্রিকেটারদের আক্রমণ করেছেন, তাতে ক্রিকেটাররা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ওই দিনের পর (ভারতের কাছে হারের পর) এমনকী রাতেও ঠিক করে ক্রিকেটাররা ঘুমোতে পারছেন না।'রও পড়ুন - জ্জশ্বঞ্জ ঢদ্রন্দনত্ম ঞ্খভ্জ্ম ২০১৯: সাকিবের অল রাউন্ড পারফরম্যান্সে আফগানিস্তানকে হারাল বাংলাদেশলর্ডসে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৪৯ রানে হারায় পাকিস্তান। তবে, দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারানোর পর ফের আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে সরফরাজরা, এমনই দাবি করেছেন পাকিস্তান কোচ মিকি আর্থার।

ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০১৯: পাকিস্তান কি বাংলাদেশের জন্য উদ্বেগের কারণ?

বিশ্বকাপ ক্রিকেটের সেমিফাইনাল যাত্রার রোমাঞ্চ আরো উপভোগ্য হয়ে উঠছে, বিশেষত নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পাকিস্তানের ছয় উইকেটের জয়ের পর পাকিস্তান এখন পয়েন্ট টেবিলের ছয় নম্বরে অবস্থান করছে।পাকিস্তান নেট রান রেটে বাংলাদেশের ঠিক পেছনে অবস্থান করছে। নিউজিল্যান্ড যদি পাকিস্তানের বিপক্ষে জিতে যেত সেক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ার পর দ্বিতীয় দল হিসেবে সেমিফাইনাল নিশ্চিত হতো নিউজিল্যান্ডের।

গেল সপ্তাহেও সেমিফাইনালে যাওয়া চারটা সম্ভাব্য দলের নাম প্রত্যাশিতই ছিল, কিন্তু ইংল্যান্ডের টানা দুই হার ও নিউজিল্যান্ডের একটি হার বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছে। পাকিস্তান কেন উদ্বেগের কারণ? বিশ্বকাপের রাউন্ড রবিন পর্বে যেখানে সবাই সবার সাথে একটি করে ম্যাচ খেলছে, সেখানে যদি পয়েন্ট সমান হয় সেক্ষেত্রে দেখা হয় দুই দলের মুখোমুখি দেখায় জয়ী দল কে এবং নেট রান রেট। সেমিফাইনালের দৌঁড়ে থাকা একমাত্র পাকিস্তানের বিপক্ষেই ম্যাচ বাকি আছে বাংলাদেশের।

ভারতের বিপক্ষে একটি ম্যাচ হাতে থাকলেও ভারত ৫ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে শক্ত অবস্থানে আছে, বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচের আগেই হয়তো তারা সেমিফাইনাল যাত্রা নিশ্চিত করে ফেলবে। পাকিস্তান এই বিশ্বকাপে বেশ উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ মাত্র একটি জয় পেয়েছে এ পর্যন্ত, সেই একটি জয়ই পাকিস্তানের বিপক্ষে যেই ম্যাচে পাকিস্তান মাত্র ১০৫ রানে অল-আউট হয়ে যায়। পাকিস্তানের বাকি দুটি ম্যাচ, যেই ম্যাচ দুটিতে জয় পেলে চতুর্থ স্থানের জন্য শক্তিশালী অবস্থানেই থাকবে তারা। একটি ম্যাচ বাকি আফগানিস্থানের সাথে, যারা এখনো কোনো দলকেই হারাতে পারেনি। তাই বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যকার ম্যাচটি হয়ে যেতে পারে একটি "ডু অর ডাই" ম্যাচ।

পাকিস্তানের যারা ভালো করছে বাবর আজম ব্যাটসম্যানবাবর আজমের সেঞ্চুরিতেই নিউজিল্যান্ডকে অনায়াসে হারিয়ে দিয়েছে পাকিস্তান। পাকিস্তানের বোলিং নিয়ে তেমন উদ্বেগ না থাকলেও ব্যাটিং পাকিস্তানের বরাবরের দুশ্চিন্তার কারণ। বাবর আজম এখন পর্যন্ত ছয়টি ম্যাচে ব্যাট করে ৩৩৩ রান তুলেছেন, প্রায় ৬৬ গড়ে। বিশ্বকাপের সেরা রান সংগ্রাহকদের তালিকায় তার নাম রয়েছে। দুর্দান্ত ফুটওয়ার্ক ও স্পিন খেলার দক্ষতার কারণেই ক্যারিয়ারের শুরু থেকে তাকে পাকিস্তানের ব্যাটিং লাইন আপে ভরসা মনে করা হয়। এই বিশ্বকাপে পাকিস্তানের অন্যতম উদ্বেগের কারণ ছিল দুই সিনিয়র ক্রিকেটার মোহাম্মদ হাফিজ ও শোয়েব মালিকের অফ-ফর্ম। শোয়েব মালিককে বেঞ্চে বসিয়ে নামানো হয় হারিস সোহেলকে, হারিস সোহেল তিন ম্যাচে ১৬৫ রান তুলে নিয়েছেন।তবে পাকিস্তানের চিরাচরিত শক্তির জায়গা পেস বোলিং। যেখানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন বড় মঞ্চের ক্রিকেটার মোহাম্মদ আমির। ছয় ম্যাচে ১৬ উইকেট নিয়েছেন তিনি। তার সাথে যোগ দিয়েছেন শাহেন শাহ আফ্রিদি। যিনি ৩ ম্যাচে ৬ উইকেট নিয়েছেন। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচে ১০ ওভার বল করে ২৮ রান দিয়ে ৩ উইকেট নিয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছেন নিউজিল্যান্ডের টপ অর্ডারে ধবস নামাতে। পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশ গেলো ৫ বছরে কোনো ওয়ানডে ম্যাচ হারেনি বাংলাদেশ শেষবার পাকিস্তানের বিপক্ষে হারে ২০১৪ সালের এশিয়া কাপে।এরপর বাংলাদেশের মাটিতে দ্বিপাক্ষিক সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হয় পাকিস্তান।টি - টোয়েন্টি ফরম্যাটেও প্রতি ম্যাচে বাংলাদেশ জয় পায়।২০১৬ টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটের এশিয়া কাপ ও ২০১৮ সালের ওয়ানডে ফরম্যাটের এশিয়া কাপে বাংলাদেশ জয় পায়।১৯৯৯ সাল থেকে ২০১৫, প্রায় ১৬ বছর পাকিস্তানের বিপক্ষে কোনো জয় পায়নি বাংলাদেশ।

আদালতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত আই লিগের ক্লাব জোটের

নিজস্ব প্রতিবেদন: চুক্তি মেনে আইএসএলকে দেশের এক নম্বর লিগ করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের। কারণ মার্কেটিং পার্টনারের কাছ থেকে টাকা পায়নি এআইএফএফ। তাই তড়িঘড়ি তেসরা জুলাই কার্যকরী কমিটির বৈঠক ডেকে আইএসএলকে এক নম্বর লিগ ঘোষণা করতে চলেছে ফেডারেশন। ফলে অপমৃত্যু ঘটতে চলেছে আই লিগের। ১৯৯৬ সাল থেকে দেশের এক নম্বর লিগ থাকার পর হঠাতকরেই আই লিগকে দ্বিতীয় ডিভিশন লিগে নামিয়ে দেওয়ার রূপরেখাও তৈরি। ফেডারেশন কর্তারাও বুঝতে পারছেন গোটা বিষয়টি। তাই শেষ চেষ্টা হিসেবে আই লিগের ক্লাবগুলোর জন্য তাদের মার্কেটিং পার্টনারের কাছ থেকে রোডম্যাপ চাইল ফেডারেশন। তবে সেই রোডম্যাপ যে মার্কেটিং পার্টনারের কাছ থেকে আসবে না সেটাও ধরে নিয়েছেন ফেডারেশন কর্তারাও।আই লিগকে বাঁচাতে সোমবার নিজেদের লড়াইয়ের দিশা ঠিক করতে বৈঠকে বসেছিল আই লিগের ক্লাব জোট। কোয়েস ইস্টবেঙ্গল এফসি-র চেয়ারম্যান অজিত আইজ্যাকের সঙ্গে ছিলেন মোহনবাগানের দুই শীর্ষ কর্তা দেবাশিস দত্ত ও সৃঞ্জয় বোস।ছিলেন মিনার্ভা কর্ণধার রঞ্জিত বাজাজ, চার্চিল আর গোকুলামের প্রতিনিধিও।বৈঠকে সবাই একসঙ্গে ফেডারেশনের নিতে চলা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত না থাকলেও আই লিগের ক্লাব জোটের সিদ্ধান্তের পাশে থাকছে নেরোকা।

CORRIGENDUM

Please read DNIT No:02/ DNITIEENIAGT/PWD12019-20 instead of DNIT No:02IDNIT/EEN/AGTIPWD/ 2018-19 for work scheduled at Si. 2 against PNIT No. 02/BiEE-VIAGTIPWD(R&B)/19-20 Dated 18thJune ,2019_circulated vide Memo No.F.TECH-4/Pt-X/EE-VI2007-08/1425-90 dt.18.06.2019 .
ALL other terms & condition etc. will remain unchanged.
" FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA "

(Er.S.K.Nath)
Executive Engineer,
Agartala Division No.V,
PWD(R&B),
Agartala, Tripura (W)
ICA/C/554/19

TRAINING NOTIFICATION

IN CANCELLATION OF EARLIER "EMPLOYMENT NOTIFICATION" OF EVEN NUMBER DATED 18TH JUNE 2019.

Applications are invited on plain paper from eligible candidates having B. Sc (Physics, Chemistry/ Mathematics / Biology) or equivalent degree from a University recognised by UGC with minimum 50% marks along with documents (Educational Qualifications, Date of Birth, Permanent Residence Certificate of Tripura, Caste Certificate) for undergoing training courses namely1) ***M.Sc in Nuclear Medicine and Molecular Imaging Technology, 2) M.SC in Hospital Radio-pharmacy and 3) Diploma in Medical Radioisotopes Techniques (DMRT)*** and selection is based on a written Test of multiple choice questions from Science Subjects : Physics, Chemistry, Maths or Biology of Standard XI-XII or equivalent.
A merit list of qualifying candidates will be made and Six Candidates (Two candidates for each of above courses) will be selected and recommended to appear for "Common Entrance Test (CET)", which will be held in BARC, Trombay, Mumbai. The dates for CET will be announced later and will be available on website (www.barc.gov.in).
Applications with Certificates, Testimonials and Bio-data along with contact number are to be submitted to the Medical Superintendent, Regional Cancer Centre, Agartala. Last date of Submission of application is 15th July2019.

ICA/D/427/19-20

(Dr. J.K. Dev Varma)
Director Of Health Services
Government of Tripura.

CMYK

জাগরণ 28 June, 2019, Friday আগরতলা ২৮ জুন, ২০১৯ ইং, ১২ আষাঢ়, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

বৃহস্পতিবার জাপানে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রে মোদি। ছবি- পিআইবি।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন রাষ্ট্রপুরুষ ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। বন্দেমাতরম এই সঙ্গীতের মধ্যেই সম্পর্ণ ভারতবর্ষ লুকিয়ে রয়েছে। এই সঙ্গীত দেশের জাতীয় গান। যা প্রত্যেক ভারতবাসীর বুকে শিহরণ তৈরি করে। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ২ নং হলে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক সাহিত্য সমাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিবস উপলক্ষে আয়োজিত শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথাগুলি বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সফল প্রাবন্ধিক ও সাহিত্যিক। তিনি ছিলেন একাধারে রাষ্ট্রপুরুষ এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। ভারতবর্ষে যে সকল মনীষী, রাষ্ট্রনেতারা জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি তাদের মধ্যে অন্যতম। বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী দেব আরও বলেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত ৩৪টি উপন্যাস রয়েছে। এতবড় মনীষীর জন্মদিবস বিগত রাজ্য সরকারের আমলে সরকারি উদ্যোগে করা হয়নি বলে তিনি উমা প্রকাশ করেন। তিনি আজকে থেকে সরকারি উদ্যোগে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মদিবস পালন শুরু হওয়ার জন্য তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, এই দিবসটি পালনের মাধ্যমে রাজ্যে জনগণের কাছে প্রখর রাষ্ট্রবাদী চিন্তাধারার বার্তা পৌঁছাবে। মানুষের মধ্যে দেশ, রাজ্য ও জাতিকে নিয়ে ভাবনার বিকাশ ঘটবে। যা মানুষের মনকে আরও বেশি উদারতা ও বিশালতা প্রদান করবে।

শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা কেউই পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিরোধী নই। আমাদেরকে সেই সংস্কৃতির ভালো দিকগুলি গ্রহণ করতে হবে। আমাদের বিজ্ঞানের আধুনিক পরিষেবাগুলির সাথে সাথে দেশের প্রকৃত মনীষীদের রচনাও পড়তে ও জানতে হবে। তখনই আমরা সত্যিকারের রাষ্ট্রবাদী হিসেবে পরিচিত হবো। তিনি আরও বলেন, এতোদিন শচীন দেববর্মণ, রাহুল দেববর্মণ যারা এই রাজ্যের সন্তান তাদের প্রকৃত মর্যাদা দেওয়া হয়নি। বর্তমান সরকার পুরোনোদের সেই ভুলকে অতীত করে রাষ্ট্র ও রাজ্যহিতে কাজ করে যাবে। এছাড়াও তিনি উপস্থিত সকলকে দেশের বিভিন্ন মনীষীদের লেখাগুলি পড়ার জন্যও অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে আহ্বান করেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্য আলোচক তথা ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের বরিষ্ঠ গবেষক ড. দেবাশিস মুখার্জি বলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ অনুসরণ করে ভারত একদিন জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করবে। বন্দেমাতরম গানের জাতীয়তা এখনও অলান। তিনি আরও বলেন, বর্তমানে আমরা দেশের ঐতিহ্য, সংহতি নিয়ে চিন্তিত। এর থেকে বেরিয়ে আসতে হলে আমাদের প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ থাকা। আর এর থেকে পরিত্রাণের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ থেকে আর ভালো কিছু হতে পারে না।

অনুষ্ঠানের বিশেষ বক্তা রাজ্যের বিশিষ্ট লেখক ড. জগদীশ গণচৌধুরী বলেন, বঙ্কিমচন্দ্র চ.াপাধ্যায়ের ব্যক্তিত্বের ২টি দিক রয়েছে। তিনি ছিলেন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ এবং সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন উঁচুমানের সাহিত্যিক। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর উনার সাহিত্যক'তির অপব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু জাতীয় ঐক্যের জন্য আজও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চর্চা অত্যন্ত জরুরি। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখতে গিয়ে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব এম এল দে বলেন, এ বছর থেকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিবস পালনের পাশাপাশি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ, গুরুনানক এবং মহাত্মা গান্ধীর জন্মজয়ন্তীও সরকারিভাবে পালন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুভাষ দেব এবং উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস।

অনুষ্ঠানের শুরুতে উপস্থিত সকল অতিথিবর্গ বঙ্কিমচন্দ্র চ.াপাধ্যায়ের প্রতিক'তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনের উপর নাটক 'মনে রেখো' প্রদর্শিত হয়। ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গান্ধর্ব সাংস্কৃতিক শাখার শিল্পীরা অনুষ্ঠান শেষে বন্দেমাতরম সঙ্গীতটি পরিবেশন করেন।

দাবাড়ু আর্শিয়ার সাফল্যে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। রাজ্যের প্রতিভাবান দাবাড়ু আর্শিয়া দাস উজবেকিস্তানে আয়োজিত এশিয়ান স্কুল দাবা চ্যাম্পিয়ানশিপে অনুর্ধ ৯ বালিকা বিভাগে স্বর্ণ পদক লাভ করেছে। আর্শিয়ার এই সাফল্যে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তাকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। এক শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আর্শিয়া আমাদের রাজ্যের গর্ব। তিনি তার উজ্জল ভবিষ্যৎ কামনা করেন এবং আগামীদিনে আর্শিয়া আরও এগিয়ে যাবে বলে আশা ব্যক্ত করেন।

রাজ্য ভিত্তিক বনমহোৎসব শান্তিরবাজারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৭ জুন ।। আগামী ২রা জুলাই দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তির বাজার মহকুমার সাঁচীরামবাড়ি শহীদ ধনঞ্জয় ত্রিপুরা স্মৃতি ইংলিশ মিডিয়াম বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত হবে ৭০তম রাজ্য ভিত্তিক বনমোহৎসব। এই বনমোৎসবকে কেন্দ্র করে চলছে জোর কদমের প্রস্তুতি। এই বনমোৎসব সম্পর্কে তথ্য তুলে ধরেন দক্ষিণ জেলার বন দপ্তরের আধিকারিক সঞ্জীব দাস তিনি জানান আগামী ২রা জুলাই সাঁচীরাম বাড়ি এলাকায় অনুষ্ঠিত হতে চলছে রাজ্য ভিত্তিক বনমোৎসব। এই বনমোৎসবের প্রধান অতিথি ও উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের বনদপ্তর ও উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া বিশেষ অতিথি হিসাবে থাকবেন, দক্ষিণ ত্রিপুরার বিধায়কগণ ও অন্যান্য সরকারী আধিকারিকগণ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন শান্তিরবাজার বিধানসভার বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং। রাজ্যভিত্তিক বনমোৎসবের অনুষ্ঠানের কথা জানাতে গিয়ে ডিস্ট্রিক ফরেস্ট অইফসার সঞ্জীব দাস জানান, আগামী ২রা জুলাই ১১ ঘটিকায় মুখ্যমন্ত্রী বৃক্ষরোপনের মধ্যদিয়ে এই অনুষ্ঠানের শুভসূচনা করবেন। অনুষ্ঠানে বক্তাদের বক্তব্যের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠিত হবে। তিনি জানান দীর্ঘ ৮ বছর পর দক্ষিণ ত্রিপুরায় রাজ্য ভিত্তিক বনমোৎসব অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। গত ২০১১ সালে দক্ষিণ ত্রিপুরায় রাজ্য ভিত্তিক বনমোৎসব অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। এখন পুনরায় ২রা জুলাই দক্ষিণ ত্রিপুরার সাঁচীরামবাড়ি এলাকায় এই বনমোৎসব অনুষ্ঠিত হবে। ডিএফও জানান, বিগত দুই মাস পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ব্লক লেভেল, মহকুমা ভিত্তিক ও জেলা ভিত্তিক বনমোৎসব সংগঠিত হয়েছে। সর্বশেষে সাঁচীরাম বাড়ি এলাকায় অনুষ্ঠিত হবে রাজ্য ভিত্তিক বনমোৎসব। গত মে মাসের ৪ তারিখ আগরতলায় একটি মিটিং এর মাধ্যমে রাজ্যভিত্তিক বনমোৎসব এর জন্য সাঁচীরাম বাড়ি লোকাটি নির্ধারন করা হয়েছে। পরবর্তী সময় ১০শে জুন বিলোনীয়া বনমন্ত্রীর উপস্থিতিতে একটি মিটিং এর মধ্য দিয়ে দক্ষিণ ত্রিপুরার বিভিন্ন লাইন ডি পার্টমেন্টকে অনুষ্ঠান আয়োজনের বিভিন্ন দায়িত্ব দেওয়া হয়। এইবার রাজ্যভিত্তিক বনমোৎসবে যে সকল বনদপ্তরের কর্মীরা ভালোকাজ করেছেন তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে বলে জানান ডি এফ ও সঞ্জীব দাস। তিনি জানান উনাদের বনমোৎসবের মূল থীম হলো ইচ ওয়ান প্লেন্ট ওঐয়ান। এর তাৎপর্য হলো প্রত্যেক ব্যক্তিকে একটি করে এবার রাজ্য ভিত্তিক বনমোৎসবে আগত ৫ হাজার লোকজনদের ৫ হাজার চারাগাছ দেওয়া হবে বলে জানান তিনি। ডিএফও রাজ্যের লোকজনদের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষ আহ্বান করেন।

২০টি স্কুল বেসরকারীকরণের প্রতিবাদে আন্দোলনে নামল বাম ছাত্র সংগঠনগুলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন ঃ নতুন সরকারের খসড়া নয়া শিক্ষানীতি বাতিল ও ২০টি স্কুল বেসরকারীকরণের প্রতিবাদে আন্দোলনে নামল বাম ছাত্র সংগঠন এমএফআই এবং টিএসএক। রাজধানী আগরতলা শহরে প্রতিবাদ বিক্ষোভে সামিল হয়ে এসএফআই রাজ্য নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন নতুন সরকার দেশের নয়া শিক্ষানীতির যে খসড়া জনসমক্ষে এনেছেন তাতে দেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংসের কিনারায় নিয়ে যাবার চেষ্টা চালাচ্ছে। এই খসড়ার মধ্য দিয়ে শিক্ষাকে গেরুয়াকরনের চেষ্টা হচ্ছে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রমরমা বাণিজ্য করতে চেষ্টা হচ্ছে। খসড়া প্রস্তাবে নানা ধরনের প্রস্তাব এনে শিক্ষা ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দেবার চক্রান্ত শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়। গোটা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের কিনারায় গিয়ে দাঁড়াবে বলেও ছাত্র নেতৃবৃন্দ মন্তব্য করেন। রাজ্যেও শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাণিজিকরণ করার জন্য নানাভাবে চেষ্টা চালাচ্ছে বলেও অভিযোগ আনা হয়েছে। ইতিমধ্যে ছাত্র সংখ্যাকম এই অজুহাতে ২০টি বিদ্যালয়কে বেসরকারী হাতে তুলে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের হাতে বিদ্যালয় গুলিকে তুলে দিয়ে রাজ্য সরকার শিক্ষা ব্যবস্থাকে বেসরকারী করণের যাত্রাপথের সূচনা করেছে। শুধুমাত্র স্কুল বেসরকারীকরণ নয়, রাজ্যে উচ্চ শিক্ষা দপ্তর একটি মেমোরেন্ডামজাটি করে বলেছে রাজ্যে কলেজগুলিতে যারা পড়াশুনা করছে তাদেরকে প্রত্যেক সেমিনারে অতিরিক্ত ১০০ টাকা করে দিতে হবে। এর মধ্য দিয়ে রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থায় উপর ভয়াবহ আক্রমণ সংগঠিত করার জন্য নীল নক্সা তৈরি করেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এরই প্রতিবাদে রাজ পথে নেমেছে বাম ছাত্র সংগঠন। নয়া শিক্ষানীতির খসড়াপ্রস্তাব রাজপথে পুড়িয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ সংগঠিত করেছে ছাত্র সংগঠন এসএফআই এবং টি এস ইউ।

কদমতলায় সিপিএমে ভাঙন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৭ জুন।। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের নির্বাচনের আগে সিপিএম দল সাফ। দলবদলের হিড়িক চলছে। কাতারে কাতারে সিপিএম নেতা কর্মী পঞ্চায়েত সদস্য বিজেপিতে যোগ দেওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। উত্তর জেলার ৫৪ কদমতলা কুর্তি বিধানসভাটি বর্তমানে বামেদের দখলে কিন্তু সেই বিধানসভায় এবার বামেদের অস্তিত্ব সংকটে। সব আসনে বামেরা প্রার্থী দিতে পারবে কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। কদমতলা কুর্তি বিধানসভা কেন্দ্রের ব্রজেন্দ্রনগরে বিজেপি দলের যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি তথা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান টিংকু রায়ের হাত ধরে ৪৮ পরিবারের ১৭০ জন ভোটার সিপিআইএম ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন। তাদের হাতে দলীয় পতাকা দিয়ে দলে বরণ করে নেন টিংকু রায় মহোদয়। দলত্যাগেদের মধ্যে ডি এফ আই, এস এফ আই, পঞ্চায়েত সদস্য থেকে শুরু করে সিপিএমের অঞ্চল ও ব্রাঞ্চ কমিটির সদস্যরা পর্যন্ত আজ বিজেপি দলে সামিল হন। তাছাড়া বজেন্দ্রনগর গ্রামপঞ্চায়েত বামেদের দখলে ছিল কিন্তু এবার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উল্টো। ব্রজেন্দ্র নগর গ্রামের টিলা বাড়িতে আজকের এই সমর্থনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সমর্থনী সভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপি দলের যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি তথা টি আইডিসির চেয়ারম্যান টিংকুর রায়, তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলার কিষান মোর্চার সহ সভাপতি সুব্রত দেব, মন্ডল প্রভারী পীযূষ কান্তি নাথ, মন্ডল সভাপতি বিদ্যাভূষণ দাস সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

আজকের এই সমর্থনী সভায় প্রধান অতিথি যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি তথা টি আই ডি সির চেয়ারম্যান টিংকু রায় বলেন,কদমতলাকে নগর পঞ্চায়েত করা হবে এই সরকারের মেয়াদকালে। দেড় বছরের মধ্যে অনেক কাজ হয়েছে। কদমতলায় ডিগ্রী কলেজ, আগরের বৈধতা পেয়েছে আরো একাধিক উন্নয়ন হচ্ছে। উন্নয়নের জন্য আন্দোলন করতে হচ্ছে না। বক্তব্য রাখতে গিয়ে টিংকু রায় আরো বলেন, কেন্দ্রে মোদি সরকার রাজ্যেও বিপ্লব দেবের বিজেপি সরকার সুতরাং পঞ্চায়েত স্তরেও রাজ্যের সাধারন জনগন বিজেপি দলকে ভোট দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করবেন। পাশাপাশি আজকের এই সমর্থনী সভায় দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

শরিক দল বিজেপির বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগে মিছিল করবে আইপিএফটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন ।। শরিক দল বিজেপির বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ এনে আগামী ১ জুলাই সারা রাজ্যে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করবে আইপিএফটি। পাশাপাশি আগামী ৬ ও ৭ জুলাই খুমলুঙে রাজ্য কমিটির বৈঠকে নতুন কমিটি গঠন হওয়ার পর দিল্লি গিয়ে মর্ডালিটি কমিটির রিপোর্ট নিয়ে দরবার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইপিএফটি। বৃহস্পতিবার একথা জানালেন আইপিএফটি সহ সাধারণ সম্পাদক মঙ্গল দেববর্মা।

এদিন তিনি ক্ষোভের সুরে বলেন, সারা রাজ্যে আইপিএফটি কর্মীদের উপর বিজেপি কর্মীরা অত্যাচার চালিয়েছেন। বহু বাড়িঘর ভাঙচুরের পাশাপাশি পুড়িয়ে দিয়েছেন। এ ঘটনায় আইপিএফটি কর্মীরা ভয়ে তটস্থ হয়ে রয়েছেন। এই পরিস্থিতির শীঘ্রই পরিবর্তন না হলে আইপিএফটি পথে নামবে বলে হুঁশিয়ারি দেন মঙ্গল দেববর্মা। পাশাপাশি, তিনি দাবি করেন, বিজেপি কর্মীদের আক্রমণে আক্রান্ত আইপিএফটি কর্মীদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে। নইলে বৃহত্তর আন্দোলনে যাবে আইপিএফটি। তিনি বলেন, জোট শরিক দলের সাথে বিজেপির এই আচরণ কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া যায়না।

এদিকে, আগামী ৬ ও ৭ জুলাই খুমলুঙে আইপিএফটির রাজ্য কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে বলে জানান মঙ্গল দেববর্মা। তিনি বলেন, ওই বৈঠকে আইপিএফটির নতুন কমিটি গঠন করা হবে। তারপর নতুন কমিটির সদস্যরা দিল্লি যাবেন। তাঁরা দিল্লি গিয়ে হাইপাওয়ার মর্ডালিটি কমিটির রিপোর্ট চাইবেন। পাশাপাশি, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মর্ডালিটি কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে ত্রিপুরায় জনজাতিদের উন্নয়নের বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইবেন।

কাঞ্চনপুরে তীর জুয়ার রমরমা, ধৃত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। কাঞ্চনপুরের বিভিন্ন হোটেলে নেশা সামগ্রী বিক্রি এবং তীর জুয়ার আসর বসে। এই বিষয়ে আগে থেকেই খবর ছিল কাঞ্চনপুর থানার পুলিশ এবং এসডিপিওর কাছে। সেই মোতাবেক বুধবার পুলিশ বেশ কয়েকটি হোটেলে অভিযান চালায়। অভিযান চালিয়ে তেত্রিশ বোতল বিলেতী মদ বাজেয়াপ্ত করেছে। সেই সাথে হোটেলের পিছনের একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তিনজন এজেন্টকে গ্রেপ্তার করেছে। তাদের কাছ থেকে ৯০০ টাকা এবং পাঁচটি মোবাইল সেট উদ্ধার করা হয়েছে। ধৃত তিনজন হল, বিকাশ চাকমা, অমর কান্তি চাকমা এবং সুনিতি রঞ্জন চাকমা। আগামীকাল তাদের আদালতে তোলা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

নাশকতার আগুন থেকে অল্পেতে রক্ষা পেল গাঁওপ্রধানের বাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৭ জুন।। নাশকতামূলক অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে অল্পেতে প্রাণে বাঁচলেন তেলিয়ামুড়া থানাধীন ইচারবিল জগন্নাথবাড়ি গাওসভার প্রাক্তন গাঁওপ্রধান ও তার পরিবারের লোকজনরা। ঘুমন্ত অবস্থায় বসতঘরে কে বা কারা অগ্নিসংযোগ করেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের নির্ঘিন্ট ঘোষণার পরপরই অত্যুৎসাহী কিছু লোকজন গ্রামীন এলাকায় শান্তির পরিবেশ বিনষ্ট করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছেন। গত গভী রাতে তেলিয়ামুড়ার ইচারবিল জগন্নাথবাড়ি গাওসভার প্রাক্তন সিপিআইএম প্রধান প্রণব কুমার দেবের বাড়িতে অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটেছে। ঘুমন্ত অবস্থায় ইঠাৎ আগুনের তাপ লাগায় পরিবারে লোকজনরা জেগে উঠেন। তাদের আর্ত

ছয়ের পাতায় দেখুন

বৃহস্পতিবার রাজধানীতে আয়োজিত রক্ত দান শিবিরে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি- নিজস্ব।

প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনায় প্রশিক্ষণ নিয়ে রাজ্যে বেকারত্ব ঘুচল ১০১৬ জনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। ত্রিপুরায় প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনায় প্রশিক্ষণ নিয়ে ১,০১৬ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। ফলে, তাঁদের স্থায়ীভাবে বেকারত্ব ঘুচেছে বলেই মনে করা হচ্ছে। আরও ৫ হাজার ৬৫ জনের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে। তাঁদের কর্মসংস্থানের প্রক্রিয়া চলছে। আজ এই তথ্য তুলে ধরেছেন স্কিল ডেভেলপমেন্ট অধিকর্তা স্মিতা মল এমএস। তাঁর কথায়, ২০২০ সালের মার্চের মধ্যে এই স্কিমের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সবরকমের চেষ্টা চলছে।

স্মিতা মল বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রেরণায় ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব একই লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যেতে চাইছেন। কারণ, সরকারি চাকরির সুযোগ যেখানে কম সেখানে কর্মসংস্থানের প্রশ্নে বেকারদের দক্ষতা বৃদ্ধি খুবই প্রয়োজন। তাই, প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনায় বেকারদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

স্মিতা মল এমএস বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৬ সালে এই প্রকল্পটি চালু করেছিলেন। কিন্তু, কাজ শুরু হয়েছিল ২০১৭ সালে। সারা দেশের সাথে ত্রিপুরায়ও ২০১৭ সালে প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনায় প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। তাঁর কথায়, এই যোজনায় ত্রিপুরায় ২৯টি প্রশিক্ষণ সংস্থা নথিভুক্ত হয়। সেই মোতাবেক তাদের ৪৩টি বিষয়ে ২২টি সেক্টরে প্রশিক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে ত্রিপুরায় ৪৮টি স্মার্ট ট্রেনিং সেন্টারে ২৭ হাজার ৯৩০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। তাঁর বক্তব্য, প্রথমে ৩৬ হাজার ৮৭৫ জনকে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কর্মক্ষমতার ভিত্তিতে সারা দেশেই পুনঃসংশোধনের পর লক্ষ্যমাত্রা কমিয়ে দেওয়া হয়। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় ২৮ হাজার ৯৬০ জনকে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।

তিনি জানান, কাপড় তৈরি, রবার শিল্প, টেইলারিং, সেলাই মেশিন চালানো, বিউটিশিয়ান-সহ মোট ৪৩টি ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে ত্রিপুরায়। মূলত, বেকারদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাঁদের কর্মসংস্থান সুনিশ্চিতের লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাতে, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৬ হাজার ৮১ জনের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে। পাশাপাশি, ১ হাজার ১৬ জনের প্রশিক্ষণ অন্তিম পর্যায়ে রয়েছে। তাঁর কথায়, প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হওয়ার পর এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ১ হাজার ১৬ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। তাঁরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থ উপার্জন করছেন। বাকি ৫ হাজার ৬৫ জনেরও কর্মসংস্থান খুব শীঘ্রই সুনিশ্চিত হবে।

তিনি জানান, ন্যূনতম ৬ হাজার টাকা থেকে সর্বোচ্চ ১৪ হাজার টাকা তাঁরা আয় করছেন। সাথে তিনি যোগ করেন, প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনায় প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর স্বনির্ভর হওয়ার ক্ষেত্রে ঋণ পেতে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তাঁর দাবি, ত্রিপুরা সময়ের মধ্যেই এই যোজনায় প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছবে।

এনএসএস-এর মেগা রক্তদান শিবিরে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। রাজ্য এনএসএস সেলের উদ্যোগে আজ বৃহস্পতিবার মেগা রক্তদান শিবির, আলোচনাচক্র এবং সাস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আগরতলা টাউন হল-এ আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব এবং ত্রিপুরা সরকারের যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক দফতরের মন্ত্রী মনোজকান্তি দেব। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এনএসএস ত্রিপুরা রাজ্য সেলের অধিকর্তা চিত্রজিৎ ভৌমিক, প্রাক্তন অধিকর্তা ব্রিগেডিয়ার বিকে তেওয়ারি প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব বলেন, এনএসএস-এর কাজ হচ্ছে সাধারণ মানুষের সেবা করা। জাতির জনকের জন্মদিনকে স্মরণীয় করে রাখতে এনএসএস-এর জন্ম হয়। ত্রিপুরার কয়েকটি কলেজে খুব অল্পসংখ্যক সদস্য নিয়ে এর সূচনা হলেও এখন ৩২ হাজারের বেশি স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রী এর সঙ্গে যুক্ত। তাঁরা রাজ্যে নানা সময় সেবামূলক কাজ করে থাকেন। যেমন ম্যালেরিয়া হোক কিংবা স্বচ্ছ ভারত অভিযান, সব কিছুতে এনএসএস কর্মীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছেন। আগামী দিনেও তাঁরা সমাজসেবামূলক কাজ করে যাবেন বলে আশা ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব। এদিন মোট ১০০ জন স্বেচ্ছা সেবক-সেবিকা রক্তদান করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী রক্তদানস্থলগুলো ঘুরে দেখেন। এনএসএস-এর তরফে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ১,৮০,০০০ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়েচে। এই কর্মসূচির সহযোগিতায় ছিল ত্রিপুরা সরকারের যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক দফতর।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।